ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচারে

সালাতুন নাবী ﷺ ও বিবিধ মাসায়েল

প্রকাশনায়

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী।

ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচারে সালাতুন নাবী ﷺ ও বিবিধ মাসায়েল

ডা. জাকির নায়েকের

লেকচারে

সলাতুন নাবী (ﷺ)

ও বিধান সূচী

সম্পাদনায়

শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী

সৌদী মুবাল্লিগ ও প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অনুবাদ

ডা. আবু মারিয়াম মুহাম্মাদ বিন সাঈদ
ডা. সাবিত বিন আব্দুল হান্নান
ডা. মোঃ ফয়সাল
ডা. যুবাইর ইসলাম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।

০১৯২২-৫৮৯৬৪৫, ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

প্রকাশক

আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
দাওরা হাদীস, বি.এ অনার্স, এম.এ (আরবী), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়া
রাণী বাজার, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

তথ্য সংযোজন ও বিন্যাস

যায়নুল আবেদীন বিন নুমান
দাওরা হাদীস, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়া, রাণী বাজার, রাজশাহী।
বি.এ অনার্স (অধ্যয়নরত), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ঈসায়ী।
প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ঈসায়ী।
দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন ২০১৪ ঈসায়ী।

প্রচ্ছদ

মাক্বছুদুর রহমান - ০১৭৫২-২৮৪৮৭৯

নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা।

ISBN:978-984-91017-4-1

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه" وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَه وَ عَلى اٰلِه،، وَاَصْحَابِه،، اَجْمَعِيْنَ وَ قَالَ تَعَالى (اَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِىْ) وَ قَالَ النَّبِيُّ @ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّىْ- رَوَاهُ الْبُخَارِي

শুরুতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। যার অশেষ কৃপায় এই বইখানা প্রকাশ করতে পেরেছি। অতপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহামানবের প্রতি, যার প্রদর্শিত পদ্ধতি ছাড়া হাজার রাকা'আত সলাত আদায় করলেও কোন লাভ হয় না।

বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের সলাতসহ বিভিন্ন লেকচারের অনুবাদ করা হয়েছে। তবে অনেক প্রকাশক লেকচারগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করেননি। অনেকে তার নামে অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যা চালাচ্ছে। অথচ তিনি কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জির পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বক্তৃতায় হাদীসের যে নম্বরগুলো উল্লেখ করছেন সেগুলো মূলত আরবী ও ইংরেজী অনুবাদ থেকে। তাই বাংলা ভাষায় অনুদিত হাদীস গ্রন্থের নম্বরের সাথে মিল না থাকায় পাঠকদের সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। তাই হাদীসগুলো অনুসন্ধান করে মূল ইবারতসহ প্রকাশনী ও হাদীস নম্বর উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনার নামের কতক সংকেত ব্যবহার করেছি। যেমন-মাকতাবাতুশ শামেলা- মাশা., তাওহীদ পাবলিকেশন্স- তাও., ইসলামি ফাউন্ডেশন- ইফা., আহলে হাদীস লাইব্রেরী ও হাদীস একাডেমী- হাএ., ইসলামিক সেন্টার- ইসে., হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী- মাপ্র., আধুনিক প্রকাশনী- আপ্র.। তিনি সলাত সম্পর্কে যতগুলো আলোচনা করেছেন, সেগুলো একত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও চলবে (ইন্‌শা-আল্লাহ্)। যখনই আমরা তাঁর নির্দিষ্ট 'সলাত' লেকচার ছাড়া অন্য কোনো লেকচার থেকে সংযোজন করেছি, সেক্ষেত্রে টেক্সট বক্সের মধ্যে উল্লেখ করেছি।

এসত্ত্বেও তার লেকচারে সলাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফুটে উঠেনি, তাই শেষাংশে তারই অনুকরণে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে প্রমাণ সহকারে সলাতের বিধান সূচী ও প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ সংযোজন করেছি।

এ ব্যাপারে সার্বিকভাবে পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ সাইদুর রহমান রিয়াদী, শায়খ নাজমুল হুদা দেওবন্দী, শায়খ হোসাইন আহমাদ কাসেমী। এছাড়াও ইংরেজী লেকচার থেকে **সাবলীল ভাষায় হুবহু লেকচারটি অনুবাদ** করে দিয়েছেন দ্বীনি ভাই ও প্রিয় বন্ধুবর স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা এর ডা. আবু মারিয়াম মুহাম্মাদ বিন সাঈদ, ডা. সাবিত বিন আব্দুল হান্নান, ডা. মোঃ ফয়সাল ও ডা. যুবাইর ইসলাম।

বইটি কম্পোজ ও প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন স্নেহের দ্বীনি ভাই যায়নুল আবেদীন বিন নুমান, দেলাওয়ার হোসাইন বিন মুহাম্মাদ ও মাক্বছুদুর রহমান (পরিচালক- টেকনিক প্লাস)। এছাড়াও আরো যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জাযায়ে খায়ের দান করুন 'আমীন'। তারপর যে কথাটি না বললেই নয় ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী প্রকাশনা জগতে এই প্রথম। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তাই কোন দ্বীনি ভাইয়ের নজরে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং ভবিষ্যতে সুধরিয়ে নেব ইন্শা-আল্লাহ্।

বিনীত
প্রকাশক
আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস

ডা. জাকির নায়েক এর জীবনী

নাম: জাকির আব্দুল করিম নায়েক।

জন্ম: তিনি ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

পড়াশোনা: মুম্বাইয়ের সেন্ট পিটার'স হাই স্কুল, চেল্লারাম কলেজ এবং টপিওয়ালা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, নায়েক হসপিটাল থেকে পড়াশোনার পর মুম্বাই ইউনিভার্সিটি থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্তমানে: ডা. জাকির নায়েক পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপি ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে তিনি চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। এই সময়ে আধুনিক ভাবধারার এই পন্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে জুড়ি নেই। তার বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল কুরআন, সহীহ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জির পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ বৈজ্ঞানিক, গঠনমুলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন।

বর্তমানে তিনি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (IRF) এর প্রেসিডেন্ট, যা Peace TV পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও এডুকেশনাল ট্রাস্ট মুম্বাইয়ের চেয়ারম্যান এবং ইসলামিক ডাইমেনশন মুম্বাইয়ের প্রেসিডেন্ট।

- ডা. জাকির নায়েক গত ২০ বছরে প্রায় ১৫০টি দেশে ১৫০০ এরও বেশি বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্য ও বিতর্কের লক্ষ লক্ষ ক্যাসেট সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।
- "সানডে এক্সপ্রেস" নামক ম্যাগাজিন ইন্ডিয়ার ১০০ শীর্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করে সেখানে ডা. জাকিরকে ৮৯ তম দেখানো হয়েছে। *(৩১ জানুয়ারী ২০১০)*
- আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে ডা. জাকির নায়েকও অন্যতম।
- *ডা. জাকির নায়েককে সম্বোধন করে তার আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও গুরু শেখ আহমাদ দীদাত বলেছেন, " হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে।"*

১	লেকচার শুরু	৮
২	সলাতের পরিচিতি	৮
৩	সলাতে মন স্থির থাকে না কেন ?	৯
৪	মন নিয়ন্ত্রণের উপায়	৯
৫	সলাত মন্দ কর্মের প্রতিরোধক	১১
৬	সলাত ন্যায় পরায়ণতার প্রগ্রামিং	১২
৭	সলাতের ওয়াক্ত সমূহ	১৩
৮	পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সলাত আদায়	১৪
৯	আযানের উৎপত্তি ও ইতিহাস	১৫
১০	আযানের শব্দাবলী	১৬
১১	সলাতের পূর্বে ওযূর বিধান	১৬
১২	পাঁয়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলানো প্রসঙ্গে	১৭
১৩	কিবলা মুখী হওয়া	১৮
১৪	সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান	১৮
১৫	আমীন বলা প্রসঙ্গে	১৮
১৬	সলাতে রুকু ও সিজদার অবস্থান	২০
১৭	যে কারণে আমরা সিজদা করি	২১
১৮	সালাত আদায় না করার বহুমুখী সমস্যা	২৩
১৯	সালাত একটি জীবন দর্শন	২৪
২০	সলাতের সামাজিক গুরুত্ব	২৫
২১	সলাতের শারীরিক উপকারিতা	২৭
২২	সলাত আদায়ের উদ্দেশ্য	৩০
২৩	সলাতে মনোযোগ সৃষ্টির কৌশল	৩০
২৪	আল্লাহর প্রশংসা করাই যথেষ্ঠ নয়	৩১
২৫	সর্বাবস্থায় সালাতের বিধান	৩২
২৬	প্রশ্নোত্তর পর্ব (সলাত সংক্রান্ত উন্মুক্ত ২৪টি প্রশ্ন ও সমাধান)	৩৫-৬৪
২৭	ফরজ গোসলের নিয়ম	৬৫
২৮	ওযূর পদ্ধতি	৬৫
২৯	তায়াম্মুম করার পদ্ধতি	৬৬
৩০	ওযূ শেষের দু'আ	৬৬
৩১	মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ	৬৭
৩২	মাসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ	৬৭
৩৩	আযান ও ইক্বামাতের শব্দ	৬৭
৩৪	ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া...জায়নামাজের দু'আ ভিত্তিহীন	৬৭
৩৫	সলাতে দাঁড়ানোর নিয়ম	৬৮
৩৬	নিয়্যাতের সহীহ বিধান	৬৯
৩৭	সলাতে দৃষ্টি কোথায় থাকবে	৭০
৩৮	তাকবীরের সময় হাত উত্তোলনের পদ্ধতি	৭০
৩৯	হাত কতটুকু ও কীভাবে উঠাতে হবে	৭১
৪০	সলাতে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে	৭২
৪১	সানা পাঠ	৭৩
৪২	আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠের নিয়ম	৭৩
৪৩	সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান	৭৪

৪৪	আমীন বলার পদ্ধতি	৭৪
৪৫	প্রয়োজনীয় ছোট ছোট ১২টি সূরা	৭৫-৭৯
৪৬	রাফ‘উল ইয়াদাঈন	৭৯
৪৭	রুকু করার নিয়ম	৮০
৪৮	রুকু ও সাজদার দু‘আ	৮০
৪৯	রুকু হতে দাঁড়ানো বা কাওয়ামার দু‘আ	৮১
৫০	সাজদার নিয়ম	৮২
৫১	দুই সাজদার মাঝের দু‘আ	৮২
৫২	“আত্তাহিয়্যাতু” পড়ার সময় আঙ্গুল নাড়ানো প্রসঙ্গে	৮৩
৫৩	তাশাহ্হুদের দু‘আ	৮৩
৫৪	বেজোড় রাক‘আতে দাঁড়ানোর পূর্বে বসা প্রসঙ্গে	৮৩
৫৫	দরূদ	৮৪
৫৬	দু‘আ মাসুরা	৮৪
৫৭	সালাম ফিরানোর পর তাস্বীহ্ তাহ্লীল	৮৫
৫৮	বিতর সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার পঠিত দু‘আ	৮৭
৫৯	তিলাওয়াতে সাজদার দু‘আ	৮৭
৬০	সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার	৮৭
৬১	আয়াতুল কুরসি পাঠ	৮৮
৬২	জানাযার দু‘আ	৮৯
৬৩	শিশুর জানাযার দু‘আ	৯০
৬৪	মৃত সংবাদ ও মসিবতের সময় পঠিত দু‘আ	৯০
৬৫	কবরে লাশ রাখার দু‘আ	৯০
৬৬	কবর যিয়ারতের দু‘আ	৯০
৬৭	দু‘আ কুনূত	৯১
৬৮	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দুআ	৯১-৯৪
৬৯	মাজলিস শেষের দু‘আ	৯৪

লেকচার শুরু

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ { اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ {رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ– وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ– وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِىْ– يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ} [1]

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি ও তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের প্রতি।

আম্মাবাদ, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা ও আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা সকলকে ইসলামিক সম্ভাষন অনুসারে অভিবাদন করছি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্সালামু আলাইকুম) আজকের সকালের অধিবেশনের আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু“ اَلصَّلَاةُ (আস্ সলাহ্) ‘Programming to Wise Righteous’ (প্রোগ্রামিং টু ওয়াউস রাইচ্যাস্) বা ন্যায় পরায়নার দিকে অগ্রযাত্রা।

সলাতের পরিচিতি

অধিকাংশ মানুষ اَلصَّلَاةُ (সলাত) শব্দকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে Prayer (প্রার্থনা) হিসাবে। প্রার্থনার আরবী শব্দ اَلصَّلَاةُ (সলাত) এর যথার্থ অনুবাদ নয়। কারণ, প্রার্থনা করা মানে হচ্ছে অনুরোধ করা, বিনীতভাবে কিছু চাওয়া। যেমন, আদালতে গেলে আপনি সেখানে প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা করার আরেকটি অর্থ হচ্ছে মিনতি করা, সাহায্যের আবেদন করা, কিংবা দু'আ করা। আর সেটাই হচ্চে আবেদন বা প্রার্থনা। তবে সলাত অর্থ কেবল প্রার্থনা করা নয়। প্রার্থনার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। কারণ, সলাত এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ পাই। আর এ সবের পাশাপাশি সলাত হলো এক ধরনের Programming (প্রোগ্রামিং)। এটা একটা বিশেষ অবস্থা অথবা একজন সাধারন মানুষের কথায় এটা এক ধরনের Brain washing (ব্রেন ওয়াসিং)। তবে যদি কেউ সলাত আদায় করতে যায় এবং অন্য কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে সে যদি বলে Brain wash (ব্রেন ওয়াস) করতে যাচ্ছি অথবা কোনো Programme (প্রোগ্রাম) এ যাচ্ছি, তাহলে উত্তরটি শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে। সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু মনে করি না। বস্তুত মানুষ আরবী ‘সলাত’ শব্দটিকে প্রার্থনা বললেও শব্দটি আরো বেশি অর্থবোধক মনে করি। যখন আপনারা Programming (প্রোগ্রামিং) শব্দটি শোনেন তখন চিন্তা করেন একটি কম্পিউটারের কথা।

১. সূরা ত্বহা: ২০: ২৫-২৮

যদি আমাকে অনুমতি দেন মানুষকে একটি যন্ত্র হিসেবে বলার, তাহলে আমি বলব এটি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল যন্ত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত Computer (কম্পিউটার) এর চাইতও মানুষ অনেক বেশি জটিল। আর আমরা মানুষজাতি হলাম আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি। আর পবিত্র কুরআন বলছে, সূরা তীন Chapter (চ্যাপ্টার): 95, Verse no (ভার্স নং): 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

'অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' (সূরা ত্বীন, আয়াত নং-৪)

সলাতে মন স্থির থাকে না কেন ?

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। শরীরের ওপর রয়েছে আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ যদি আমার হাতটা উঠাতে চাই তবে তা সহজেই উঠাতে পারব। আর যদি হাতটা নামাতে চাই তবে নামাতেও সক্ষম হব। যদি একটি 'পা' সামনে এগুতে চাই সেটাও পরবো, আমার শরীর সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সেজন্য লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমরা যখন সলাতে দাঁড়াই তখন আমাদের মন চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। যেমন-একজন ছাত্র তার কোনো একটা পরীক্ষা দেয়ার পর যদি সে 'সলাত' আদায় করে, তখন তার চিন্তায় পরীক্ষার খাতাটি বারবার ভেসে ওঠে। সে তখন ভাবতে থাকে আমি ২ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি দিয়েছি সেটা না লিখে আমার অন্যটা লেখা উচিত ছিল। যদি কোনো ব্যবসায়ী 'সলাত' আদায় করতে দাঁড়ায় সে চিন্তা করতে থাকে, আজ আমি কত টাকা লাভ করলাম। কী পরিমান জিনিস আমি বিক্রি করলাম। একইভাবে একজন গৃহিণী যখন 'সলাত' আদায় করে সে তখন ভাবতে পারে, আমার স্বামীর জন্য এখন কী রান্না করব ? বিরিয়ানী রান্না করবো, না কি পোলাও। বস্তুত সলাতের সময় আমাদের মন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

মন নিয়ন্ত্রণের উপায়

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের মন ঘুরে বেড়ায় কেন? এর কারণ হলো আমাদের মন আসলে খালি। কিন্তু মন কখনো খালি থাকতে পারে না। সেজন্য মন ঘুরে বেড়ায়। বেশির ভাগ মুসলিম সলাত আদায়ের সময় যা পাঠ করেন তা পূর্বে থেকেই জানেন। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং পবিত্র কুরআনের ছোট সূরা আমরা আয়াতের মধ্যে পাঠ করে থাকি। আমরা এই সূরাগুলো এতো যান্ত্রিকভাবে পড়ি তা সত্যিই বিস্ময়কর। আপনি যদি কোন মুসলিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলেন তবে সে ১০০ মাইল Speed এও পড়তে সক্ষম। অর্থাৎ এরূপ যান্ত্রিকভাবে পাঠের কারণে আমাদের মনের খুব সামান্য একটা অংশ এ কাজে ব্যস্ত থাকে। এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বলার কারণে আমরা পূর্ণ মনোযোগী হতে পারি না। আমরা বেশির ভাগ মুসলিমই অনারব। আরবী ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

তাই সলাতের সময় আরবী ভাষার সূরা পাঠ করলেও তা আমরা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। আর এ না বোঝার কারণেই আমাদের মন তখন 'চিন্তা কার্যে' পুরোপুরি নিয়োজিত হতে ব্যর্থ হয়। সেজন্য সলাতে আমরা যে আয়াতগুলো পড়ব সেগুলোর অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করব। যদি ইংরেজী জানেন তবে ইংরেজী অনুবাদ জানার চেষ্টা করেন। যদি উর্দু জানেন তবে উর্দু অনুবাদটা মনে করুন। একইভাবে হিন্দি ভাষীরা হিন্দি অনুবাদটা স্মরণে আনুন। যদি মারাঠি জানেন তবে সেটাই মনে করুন। যদি গুজরাটি জানেন তবে গুজরাটি মনে করুন। অর্থাৎ যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন সে ভাষায় সূরাটির অর্থ আপনি মনে করুন। যেমন ধরুন আপনি যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ–اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ–مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ–اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ–اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ– صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ–غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ–

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। তিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও। সে সমস্ত লোদের পথ, যাদের প্রতি তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

যখন আপনি এই সূরা ফাতিহা অথবা আরবীতে অন্য কোন আয়াত পড়বেন তখন একই সাথে অর্থটাও মনে করুন। তাহলে আপনার মন-মগজ আয়াতের অর্থ মনে করার কাজেই ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু কয়েকদিন পরে কিংবা কয়েক মাস পরে এ পদ্ধতিটাও যান্ত্রিক হয়ে যাবে। আমাদের মন খুব শক্তিশালী হওয়ায় এখানেও মনোযোগ ছেদনের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু সম্ভাবনাটা খুব কম, কারণ মনের খুব ছোট্ট অংশ আরবী পড়ায় ব্যস্ত থাকবে আর বাকী অংশটা অর্থ মনে করবে। অন্য চিন্তা করার সম্ভাবনা কম থাকবে। তারপরও মন অন্য চিন্তা করতে পারে। মনের এই চিন্তা দূর করার জন্য আপনি আরবীতে আয়াতগুলো পড়বেন আর সেগুলোর অর্থ মনে করবেন। এছাড়াও আপনি মনোযোগ দেবেন যে আয়াত আপনি পড়ছেন এবং যার অর্থ মনে করছেন তার প্রতি। একজন মানুষ দুটি জিনিসের উপর শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। এক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ বা ৫০ কিংবা ৮০ ভাগ মনোযোগ দেয়া যায়। কিন্তু দুটি জিনিসের ওপর শতভাগ মনোযোগ দেয়া যায় না। তাহলে যত বেশী মনোযোগ দেবেন আপনার মন তত কম বাইরে ঘুরাঘুরি করবে। মনের এই ঘুরাঘুরি বন্ধ করতে আমরা আরবী আয়াতগুলো পড়ব। আয়াতের অর্থ বুঝব। আর সেই অর্থের ওপর মনোযোগ দেব। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের মন ঘুরাঘুরি করবে না।

সলাত মন্দ কর্মের প্রতিরোধক

এ সম্পর্কে সূরা আনকাবুত Chapter:29, Verse No:45- উল্লেখ করা হয়েছে-

اُتْلُ مَا اُحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلاَةَ اِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ–

অর্থ:'পাঠ কর সেই কিতাব হতে, যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে এবং সলাত কায়েম কর। অবশ্যই সলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।'

তাহলে পবিত্র কুরআন বলছে 'সলাত' আপনাকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই আমি 'সলাত' কে এক ধরনের Programming বলেছি। এই Programming টা হলো ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য। তাহলে আমরা মুসলিমরা দিনে ৫ বার সলাতের মাধ্যমে Programmed হই। আমরা এ সময় আল্লাহর কাছে নির্দেশনা চাই- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাক্বীম) 'আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও।' আর আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা এর জবাব দেন। তিনি আমাদের ন্যায়-পরায়ণতার পথে Programmed করেন। যেমন ধরেন, কোন ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে সূরা মায়েদা Chapter:5, Verse No:90 পড়তে পারেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে-

يَـا اَيُّهَاالَّـذِيْنَ اٰمَنُـوْا اِنَّمَـا الْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالْاَنْصَـابُ وَالْاَزْلَـامُ رِجْـسٌ مِّـنْ عَمَـلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: 'হে মুমিনগন! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শর সমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক।-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"

এখানে সলাতে আমাদেরকে Programming করা হচ্ছে যে, মদ পান, জুয়া খেলা, বিভিন্ন মূর্তির পূজা, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এসব শয়তানের কাজ। ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পর পড়তে পারেন সূরা মায়েদা Chapter:5,Verse No:3 সেখানে বলা হয়েছে-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه

অর্থ: 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতজন্তু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহকৃত পশু।'

এখানে সলাতের মাধ্যমে আমাদের Programming হচ্ছে আমাদের এই খাবার গুলো খাওয়া উচিৎ নয়।

এই হারাম খাবার গুলো হলো মৃতজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে।

সলাত ন্যায়পরায়ণতার প্রোগ্রামিং

এখানে সলাতের মাধ্যমে আমাদের Programming হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতার পথে। অনুরূপভাবে ইমাম সাহেব সূরা বাণী ইসরাঈল Chapter: 17, Verse No: 23-24 পড়তে পারেন। যেখানে বলা হয়েছে-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا-

অর্থ: ‘তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর এবং পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। যদি তাদের একজন বা দু’জনই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে কোনরূপ বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না। আর তাদেরকে উহ্‌ (অবজ্ঞা সূচক) শব্দটাও বলো না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি (পিতা-মাতা) দয়া কর যেমনভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।’

এখানে আমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের জন্য Programming হচ্ছি। তাই তাদের একজন বা দুজনের কেউ যদি বৃদ্ধ হয় তবুও তাদের প্রতি ‘উহ্‌’ শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। এভাবেই সলাত আমাদেরকে Programming করছে। Computer এ সাধারণত Programming করার দরকার হয় মাত্র একবার। কিন্তু যেহেতু মানুষের মনের একটা নিজেস্ব ইচ্ছা রয়েছে, (যা কম্পিউটার এর নেই) তাই আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে প্রতিদিনই Programming হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, আমরা আমাদের চারপাশে প্রত্যেক দিন অনেক খারাপ কাজ হতে দেখি। যেমন-মেয়েদের উত্তাক্ত করা, ঘুষ দেওয়া, প্রতারণা করা, মদ পান করা, মাদকাসক্তি, উৎপীড়ন করা ইত্যাদি। এছাড়াও আমাদের Programming টা নষ্ট হয়ে যাওয়ারও ঢের সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রত্যেক দিন সলাতের মাধ্যমে আমাদের Programming করা হচ্ছে যেন আমরা সিরাতুল মুস্তাকীমে থাকতে পারি। কিছু মানুষ বলতে পারে, দিনে একবার সলাত কায়েম না করে কেন এই কাজটা দিনে পাঁচবার আদায় করা হচ্ছে ? আমি বলবো শরীর সুস্থ রাখার জন্য আমাদেরকে দিনে ৩ বার খাওয়ার দরকার হয়। যদি আপনি দিনে একবার আহার করেন তাহলে খুব একটা স্বাস্থ্যবান হবেন না। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ “Old Testament” (ওল্ড টেষ্টমেন্ট) এর বুক অব দানিয়েল এর ৬ নম্বর অধ্যায়ের ১০ম অনুচ্ছেদে আছে ইহুদীরা দিনে ৩বার প্রার্থনা করে। একইভাবে শরীরের আত্মা সুস্থতার জন্য দিনে কমপক্ষে ৫ বার Programming করা দরকার হয়। তাই আমরা কমপক্ষে ৫ বার সলাত আদায় করি। একবার আদায় করে যথেষ্ট নয়। আর এ কারণেই আমরা মুসলিমরা দিনে পাঁচবার সলাত আদায় করি।

মহান রব্বুল আলামীন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। এ আদেশ সকল মুসলিমের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনে সূরা হুদ[২] Chapter (চ্যাপটার):11, Verse No (ভার্সন নং):114, সূরা ইসরা[৩] Chapter:17, Verse No: 78, সূরা ত্বহা[৪] Chapter:20, Verse No:130 এবং সূরা রুম[৫] Chapter:30, Verse No:17-18 এ আয়াতগুলোতে দিনে ৫বার সলাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রতি সলাত অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন।

সলাতের ওয়াক্ত সমূহ

প্রথম হলো **ফজরের সলাত,** যা আমরা সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করি। এর পরেই দ্বিতীয়টি আসে **যোহরের সলাত,** যা শুরু হয় সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়া থেকে মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত তথা আসরের সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত। তৃতীয়টি হলো **আসরের সলাত,** যা শুরু হয় যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। পরবর্তী চতুর্থ ধাপে **মাগরিবের সলাত,** যা সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত আদায় করার সময়সীমা। আর পঞ্চম **সলাতুল ইশা,** আকাশে লালিমার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যেকোন সময় আদায় করা যায়।** *(অবশ্য কোন ওযর ও বাধার ফলে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইশার সলাত পড়ে নিলে আদায় হয়ে যায়: প্রকাশক)* তবে রজনীর প্রথম অংশে আদায় করা উত্তম।

*{**বুখারী, তাও. হা/৫৪১, মুসলিম, হাএ. হা/১২৭৫, ইফা. হা/১২৬২, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩৯৩, নাসাঈ, মাপ্র. হা/৪৯৫, ৫০২, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/৬৯৬৬, মেশকাত, হাএ. হা/৫৮১: (প্রকাশক)}*

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ–

(২) 'তুমি সলাত প্রতিষ্ঠা কর দিনের দু'প্রান্ত সময়ে আর কিছুটা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর, অবশ্যই ভালো কর্ম পাপ সমূহকে দূর করে দেয়, এটা তাদের জন্য উপদেশ যারা উপদেশ গ্রহন করে।' (সূরা হুদ-১১:১১৪)

اَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

(৩) 'সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত সলাত প্রতিষ্ঠা কর, ফজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয় ফজরের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগনের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।' (ইসরা-১৭:৭৮)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى

(৪) 'কাজেই তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা গীতি (নিয়মিত) উচ্চারণ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এবং তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিনের প্রান্তগুলোয় যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।' (ত্বহা-২০:১৩০)

فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ– وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

(৫) 'অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে। আর অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই (রুম-৩০:১৭-১৮)

পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সলাত আদায়

আমরা মুসলমানেরা প্রতিদিন পাঁচবার সলাত আদায় করি। আমরা মুসলমানেরা মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলি তারপর মসজিদে প্রবেশ করি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা হযরত মূসা ▯ কে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বহা Chapter:20, Verse No: 11-12 এ বলা হয়েছে-

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِيَ يَا مُوْسٰى اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوٰى

অর্থ: 'যখন মূসা (আ.) আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেওয়া হলো, 'হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক সুতরাং তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। কারণ তুমি পবিত্র তু'য়া পাহাড়ে রয়েছে।'

এ নির্দেশটি আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা ▯ কে দিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলেও এই একই কথার উল্লেখ আছে Old Testament (ওল্ড টেষ্টমেন্ট) এর Book of exodus (বুক অব এক্সোডাস) ৩ নং অধ্যায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে -

"তিনি মহান ইশ্বর মূসার উদ্দেশে বলছেন তুমি আর কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল। কারণ, তুমি এখন পবিত্র স্থানে রয়েছ।" এই একই ধরনের কথা বলা হয়েছে Book of Acts (বুক অব এ্যাক্টস) এর ৭ নম্বর অধ্যায়ের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদে। এখানে মূসা ▯ কে বলেছেন, 'তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল।' কারণ তুমি এখন পবিত্র স্থানে রয়েছ।' তবে মুসলিমদের জুতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশের সুযোগও দেয়া হয়েছে। আমাদের নাবী ﷺ বলেছেন, সলাতরত অবস্থায় তোমাদের পায়ে জুতা থাকলে তার পায়ের তলা পরিষ্কার থাকতে হবে।

একই কথা বলা হয়েছে আবু দাউদ ১ম খণ্ড[৬] বুক অব সলাত Chapter:240 Hadith No:652 'নাবী ﷺ বলেছেন, 'ইহুদীদের থেকে আমরা আলাদা। কারণ, প্রার্থনা করতে গিয়ে তারা জুতা খুলে নেয়।'[৭] এছাড়াও আবু দাউদ ১ম খণ্ড Chapter: 240 Hadith No:653-[৮] এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমর বিন আস তার বাবা থেকে, তার বাবা তার দাদা থেকে প্রাপ্ত হাদীস অনুযায়ী তিনি বলেছেন, আমি নাবীজিকে দুভাবে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি খালি পায়ে ও স্যান্ডেল পরে দুভাবেই সলাত আদায় করতেন।' আমরা মুসলিমরা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ায় মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে ফেলি অথবা জুতার তলাটা পরিষ্কার করি। আমরা আমাদের ইবাদতের জায়গাটা পরিষ্কার রাখতে চাই।

اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى نَعْلَيْهِ قَذَرًا اَوْ اَذًي فَلْمَسْحَهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا

(৬) *আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬৫০, মেশকাত, হাএ. হা/৭৬৬, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।*

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِى نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ

(৭) *আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬৫২, মেশকাত, হাএ. হা/৭৬৫, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يُصَلِّى حَافِيًا وَمُتَنَعِّلاً

(৮) *আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬৫৩, হাসান সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।*

আযানের উৎপত্তি ও ইতিহাস[৯]

আমরা সলাত আদায়ের আগে ইবাদতের জন্য সবাইকে আহ্বান করি। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে উপাসনালয়ে আহ্বান করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে ডাকা হয়ে থাকে। যেমন- ইহুদীরা ট্রাম্পেড বাজায়। এ কথার উল্লেখ আছে বাইবেলের Book of Numbers এ ১০ নং অধ্যায়ের ১ থেকে ৩ অনুচ্ছেদে- 'ঈশ্বর মূসাকে ডেকে রুপা দিয়ে দুটি ট্রাম্পেড বানাতে বললেন। আর এগুলো দিয়ে মানুষকে উপাসনায় আহ্বান কর।' অনুরূপ খ্রিষ্টানরা চার্চের ঘন্টা ব্যবহার করে। কিছু উপজাতি ড্রাম ব্যবহার করে। আমরা ইসলামে ব্যবহার করি মানুষের কণ্ঠ। আর ইবাদতের এ আহ্বানকে বলা হয় আযান। যে ব্যক্তি আযান দেন তাকে মুয়ায্যিন বলা হয়। ট্রাম্পেড, ড্রাম, অথবা চার্চেও ঘণ্টার তুলনায় মানুষের কণ্ঠ অনেক সুমধুর। আর আযান মানব হৃদয়ে অনেক বেশী প্রভাব ফেলতে পারে। এমন অনেক অমুসলিম আছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র আযানের কথাগুলো শুনে। এই শ্রুতিমধুর আযানে তারা মুগ্ধ হন। তাদের মন, হৃদয় ও আত্মার ওপর এই আযান এতোটাই প্রভাব ফেলে যে, তারা ইসলাম গ্রহন করে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বোম্বেতে যে সব আযান শোনা যায় তার বেশীর ভাগই শ্রুতিমধুর নয়। তাই এ আযানে মানুষের বেশী অসুবিধা হয়। সেজন্য আমি সব মুয়াজ্জিনকে অনুরোধ করব, আপনারা মদীনার মসজিদে নাববী আর মক্কার হারাম শরীফের (ক্বাবার) আযান গুলো শুনবেন।

তাহলেই বুঝতে পারবেন আযান আসলে কেমন হওয়া উচিত। আযান শুধু শ্রুতিমধুরই নয়, এটা মানসিক শান্তি দেয় এবং আমাদের জন্য একটি বার্তা বহন করে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ অমুসলিমই আযান কি বার্তা বহন করে তা জানে না। একটি কনফারেন্সে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি একবার কেরালায় গিয়েছিলাম। এই Programme এ একজন অমুসলিম মন্ত্রীকেও আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। তিনি আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন আমরা ভারতীয়রা মুসলিমদেরকে নিয়ে খুবই গর্বিত। মোগল শাসকদের নিয়েও আমরা গর্বিত। তারা খুব সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। সুন্দর অনেক কিছুই নির্মাণ করেছেন। আর সে জন্য মুসলিমরা প্রত্যেক দিন ৫ বার সম্রাট আকবরের প্রশংসা করে। এটা শুনে হয়তো কৌতুক মনে হবে যে আমরা ভারতীয় মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময় মোগল সম্রাট আকবরের প্রশংসা করি। বেশীর ভাগ মুসলিম এমনটা মনে করে যে, কিছু অমুসলিম পশ্চিমাদের সিনেমা মুগ্ধ হয়ে দেখেন। সেখানে প্রায়ই আরবদের পোশাক পরিহিত একজনকে দেখা যায় যিনি একজন ভিলেন বা সন্ত্রাসী। আর সে তার তরবারী বের করার সময় বলে আল্লাহু আকবার। অমুসলিমরা ভাবেন,

---

(৯) (বিস্তারিত জানতে অত্র বইয়ের ৫২ নং পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্নোত্তর দেখুন)

আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে মুসলিমরা যুদ্ধের সময় অমুসলিমদের হত্যা করে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ অমুসলিমদের মন থেকে এই ভুল ধারণাটা দূর করে দেয়া। একারণেই তাদের কাছে আমাদের আযানের বার্তা পৌঁছে দেবো। আমি তাদের উদ্দেশে আযানের বার্তা সম্পর্কে বলতে চাই। তাদেরকে আমরা আযানের অনুবাদ বলব।

আযানের শব্দাবলী

যখন আমরা আযান দিই তখন বলি- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ– اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' (দুই বার করে)

এটার অর্থ এই নয় যে, আমরা সম্রাট আকবরের প্রশংসা করছি। অথবা এটা যুদ্ধের চিৎকারও নয়। এর অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। (দুই বার)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ– اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত বা উপাসনা করার মতো যোগ্য আর কেউ নেই। (২বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ – اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি , মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহরই প্রেরিত রাসূল। (২বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ– حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ সলাতের জন্য এসো। সলাতের জন্য এসো।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ– حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ কল্যাণের জন্য এসো। কল্যাণের জন্য এসো।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَر আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান।

لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

আযানের এই অর্থগুলো অমুসলিমদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। এ কাজটা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সলাতের পূর্বে ওযূর বিধান

সলাত আদায়ের সময় আমরা সব সময় নিজেদের পবিত্র করে নিই। তার মানে আমরা নিজেদের পরিষ্কার করে নিই। আর এখানেই আমরা ওযূ করি। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদা Chapter:5, Verse No: 6 এ বলা হয়েছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَهُوا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ: 'হে মুমিনগন, যখন তোমরা সলাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে আর তোমাদের মাথা মাসাহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে।' তাই সলাত আদায়ের পূর্বে ওযূ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। পবিত্র বাইবেলের Book of Exodus এর ৪০ তম অধ্যায়ের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে। বলা হয়েছে, মূসা, হারুন এবং

তাদের পুত্ররা, তারা তাদের হাত, পা ধৌত করল। তারপর প্রার্থনার জন্য উপাসনালয়ে প্রবেশ করল। তারা যখন পূজা চত্তরের কাছে আসল তারা ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক পরিষ্কার হলো যেভাবে মূসা পবিত্রতা অর্জন করতেন। একই বক্তব্যের উল্লেখ আছে Book of Acts এর ২১ তম অধ্যায়ে ২৬ নং অনুচ্ছেদে। এখানে বলা হয়েছে- 'পল সেই লোকদের নিয়ে গেলেন আর পরের দিন তাদের নিয়ে পবিত্র হলেন এবং উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন। আমরা মুসলিমরা সলাত আদায়ের আগে নিজেদের পবিত্র করতে ওযূ করি। পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আমরা স্বাস্থ্য সচেতন। এছাড়াও ওযুর মাধ্যমে আমরা পবিত্রতা অর্জনের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি গ্রহন করি। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিই। সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ড Book of Salat, Chapter:56, Hadith No: 429 এ উল্লেখ আছে, আমাদের প্রিয়নাবী বলেছেন, সমস্ত জমিন আমার জন্যে সলাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সলাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই যেন সলাত আদায় করে নেয়। এটা (পৃথিবী) একটা মাসজিদ। (মাসজিদ অর্থ যেখানে সাজদাহ্ দেয়া হয়)।[১০]

পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলানো প্রসঙ্গে

আমাদের নাবী বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য পুরো বিশ্বটাই একটা মাসজিদ। তবে এটাও ঠিক যে সলাত আদায়ের স্থানটি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ড Book of Azan, Chapter:75, Hadith No:692 এ উল্লেখ আছে, 'হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, সাহাবীরা যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন একজনের কাঁধের সাথে পাশের জনের কাঁধ এবং একজনের পায়ের সাথে অপর জনের পা লেগে থাকত।'[১১] একই ধরনের কথা আছে আবু দাউদ এর ১ম খণ্ড Book of Salat, Chapter:245, Hadith No:666 এ। নাবী বলেছেন- 'তোমরা সলাত আদায়ের পূর্বে সারিগুলো সমান করে নাও এবং পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা জায়গা বন্ধ কর আর সেখানে শয়তান ঢোকার মতো পথ খোলা রেখ না।[১২] নাবীজি এখানে সেই শয়তানের কথা বলেননি যে শয়তান আপনারা টিভির বিজ্ঞাপনে দেখে থাকেন। কৌতুকের বইতেও দুই শিং ও এক লেজ বিশিষ্ট শয়তানকে আপনারা দেখে থাকতে পারেন। নাবীজী এরুপ শয়তানের কথা বলেননি। বরং তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের সাথে মানুষের বিভেদ উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-গরীব যেটাই হোক সলাতে দাঁড়ালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হয়।

---

(১০) جُعِلَتْ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِى اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ

(১০)বুখারী ,তাও. হা/৪৩৮, ইফা. হা/৪২৫, আপ্র. হা/ ৪১৯

(১১) عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ سُوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ

(১১) বুখারী ,তাও. হা/৭২৩, ইফা. হা/৬৮৭, আপ্র. হা/ ৬৭৯ (১২) (আবু দাউদ মাদনী. প্র. ৬৬৬)

(১২) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانَكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ

কিবলামুখী হওয়া

পবিত্র কুরআনেও সলাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। সূরা আল-বাকারা Chapter:2, Verson No:144 এ বলা হয়েছে

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ

অর্থ: 'তোমরা মুখ ফেরাও মাসজিদুল হারামের দিকে (মক্কার পবিত্র মাসজিদের) দিকে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন এই মাসজিদের দিকে তোমাদের মুখ ফেরাবে।' মাসজিদুল হারাম বা ক্বাবা শরীফের দিকে মুখ ফেরানো সলাতের একটি প্রধান কাজ। আর ভৌগলিক কারণে আমরা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাই। যখন আমি ভ্রমন করি তখন যদি কিবলা কোন দিকে তা না জানি তাহলে কোন অমুসলিমকে কিবলার দিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, পশ্চিম দিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি না; বরং আমি তার কাছে পূর্ব দিক সম্পর্কে জানতে চাই। তারপর আমি উল্টা দিকে মুখ করে দাঁড়াই। তা না হলে তারা হয়তো ভাবতে পারে আমি পশ্চিমাদের 'উপাসনা' করছি। সূরা আল বাকারা Chapter:2, Verson No: 238 এ উল্লেখ আছে وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ – অর্থ: তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও।'

সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান

আর সলাতে সূরা ফাতিহা পড়াটা আবশ্যিক। সূরা হিজর Chapter:15, Verson No: 87 এ উল্লেখ আছে-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

অর্থ: 'আমি তোমাকে দান করেছি ৭ আয়াত যা বারবার পড়া হয় এবং মহান কুরআন।' যে সাত আয়াত বারবার পড়া হয় তা হলো "সূরা ফাতিহা।" একে উম্মুল কুরআনও বলা হয়। আর কুরআনের বাকী অংশকে বলা হয় কুরআনুল কারীম বা মহান কুরআন। প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ আমাদের জন্য আবশ্যক।

আমীন বলা প্রসঙ্গে: (ডা.জাকির নায়েক এ সম্পর্কে UNITY OF THE MUSLIM UMMAH লেকচারে বলেন) *ফজর, মাগরিব ও ইশার সালাতে ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করেন, এখানে হানাফী মাযহাব যেটা করে তা হলো- যখন তারা জামাতে সালাত আদায় করে তখন তারা 'আমীন' শব্দটা আস্তে বলে। ইমাম আবূ হানিফার মতে অর্থাৎ হানাফী মাযহাব মতে 'আমীন' শব্দটা আস্তে বা মনে মনে পড়তে হবে, জোরে পড়া যাবে না।*

ইমাম শাফেয়ীর মত অনুযায়ী জামাতে সালাত আদায়ের সময় 'আমীন' শব্দটা জোরে পড়তে হবে। অর্থাৎ ফজর, মাগরিব আর ইশার সালাতে হানাফী মাযহাবের মতানুসারীরা শব্দ করে আমীন বলে না আর শাফেয়ী মাযহাবের

মতানুসারীরা শব্দ করে আমীন বলে। এখানে কারা সঠিক ?
যদি না জানেন তাহলে কুরআন ও হাদীস দেখবেন। পবিত্র কুরআনে এমন কোন আয়াত দেখি না, যেখানে বলা হয়েছে 'আমীন' আস্তে বা জোরে পড়তে হবে। তাহলে এখান আমরা পরের উৎসা দেখবো আর তা হলো হাদীস। সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড আযান অধ্যায় Chapter:111, Hadith No:780 'নাবীজী মুহাম্মাদ বলেছেন-

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) يَقُوْلُ اَمِيْن

অর্থ: 'নাবী বলেন, যখন ইমাম 'আমীন' বলে তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কেননা যার 'আমীন' বলা ফেরেস্তাদের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে।'
(বুখারী তাও. হা/৭৮০, ইফা. হা/৭৪৪, আপ্র. হা/৭৩৬, মুসলিম, আহালা. হা/ ৮০১, ইফা. হা/৭৯৮, ইসে. হা/৮১০)
আরো উল্লেখ রয়েছে সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড আযান অধ্যায় Chapter:112, Hadith No:781 এ উল্লেখ করা হয়েছে 'নবীজী মুহাম্মদ বলেছেন, তোমাদের কারো আমীন বলার সময়ে যদি ফেরেস্তাদের মধ্যেও কেউ আমীন বলে, তোমাদের অতীতের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে।' আরো রয়েছে সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড আযান অধ্যায় Chapter:113, Hadith No:782 এ 'নাবীজী মুহাম্মাদ বলেছেন-

اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْن

অর্থ:' ইমাম যখন 'গয়রিল মাগযুবি আলাইহীম ওয়ালায-যোয়াল্লিন' বলে তখন তোমরা আমীন বলো। আমি এখানে সহীহ বুখারী থেকেই তিনটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিলাম যে, সূরা ফাতিহা শেষ হলে শব্দ করে আমীন বলতে হবে। একই ভাবে যদি সহীহ মুসলিম পড়েন তাহলে দেখবেন সেখানে ১ম খণ্ডের সলাত পর্বে Chapter:116, ৮১১ নং হাদীস থেকে ৮১৬ নং হাদীস পর্যন্ত মোট ৬ টি* হাদীস বলছে যে শব্দ করে 'আমীন' বলতে হবে। তাহলে আপনাদেরকে আমি বুখারী ও মুসলিমের মোট ৯ টি হাদীসের রেফারেন্স দিলাম যেখানে বলা হয়েছে- শব্দ করে 'আমীন' বলতে হবে। এখন আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, এখানে কে সঠিক ? ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) না কি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মত। উত্তর হচ্ছে-শাফেয়ী মাযহাবের মতটাই সঠিক। যেটা কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে মিলে যাবে সেটাই মানবেন। আর লোকজন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, সূরা ফাতিহা শেষ হলে আমরা শব্দ করে আমীন বলবো কি বলবো না ?

*মুসলিম, হাএ. হা/৭৯৯ হতে হা/৮০৬, ইফা. হা/৭৯৬ হতে হা/৮০৩, ইসে. হা/৮০৮ হতে হা/ ৮১৫

তখন আমি বলি সূরা ফাতিহা শেষ হলে আমি শব্দ করে আমীন বলি। একারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী। কারণ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

'হাদীস যেটি সহীহ সেটাই আমার মাযহাব।'

*যদি দেখ আমার কোন মতামত অথবা কোন ফতওয়া আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল এর হাদীসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তখন আমার ফতওয়া বাতিল করে দাও।*** তাই আমি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সংক্রান্ত মতামত বাতিল করছি যে, শব্দ করে আমীন বলো না আর আমি জোরে করে আমীন বলছি। এই কারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী। সহীহ হাদীস হচ্ছে আমার মাযহাব।*

**** রাদ্দুল মুখতার ১/১৫৪; মুকাদ্দিমাতু উমদাতুর রিয়ায়াহ ১/১৪; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ১/৬৩*

সলাতে রুকু সাজদার অবস্থান

পবিত্র কুরআনে মোট ১৩ বার 'রুকু' (মাথা নোয়ানো) শব্দটার উল্লেখ আছে। সলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সাজদা শব্দটির উল্লেখ আছে সবমিলিয়ে ৯২ বার। ৩২টি সূরায় স্বতন্ত্রভাবে এই শব্দটির উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, কুরআন শরীফের ৩২ নম্বর সূরার নামকরণই করা হয়েছে সূরা সাজদাহ্। যার অর্থ মাটিতে উপুড় হওয়া। সূরা ইমরান Chapter:3, Verson No:43 এ বলা হয়েছে-

يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

অর্থ: 'হে মারইয়াম তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও। তার প্রতি সাজদাহ কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।'

আরো বলা হয়েছে সূরা হজ্জ Chapter:22, Verson No: 77 এ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ: 'হে মু'মিনগণ, তোমরা সাজদা কর, রুকু কর ও আল্লাহর ইবাদত কর এবং সৎ কর্ম সম্পাদন কর যেন সফলকাম হতে পার।' প্রত্যেক নাবীই ইবাদতের সময় আল্লাহকে সাজদাহ করেছেন। পবিত্র বাইবেলের Old Testament এও এ কথার উল্লেখ আছে। Book of Genesis এর ১৭ তম অধ্যায়ের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ইবরাহীম মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন।

Book of Numbers এর ২০ নম্বর অধ্যায়ের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘মূসা এবং হারুন মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন। Book of Joshua এর ৫ নম্বর অধ্যায়ের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যীশু মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন। আর উপাসনা করেছিলেন।’ পবিত্র বাইবেলের Gospel of Mathew এর ২৬ নম্বর অধ্যায়ে ৩৯ তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যীশু খ্রিস্ট গেতসামেমীর বাগানে গেলেন। তিনি কয়েক পা সামনে এগুলেন। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। আর প্রার্থনা করলেন। মহান সৃষ্টিকর্তার সকল নাবী-রাসূলই সলাত আদায়ের সময় সাজদা দিয়েছেন। এমন কি সার্কাসের লোকেরা ও কপাল মাটিতে ঠেকায় তবে তাদের ঠেকানো আমাদের এবং বাইবেলের মত নয়। বাইবেল বলেছে উপুড় হও এবং উপাসনা কর। তাই আমরা ইবাদত করি ও সাজদা দিয়ে থাকি।

যে কারণে আমরা সাজদা করি

শরীরকে আমরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও মন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আপনি যদি আপনার মনকে নম্র করতে চান তাহলে আপনার শরীরকেও অবনত করতে হবে। আর শরীরকে অবনত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশ কপাল-যেখানে রয়েছে ফ্রন্টাল লোব (Frontal lobe) অর্থাৎ শরীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। আর সঙ্গত কারণেই কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে সাজদায় অবনত হয়ে আমরা বলি সমস্ত প্রশংসা সুমহান আল্লাহর। আপনি যখন সলাত আদায় করবেন তখন বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আপনার ধারনা থাকতে হবে। আপনাকে জানতে হবে কীভাবে দাঁড়াতে ও হাত বাঁধতে হবে, কীভাবে বসতে হবে, কত রাকা‘আত পড়তে হবে ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআন বলছে-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থ: ‘তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।’

আমরা এবার নাবীজির দৃষ্টান্ত থেকে জানবো। এই নির্দেশ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আছে।

সূরা আল ইমরান[১৩] Chapter:3, Verson No: 32-33,
সূরা নিসা[১৪] Chapter:4, Verson No: 59, সূরা মায়েদা[১৫] Chapter:5, Verson No: 92 সূরাআনফাল[১৬], Chapter:8, Verson No: 1, 20, 46, সূরা নূর[১৭] Chapter:24, Verson No: 54-56, সূরা মুহাম্মাদ[১৮] Chapter:47, Verson No:33

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

১৩. অর্থ: আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। বস্তুত: যদি তারা বিতমুখতা অবলম্বন করে তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

১৪. অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের পরিবারকে বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

১৫. অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার নেতাদের। আর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে পতিত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ছেড়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

১৬. অর্থ: তোমরা আল্লাহকে মেনে চল আর তাঁর রাসূলকে মেনে চল আর (মন্দ থেকে) সতর্ক থাক আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে জেনে রেখ আমার রসূলের দ্বায়িত্ব হল সুস্পষ্টভাবে (আমার বাণী) পৌঁছে দেওয়া।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ পালন কর যদি তোমরা মোমিন হয়ে থাক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

অর্থ:হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ পালন কর এবং (রসূলের কথা) শুনতে থাকা অবস্থায় তার কাছ থেকে চলে যেওনা।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

অর্থ: তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

১৭. অর্থ: বলুন ঃ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থ: সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

১৮. অর্থ: হে মোমিনগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং তোমরা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করনা

সূরা মুজাদিলাহ[১৯] Chapter:58, Verson No:13 সহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই শব্দটির উল্লেখ আছে। সহীহ বুখারী, প্রথম খণ্ড Book of Azan, Chapter:18, Hadith No: 604 ও Chapter:9, Hadith No:352 উল্লেখ আছে, নাবীজি বলেছেন

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى اُصَلِّى

অর্থ: 'ইবাদত কর যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ।'[২০] তাহলে সহীহ হাদীস থেকে আমরা সলাতের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারব। ইসলাম ধর্মে ঈমান বা বিশ্বাসের পরেই সলাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সূরা যারিয়াত- Chapter:51, Verson No:56 উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

অর্থ: 'আমি জ্বিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' আরবী عبد (আবদ) থেকে عبادة (ইবাদাত) শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে, যার অর্থ একজন দাস বা ভৃত্য। আর প্রত্যেক ভৃত্যেরই তার প্রভুর অনুগত হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভৃত্য ও মহান স্রষ্টার দাস। আর এ পৃথিবীর সব মানুষের উচিত তাঁর অনুগত হওয়া। তাহলে যখনই আপনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলছেন তখনই আপনি তাঁর ইবাদত করছেন। কাজেই তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন সে কাজ থেকে বিরত থাকলেও আপনি তাঁর ইবাদত করছেন।

ভুল ধারণাবশত অনেক মানুষই সলাতকে একমাত্র ইবাদত মনে করে থাকেন। অবশ্য সলাত সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ একটা ইবাদত, একমাত্র ইবাদত নয়। সলাত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো আনুগত্য প্রকাশ করা। আর আপনি যদি সলাতের সময় সবকিছু বুঝে-সুঝে বলেন, তবেই সবচেয়ে বেশী অনুগত থাকবেন। একারণেই সলাতে দাঁড়িয়ে আপনি যা পড়ছেন, তাঁর অর্থ অনুধাবন করা আপনার জন্য খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে যদি আপনি আরবী না বুঝেন তবে কুরআনের অনুবাদ পড়ুন যেন আল্লাহর নির্দেশ বুঝে-শুনে পালন করতে পারেন।

সলাত আদায় না করার বহুমুখী সমস্যা

সলাত আদায় না করার বহুবিধ বিপদ রয়েছে। সলাত না পড়লে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যেতে পারে। অথবা এ বিশ্বাসটা চলেও যেতে পারে।

---

১৯. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর।

২০. সহীহ বুখারী তাও. প্র. হা/ ৬৩১, ৬২৮, আ. প্র. ৫৯৫, ইফা. ৬০৩, মা. শামেলা ৬৩১

কারণ মানুষ মনে করে পৃথিবীতে তার যে সম্মান ও সম্পদ রয়েছে তার প্রভাব অর্থাৎ পৃথিবীর বস্তুগত সম্পদের প্রভাবে সে ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাবে তিনি আল্লাহ থেকে দূরে চলে যেতে পারেন। পৃথিবীর বস্তুগত সম্পদের মোহ থাকলে সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে। এভাবেই সে সীরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সোজা পথ থেকে দূরে সরে যাবে। মনের ভেতর তখন শান্তিও থাকবে না। আপনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলেও এ সম্পদ আপনাকে শান্তি দিতে পারবে না। আসলে মুসলমানরা কেবল জ্ঞানের অভাবেই সলাত আদায় করে না। সূরা আল ইমরান Chapter:3, Verson No:185 বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

'অর্থাৎ প্রত্যেক জীব কে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' এবং কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখা হবে তিনিই হবেন পার্থিব উদ্দেশ্য পূরণে সফলকাম। কারণ পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

সলাত একটি জীবনদর্শন

সলাত আদায়ের বহুবিধ উপকার রয়েছে। সলাত একটি জীবনদর্শন। সলাত আপনার আত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। পাশাপাশি আপনি শরীরিকভাবেও উপকৃত হবেন। সলাত আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধিও সুদৃঢ় করে। সূরা আনফাল Chapter:8, Verson No:2 উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

অর্থ: 'সত্যিকার বিশ্বাসী তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা মাত্রই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় আর যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।' সূরা ফাতিহা Chapter:1, Verson No:4-7 এ উল্লেখ আছে-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থ: 'একমাত্র আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে।' এতে আপনার জীবনের শৃঙ্খলা বাড়বে। একজন মুসলিম ফজরের সলাতের মাধ্যমেই তাঁর দিন শুরু করে।

আর ফজরের সলাতের সময় মুআয্যিন বলেন اَلصَّلَاةُ خَيْرٌمِنَ النَّوْمِ (আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান নাউম) ঘুমের চেয়ে সলাত উত্তম। একজন সত্যিকারের মুসলিম দিনের মধ্যাহ্নে সলাত আদায় করেন। আর এশার সলাত আদায়ের মাধ্যমে তিনি তার কার্যদিবস শেষ করেন।

সলাতের সামাজিক গুরুত্ব

সলাত সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। সলাত আদায়ের সময় যে সমাবেশ হয় তা আমাদের ভ্রাতৃত্ত্ব ও মমত্ববোধ বাড়ায়। একতা প্রতিষ্ঠা করে। আর এটা সাম্যবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সংহতি বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে ভালোবাসা জোরদার করা হয়। যখন তারা সলাত আদায়ে একত্রিত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা হুজরাত Chapter:49, Verson No:13 বলা হয়েছে-

يَايُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍوَّ اُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْر

অর্থ: ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।’ গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, সম্পদ বা লিঙ্গ দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে বিচার করবেন না। তিনি তাকওয়ার ভিত্তিতে আমাদের বিচার করবেন। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা বা আল্লাহকে মেনে চলা এবং ধার্মিকতার মাধ্যমে তিনি আমাদের বিচার করবেন। সূরা হুমাযাহ্‌ Chapter:104, Verson No:1 উল্লেখ আছে- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ‘দুর্ভোগ যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে তাদের প্রত্যেকের জন্য।’ সলাত আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে লোকের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখে। সূরা হুজরাত Chapter:49, Verson No:11-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَّكُوْنُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

অর্থ: ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে; এবং কোনো নারীও যেন অন্য কোনো নারীকে উপহাস না করে, কেননা তারা উপহাসকারিণীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না।

কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা অতি গর্হিত। আর যারা এহেন কার্যাবলী থেকে তাওবা না করে তারাই প্রকৃত জালিম।' সূরা হুজরাত Chapter:49, Verson No:12- এ উল্লেখ আছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ-

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেচেঁ থাক। নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপজনক হয়ে থাকে। আর তোমরা কারো দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভায়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে ? বস্তুত তোমরা অবশ্যই তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'

পবিত্র কুরআন বলছে আপনি যদি কারো পেছনে নিন্দা করেন তাহলে আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবেন। কারণ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া হলো দ্বিগুন অপরাধ। খাদ্য হিসেবে মানুষের গোশত খাওয়া একটা অপরাধ। এমনকি ক্যার্ণিবলরা যারা মানুষের গোশত খায় তারাও কখনো তাদের মৃত ভাইয়ের গোশত খায় না। পবিত্র কুরআন বলছে, যদি পেছন থেকে নিন্দা করেন তাহলে দ্বিগুন অপরাধ করছেন। অপরাধ এমন যেন আপনি মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করেছেন। তাই কোনো প্রমাণ ছাড়াই কারো ব্যাপারে নিন্দা করবেন না, এটা পাপ। আর কারো পেছন থেকে নিন্দা করা দ্বিগুন পাপ। মহান রব্বুল আলামীন তাদের সম্পর্কে বলেছেন-তোমরা তাদের ঘৃণ্য মনে কর। সলাত আমাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সত্যবাদিতা ও সততা বৃদ্ধি করে। সূরা আনকাবুত Chapter:29, Verson No:45 বলা হয়েছে -

اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ-

অর্থ: '(হে মুহাম্মাদ) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয় সলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা কর।' সূরা বাণী ইসরাইল Chapter:17,Verson No:81 উল্লেখ করা হয়েছে –

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا-

'অতঃপর বলুন সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই। সূরা বাকারা Chapter:2, Verson No:42-43 বলা হয়েছে-

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ–

অর্থ: 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। আর সলাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং সলাতে অবনত হও তাদের সঙ্গে যারা অবনত হয়।' কুরআন আমাদেরকে সত্যবাদী হতে শেখায়। সূরা বাকারা Chapter:2, Verson No:188 উল্লেখ করা হয়েছে-

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ–

অর্থ: 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না। এবং জানা সত্ত্বেও জনগনের সম্পদের কিয়দংশ অসৎ উপায়ে গ্রাস করার জন্য বিচারকদের নিকট নিয়ে যেও না। অথচ তোমরা জানো যে তোমরা অন্যায় করছ।' পবিত্র কুরআন বলছে ঘুষ দেয়া বা নেয়া নিষিদ্ধ। আপনারা ঘুষ দেবেন না। পবিত্র কুরআন আমাদের দেখিয়ে দেয় কীভাবে আমাদেরও সৎ জীবন যাপন করতে হবে। এটি মানব জীবনে শান্তি এনে দেয়। সূরা রাদ Chapter:13, Verson No: 28 উল্লেখ করা হয়েছে-

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ–

অর্থ: 'যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়ে থাকে।' যখন আল্লাহকে স্মরণ করবেন, সলাত আদায় করবেন, আপনি তখন খুবই শান্তিতে থাকবেন, আপনার হৃদয় তখন প্রশান্তি লাভ করবে। সলাত হচ্ছে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ উপায়। সূরা বাকারা Chapter:2, Verson No:153 বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্য ধারনকারীদের সঙ্গে আছেন।'

সলাতের শারীরিক উপকারিতা

সামাজিক উপকারিতা ও আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি সলাত থেকে আমরা বিভিন্ন (Physical and Medical benefit) শারীরিক উপকারিতা লাভ করি। সলাতের সময় যখন রুকুতে যাই শরীরের উপরি অংশে তখন অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। মেরুদন্ড হয়ে যায় নমনীয়। এর বিভিন্ন নার্ভ শক্তিশালী হয়। পীঠের ব্যাথা দূর হয়। দূর হয় পেট ফাপা জাতীয় সমস্যাগুলো। এরপর যখন উঠে দাঁড়াই তখন শরীরের উপরের অংশটুকুতে যেটুকু রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহ তখন স্বাভাবিক হয়। শরীর তখন (Relaxed) বা সতেজ হয়।

যখন আমরা সাজদা দেই তখন আমাদের কপাল মাটিতে লাগে-এটা হলো সলাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেক দিন মানুষের শরীর তার চারপাশের বিভিন্ন Electro static (ইলেকট্রো স্টাটিক) চার্জের সংস্পর্শে আসে। এই চার্জ তারপর মানুষের নার্ভ সিস্টমে গিয়ে পৌঁছায়। আর সেখানেই জমা হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ইলেকট্রোস্টাটিক চার্জ শরীর থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনি মাথা ব্যাথায় ভূগবেন, ঘাড়ে ব্যাথা হবে। মাংস পেশীতে টান পড়বে। ব্যাথা সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা ট্রাঙ্কুক্যুইলাজার ব্যবহার আর বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ সেবন করি। অতিরিক্ত ইলেকট্রোচার্জ আমাদের শরীর থেকে বের করে দিতে হয়। যেমন ধরুন, এমন কোন যন্ত্র যেখানে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। সেখানে সাধারণত তিন পিনের প্লাগ ব্যবহার করতে দেখা যায়। তৃতীয় পিন বা তৃতীয় তারটা মাটিতে সংযোগ দিয়ে Earthing (আর্থিং)করা হয়। একইভাবে আমরা যখন সাজদায় যায়, আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই, তখন শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্রেন আর ব্রেনের শ্রেষ্ঠ অংশ Frontal lobe (ফ্রান্টাললোব) মাটিতে ঠেকানো হয়। এসময় অতিরিক্ত ইলেকট্রো স্টাটিক চার্জ মাটিতে চলে যায়।

তার মানে এই নয় যে, সে সময় আপনার কপালের নিচে হাত রাখলে আপনি শক খাবেন। সাজদার সময় আমরা Frontal lobe (ফ্রান্টাললোব) মাটিতে ঠেকায়। ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সে অংশটি মাথার উপরে থাকে না, সেটা থাকে Frontal lobe (ফ্রান্টাললোব) এ। সে জন্যই আমরা সলাতের মধ্যে সাজদা করি। যখন আমরা সাজদায় যাই, তখন আমাদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। যখন সাজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়া ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুবই উপকারী। সাজদার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি। যেমন Fibrositis (ফাইব্রোসাইটিস) ও Chillbrain (চিলব্রেইন)। যখন সাজদা করি তখন Paranasal Sinuses (প্যারানোসাল সাইনাসে) এর ড্রেনেজ তৈরী হয়। এতে Sinusitis (সাইনোসাইটিস) এর ঝুঁকি কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ (Inflammation)। অধিকাংশ সময় আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। আর দাঁড়িয়ে থাকলে সাইনাসের ড্রেইনেজ হয় না। সে জন্য আমরা যখন সাজদায় যায় (ব্যাপারটা এমন যে একটা পাত্র উল্টে দিলাম) তখন Maxillary (মাক্সিলারি) সাইনাসের Drainage (ড্রেইনেজ) হয়। এছাড়াও Sphenoidal (স্ফেনয়ডাল) Ethmoidal (ইথময়ডাল) সাইনাসের ড্রেনেজ হয়। সাজদা সাইনোসাইটিস রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা। সাজদা ব্রঙ্কিয়াকটেসিস রোগেরও প্রকৃতিক চিকিৎসা, তাদের জন্য যারা ব্রঙ্কিয়াকটেসিস রোগে ভুগেন।

সাজদার জন্য ব্রঙ্কিয়ালট্রিতে রস নিঃসৃত হয়, সাজদার কারণে ব্রঙ্কিয়ালট্রিতে রস জমা হতে পারে না। এতে বিভিন্ন পালমোনারী রোগের চিকিৎসা হতে পারে। যেখানে আমাদের শরীরের রস জমা হয়। রস ছাড়াও ধূলা-বালী আর রোগ-জীবানু জমা হতে পারে। সাজদার মাধ্যমে সেসব ক্ষেত্রেও উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই তখন আমাদের ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশে ফুসফুসের বাতাস থেকে যায়। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ তাজা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে আর বের হয়ে যায়। বাকী এক-তৃতীয়াংশ চলে Residual air (রেসিডিয়াল এয়ার)। আমরা যখন সাজদা করি Abdominan viscira পেটের অঙ্গ গুলো (Diaphragm) ডায়াফ্রামে চাপ দেয়। এ ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে। আর এতে ফুসফুসের সেই রেসিডিয়াল এয়ার বের হয়ে যায়। তাহলে এই দূষিত বায়ু বের হয়ে গেলে আরো তাজা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। এভাবে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সাজদা করি তখন যেহেতু অভিকর্ষবল কমে যায়, ফলে তল পেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তল পেটের ভেতরের বিভিন্ন শিরাতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। সাজদা এবং রুকুর মাধ্যমে Femoral Hernia (ফিমোরাল হার্নিয়া) এবং Oesophagial Hernia (ইসোফেজিয়াল হার্নিয়া) ইত্যাদি রোগোর নিরাময় হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে Prophylaxis (প্রোফাইল্যাক্সিস) হয় Hemorrhoids (হিমোরয়েডের) লেম্যান ভাষাই যাকে বলে Piles (পাইলস)।

এছাড়াও সাজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থান চ্যুতিকে (Prolapse) রোধ করা যায়। যখন সাজদা করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাঁটুর ওপরে। আমাদের পা থাকে নমনীয়। আমাদের পায়ে Soleus (সোলিয়াস) ও Gastrocnemius (গ্যাসট্রোকনেমিয়াস) পেশী (Muscle) থাকে যাকে Peripheral heart (পেরিফেরাল হার্ট) বলে। এখানে Extensive Venous Return হয়। এটা Venous Return বাড়িয়ে দেয় শরীরে নিচের অংশে। এতে শরীরের নিচের অংশ (Relax) রিল্যাক্স হয়। যখন সাজদায় যায় আমাদের হাঁটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে। সাজদার মাধ্যমে সারভাইকাল স্পাইনের (Cervical spine) রোগের নিরাময় হয়। ইন্টার ভারটিব্রাল জয়েন্টের (Intervertebral Joint) জন্যও উপকারী হয়। সাজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সাজদা থেকে উঠি, হাঁটু গেড়ে বসি, শরীরের ওপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীর ও রিলাক্স হয়। তখন আমাদের উরু আর পিঠের ধমণীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে পিঠের মাংস পেশী রিলাক্স হয়। সাজদার মাধ্যমে আমরা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য আর বদহজম রোগের উপকার পেয়ে থাকি।

অর্থাৎ যারা পেপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর অন্য কোন রোগে ভূগছেন তারাও বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর এ নিয়মের কারণে উপকৃত হবেন। যখন আমরা সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ায় তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে পায়ের ওপরে। এভাবে আমাদের পিঠের মাসল, হাটুর মাসল, উরুর মাসল, আর পায়ের মাসল শক্ত হয়।

সলাত আদায়ের উদ্দেশ্য

যখন আমরা সলাত আদায় করি তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা কেবল শারীরিক উপকারিতার জন্য সলাত আদায় করে না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা সলাত আদায় করি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা অর্জনের জন্য। তাকে ধন্যবাদ জানাতে। আমরা সলাত আদায় করি নির্দেশনার জন্য ন্যায় নিষ্ঠার পথে Programmed হওয়ার জন্য। সলাতের এমন উপকার তাদেরকে আকৃষ্ট করবে যাদের বিশ্বাস কম বা যারা অমুসলিম। কিন্তু মুসলিমদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ এটাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার নির্দেশ। এটাই আমাদের বিশেষত্ব। কিছু মুসলিম আছে যারা বলবে, কিছু কিছু মুসল্লি আছেন যারা সলাত পড়ে আবার লোক ঠকায়। তারা সৎ নয়। ন্যায়পরায়ণ নয়। তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন সলাত ন্যায়পরায়ণতার Programming ? আমরা জানি কিছু মুসলিম প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে। তারপরও তারা ন্যায়নিষ্ঠ নন। এই প্রশ্নের উত্তরটার জন্য সূরা মু'মিনূন Chapter: 23, Verson No:1-2 আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

অর্থ: 'অবশ্যই মুমিনগন সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের সলাতে বিনয় নম্র।'

আরবী خَاشِعُونَ (খ-শিউন) এটা এসেছে خُشُوْعٌ (খুশু) থেকে, যার অর্থ নম্রতা ও মনোযোগ দেয়া। সেজন্য আল্লাহ বলেছেন, যারা সলাত আদায় করে মনোযোগের সাথে ও নম্রভাবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। তারাই সলাতের উপকারগুলো পাবে। কিন্তু যারা বাইরে থেকে সলাত আদায় করে কোনো নম্রতা ও মনোযোগ ছাড়া, তারা সলাতের উপকারগুলো কখনোই পাবে না। তাহলে এই মুসলিমরা যারা সলাত আদায় করে কিন্তু এ থেকে কোনো উপকার পায় না, তারা ন্যায়পরায়ণ নয়। এর কারণ, তারা সলাত আদায় করে বাইরে থেকে। কোনো রকম নম্রতা এবং মনোযোগ ছাড়া।

সলাতে মনোযোগ সৃষ্টির কৌশল

আর যদি কেউ মনোযোগী হতে চাই তাহলে সে সলাতে যা পাঠ করছে তার অর্থ জানতে হবে। যেমন ধরুন, সলাতের সময় ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে পড়লেন সূরা ইখলাস। আর বললেন- বল, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়।

সব মুসলিমই যারা মসজিদে এসে সলাত আদায় করে তারা সবাই মানবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কেউ একথা বলবে না, আল্লাহ্ এক নয়। আল্লাহ্ এখানে ইমাম সাহেবকে নির্দেশনা দিচ্ছেন; ইমাম এখানে যা করছেন তিনি মুসলমানদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। আর বলছেন বল, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। এই কথাটা তাদের কাছে বল যারা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। অনেক মুসলিমই সলাত পড়েন এবং যখনই তারা সলাত শেষ করেন, তারা সলাতের সময় যে সব কথা বলেছিলেন সেসব কথা প্রভাবের ওপর থাকেন না। আর এটার প্রধান করণ হলো, তারা একথা গুলো বুঝতে পারেন নি। আপনি যদি সেগুলো বুঝতেই না পারেন তবে প্রয়োগ করবেন কিভাবে ?

আল্লাহর প্রশংসা করাই যথেষ্ট নয়

আপনাকে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলতে হবে যদি সলাতের উপকারিতা পেতে চান। যেমন ধরুন, আপনার একজন ভৃত্য আছে, সে খুবই সময়নিষ্ঠ। সে প্রত্যেকদিন ঠিক সময়ে কাজে আসে। তারপর সে অফিসে এসে আপনার প্রশংসা করে। কিন্তু তাকে যদি কোনো কাজ করতে বলেন, অথবা এক গ্লাস পানি আনতে বলেন তখন সে পানির গ্লাসটা এনে দেয় না। আপনি বেল বাজালেন সাথে সাথে ভৃত্য দৌড়ে চলে আসল। বলল প্রভু; আপনি তাকে বললেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, এটা আমার ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছে দাও। খুবই জরুরী। ভৃত্যটা অফিসে বসে থাকল। আর বলে যেতে লাগল আমি আমার প্রভুর অনুগত' আমার প্রভু মহান। আপনি তখন কী বলবেন ? তাকে কী প্রমোশন দেবেন ? তাকে কী বোনাস দিবেন ? নাকি তাকে অফিস থেকে বের করে দেবেন ? একইভাবে আল্লাহর ভৃত্য হিসেবে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য।

শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করা যথেষ্ট নয়। যেমন ধরূণ, অসুস্থ লোক একজন ডাক্তারের কাছে গেল। আর ডাক্তার তাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিল। ডাক্তার সেখানে লিখে দিল আপনি প্রত্যেকদিন দিনে ৩ বার এ ঔষুধটি খাবেন। সেই রোগী প্রেসক্রিপশনটা নিল এবং প্রত্যেকদিন প্রেসক্রিপশনটা দেখতে লাগল কিন্তু প্রেসক্রিপশনের নির্দেশগুলো কাজে পরিণত করল না। ঔষুধগুলো খেল না। আপনার কি ধারনা সে সুস্থ হয়ে উঠবে ? তাহলে আপনি যদি সলাতের উপকারিতা পেতে চান তবে সলাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় আপনি যা বলেছেন সেগুলো মেনে চলতে হবে। এই কারণেই কিছু মানুষ সলাত আদায় করে কিন্তু সলাতের উপকারিতা সে পায় না। আর আল্লাহ তা'য়ালা সূরা মাউন Chapter:107, Verson No:1-7 আয়াতে এই সব লোকের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

অর্থ: 'অতএব দারুন দুর্ভোগ ঐসব মুসল্লীদের জন্য, যারা নিজেদের সলাত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং অন্যকে নিত্যব্যবহার্য জিনিস দিতে বিরত থাকে।' সূরা নিসা Chapter: 4, Verson No:142 উল্লেখ আছে-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا–

অর্থ: 'অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করছে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। তারা যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে কেবল লোক- দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।' আল্লাহ বলেন কিছু লোক ধোঁকাবাজি করে তারা লোক দেখানোর জন্য সলাত আদায় করে। শৈথিল্যের সাথে সলাত আদায় করে।

সর্বাবস্থায় সলাতের বিধান

মুসলিমদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া অবশ্যকর্তব্য। অন্য কোন সুযোগ নেই। এমনকি যখন ভ্রমন করবে সলাত আদায় করবে। কিন্তু ভ্রমন অবস্থায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কিছু কিছু ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। সূরা নিসা Chapter: 4, Verson No:101 আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ–

অর্থ: 'তোমরা যখন দেশে-বিদেশে ভ্রমন করবে তখন সলাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।' যোহর, আসর আর এশার ৪ রাকা'আতের পরিবর্তে দুই রাকা'আত সলাত আদায় করতে পারবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোহর আসরের সলাত একসাথে আদায় করতে পারবে। মাগরিব আর এশার সলাতও একসাথে আদায় করতে পারবে। এই সুবিধাগুলো দেয়া হয়েছে। সলাত আদায় না করার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি। এমনকি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন তখনও সলাত আদায় করবেন। কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সলাত আদায় করতে হবে সে সম্পর্কেও সূরা নিসা Chapter: 4, Verson No:102 আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে-

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ–

অর্থ: 'যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর সলাতে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেই।

অতঃপর যখন তারা সাজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা সলাত পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে সলাত পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়।' সূরা বাকারা Chapter:2, Verson No:239 বলা হয়েছে-

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ–

অর্থ: 'যদি তোমরা বিপদ বা আক্রমণের আশংকা কর তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সলাত আদায় করবে। আর যখন নিরাপত্তা লাভ করবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।' সলাত আদায় আবশ্যক। হোক আপনি যুদ্ধক্ষেত্র বা বিপদে আছেন। সূরা নিসা Chapter4,Verson No:103 বলা হয়েছে-

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتاً–

অর্থ: 'আর যখন তোমরা সলাত সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে; অতঃপর যখন তোমরা বিপদ মুক্ত হবে তখন যথাযথভাবে সলাত পড়বে, নিশ্চয়ই সলাত মুমিনদের ওপর সময় নির্ধারিত একটি ফরজ ইবাদত।' যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন, যখন বিপদের আশংকা করছেন, আক্রমণের আশংকা করছেন আপনি তখন দাঁড়িয়ে অথবা বসে বা শুয়ে সলাত আদায় করতে পারেন। এমনকি অসুস্থ থাকলেও। সূরা ইমরান Chapter:3, Verson No:191 উল্লেখ করা হয়েছে-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ: 'আর বিশ্বাসীরা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, উপবিষ্ট হয়ে এবং শায়িত অবস্থায় এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে এবং বলে হে আমাদের রব আপনি এসব কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।' বুখারীর ৯টি খণ্ড আছে তার মধ্যে সহীহ্ বুখারী খণ্ড ২, Book of Tafsir, Chapter:19, Hadith No:218 এ বলা হয়েছে-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ–

অর্থ: 'একজন লোক নাবীজির কাছে গিয়ে বলল, সে হেমরয়েডে বা পাইলসে ভুগছে। সে কিভাবে সলাত আদায় করবে। নাবীজী বললেন, দাঁড়িয়ে সলাত আদায় কর। যদি দাঁড়িয়ে না পার তবে বসে আদায় কর। যদি তাও না পার তবে শুয়ে সলাত আদায় করতে হবে।'[২১] এমনকি যদি অসুস্থ থাকেন এই অজুহাতেও আপনি সলাত আদায় বাদ দিতে পারবেন না। আপনি সলাত আদায় করতে পারেন-ইশারা বা আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে। তবুও সলাত আদায় আবশ্যক। সলাত বাদ দেয়ার জন্য কোনো অজুহাত দেখানো চলবে না। সূরা মায়িদা Chapter:5, Verson No:55 বলা হয়েছে-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ –

অর্থ: 'নিশ্চয়, তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা বিনীত ও নম্র হয়ে সলাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, Book of Salat, Chapter:300, Hadith No:863 এ বলা হয়েছে,

اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمْ الصَّلاَةَ–

অর্থ: 'রোজ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে সবার আগে যে প্রশ্নটা করা হবে সেটা হলো সলাত।'[২২] তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সবার আগে সলাত বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। সহীহ্ মুসলিম এর ১ম খণ্ড Book of Faith, Chapter:36, Hadith No:146 বলা হয়েছে-

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ–

অর্থ: 'একজন মানুষ, যে বিশ্বাসী, তার সাথে একজন মুশরিক বা কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো এরা সলাতকে অস্বীকার করা।'[২৩] আবূ দাউদ এর ৩য় খণ্ড Book of Sunnah, Chapter:1691, Hadith No:4661 বলা হয়েছে, 'একজন ভৃত্য এবং একজন কাফির বা অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য হলো পরের জন সলাত আদায় থেকে বিরত থাকে।' তার মানে যদি কেউ সলাতকে অবহেলা করে বা সলাত আদায় থেকে বিরত থাকে (এই হাদীস অনুযায়ী) সেই লোক একজন কাফিরের সমান। সূরা মুদ্দাসির Chapter:74,Verson No:41-43 উল্লেখ আছে-

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

অর্থ: 'অপরাধীদের জিজ্ঞসা করো, কেন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।'

২১. বুখারী তাও.প্র.হা/ ১১১৭-১১১৫, আ.প্র. ১০৪৭, ইফা. ১০৫১ মা. শামেলা-১১১৭
২২. আবু দাউদ মাদানী প্র. ও মা. শামেলা হা/ ৮৬৪
২৩. মুসলিম, আ. হা. লা. প্র. হা/ ১৪৮, ইফা.প্র.১৪৯, ই.সে.১৫৪, মা.শামেলা ১৪৮

পবিত্র কুরআনে একটা সুন্দর দোয়া আছে। সূরা ইবরাহীম Chapter:14, Verson No: 40-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ–

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সলাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক ! আর কবুল করুন আমার দু'আ। আরেকটি দু'আ সূরা বাকারা Chapter:2, Verson No:201 বলা হয়েছে-

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

'লোকদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। সূরা আল-আনআম Chapter:2, Verson No:162-163 আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ–

অর্থ: 'বলুন, সত্যিই আমার সলাত, আমার ইবাদত, আমার মরণ সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার উদ্দেশ্যে। যিনি এ জগত সমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি তাঁর কাছে প্রথম আত্মসমর্পণ কারী।'

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: (১) আমি ওয়াহিদা খান। আমি বি.এড. করছি এর পর এম.এ.। আমার প্রশ্ন হলো- কেন মুসলিমরা আরবীতে সলাত আদায় করে যখন তারা এর অর্থই বুঝে না। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষায় সলাত আদায় করাই কি ভালো হবে না ?

উত্তর: বোন প্রশ্ন করলেন যে, বেশির ভাগ মুসলিমই আরবী বুঝে ভাষা বুঝে না। তাই স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার সলাত আদায় করাই কি ভালো হবে না। বোন, তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলাম যে আমরা স্থানীয় ভাষায় সলাত আদায় করব। তাহলে বোম্বেতে কিছু লোক বলবে, চলো আমরা ইংরেজীতে সলাত আদায় করি। কেউ বলবে উর্দুতে, কেউ বলবে হিন্দি, আবার কেউ বলবে গুজরাটি। তখন তারা ঝগড়া করতে থাকবে। যদিও তারা একমত হয় যে, চলো আমরা একনম্বর মসজিদে ইংরেজীতে সলাত আদায় করি, দুই নম্বর মসজিদে উর্দু, তিন নম্বর মসজিদে হিন্দি, চার নম্বর মসজিদে গুজরাটি আর বাকিগুলো এভাবে চলতে থাকবে। যারা একনম্বর মসজিদে সলাত আদায় করে, তাদের কেউ বলবে, চলো আমরা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদ পড়ি।

কেউ বলবে, আমরা টিকটেল এর অনুবাদ পড়বো। কেউ বলবে আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী, কেউ বলতে পারে মহসিন খান-এর অনুবাদ পড়বো। আবার তারা ঝগড়া করতে থাকবে। যদি তারা এটাও মেনে নেয় যে একটি নির্দিষ্ট অনুবাদ পড়বো, তারপরেও অনুবাদ হলো হাতের কাজ। এটা আল্লাহ সুবহানা ওয়া তা'য়ালা বা রাসূল এর বাণীকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। আর অনুবাদে অনেক ভুল থাকতে পারে। যদি অনুবাদ ভুল হয় তাহলে বলা হবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা ভুল করেছেন (নাউ'যুবিল্লাহ)। যেমন ধরুন, আপনি যদি দুই নম্বর মসজিদে সলাত আদায় করেন, যেখাণে উর্দুতে পড়া হয়। আর ধরুন ইমাম সেখানে ৩১ নং সূরা লুকমানের ৩৪ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আর যদি তিনি উর্দু অনুবাদ পড়েন, বেশিরভাগ উর্দু অনুবাদে কুরআনের এই আয়াতটির অনুবাদ করা হয়-

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না মায়ের গর্ভে সন্তানের লিঙ্গ কি হবে।' আমরা যদি আরবী টেক্সটি চেক করি তাহলে দেখব যে, আরবীতে লিঙ্গ শব্দটি কুরআনে নেই। বেশিরভাগ উর্দু অনুবাদক এভাবেই অনুবাদ করেছেন। আর যদি কোন ডাক্তার সেখানে সলাত আদায় করেন তিনি ভাববেন যে এটা কোন ধরণের কথা যে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না মায়ের গর্ভে সন্তানের লিঙ্গ কি হবে। আজকের দিনে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আগে থেকেই সন্তানের লিঙ্গ চিহ্নত করতে পারি। তাই সে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ করতে শুরু করবে। আর সে জন্য আপনি অনুবাদটা পড়তে পারবেন না। কারণ আপনি যদি অনুবাদ পড়েন, আর অনুবাদ ভুল করেন তাহলে বলা হবে আল্লাহ ভুল করেছেন। যদি এটা কুরআনের আয়াত হয়। অথবা বলা হবে রাসূল ভুল করেছেন, যদি এটা হাদীস হয়। অনুবাদ কখনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এটা আপনাকে সাহায্য করতে পারে-অর্থটা কিছুটা বুঝতে ও মনযোগ দিতে। যেমন, আমি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে পারি। যদি আমি ফ্রান্সে যাই তাহলে আপনার যুক্তি অনুসারে ফ্রেঞ্চ ভাষায় সলাত আদায় করতে হবে। সলাত যদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় আদায় করতে হয় তাহলে আযানও ফ্রেঞ্চ ভাষায় দিতে হবে। আমি যদি ফ্রাঞ্চে যাই আর মুয়জ্জিনের আযান শুনি, তাহলে আমি আশ্চর্য হব যে, কাকে অভিশাপ দিচ্ছেন ? আমি যদি মসজিদে যাই এবং সলাতে দাঁড়াই তাহলে এটাও ফ্রেঞ্চ ভাষায়, আমি বুঝতে পারবো না যে ইমাম সাহেব কি আল্লাহর প্রশংসা করছেন, নাকি ফ্রেঞ্চ ভাষায় কোন গল্প বলছেন। আর সলাত যদি আরবীতে হয়, তাহলে আমি যেই হই না কেন একজন ভারতীয় হিসেবে যে ফ্রেঞ্চ বা জার্মান ভাষা বুঝে না, যদি আমি জার্মানিতে যাই বা ফ্রাঞ্চে বা স্পেনে বা পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন, যদি আমি সেখানে সলাত আদায় করি তাহলে আমি অন্তত জানতে পারবো

যে আমি কি আদায় করছি এবং আমি অর্থ বুঝতে পারবো। আর আরবীতে আযান হলো পৃথিবী ব্যাপী সকল মুসলমানের জন্য জাতীয় সঙ্গিতের মত।

সে পৃথিবীর যে কোন অংশেই থাকুক না কেন সে অবশ্যই আযানের অর্থ বুঝতে পারবে। এটা মুসলিমদের জাতীয় সঙ্গিতের মত। আর তাই বোন, সবচেয়ে ভালো পরামর্শ হলো-প্রত্যেক মুসলিমের কুরআনের ভাষা শিখা উচিত। যদি আপনি আরবী না জানেন তাহলে আপনি অন্তত অর্থ টুকু শিখুন, অনুবাদ টুকু জানুন, আপনি যে ভাষা সবচেয়ে ভালো বুঝেন সেই ভাষায় কুরআনের সেই আয়াতগুলোর অর্থ জানুন যেগুলো সলাতে পড়া হয়। তাহলে আপনি সলাত আদায়ের উপকারিতা লাভ করতে পারবেন। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন (২): আস সালামুআলাইকুম। আমার নাম রফিক আমি একজন ব্যবসায়ী। অনেক অমুসলিম অভিযোগ করে যে, ইসলাম যখন মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে, আর মুসলিমরা কেন তাদের সলাতে কাবার পূজা করে ও কাবার সামনে নতজানু হয়?

উত্তর: ভাই প্রশ্ন করলেন যে, অনেক অমুসলিম অভিযোগ করে, ইসলাম যখন মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তাহলে আমরা কেন কাবার সামনে নতজানু হই এবং কাবার পূজা করি? অন্য কথায় আমরা হলাম সবচেয়ে বড় মূর্তি পূজারী। আমরা মুসলিমরা কাবা শরীফের দিকে মাথা নোয়াই। কাবা আমাদের কেবলা, ও দিকনির্দেশনা। আমরা কাবার 'উপাসনা' করি না আমরা কাবার 'দিকে' মাথা নোয়াই। আমাদের সলাতে আমরা শুধু মাত্র আল্লাহর উপাসনা করি অন্য কারো নয়। ইসলামে আমরা একতায় বিশ্বাস করি। ধরুন, কিছু মুসলিম সলাত আদায় করবে। কেউ বলবে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াই, কেউ বলবে দক্ষিণে, কেউ বলবে পূর্বে, আবার কেউ বলবে পশ্চিম দিকে। তাহলে আমরা কোন দিকে মুখ করে দাঁড়াবো ? তাই একতার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ, সকল মুসলমানকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে। যদি আপনি পশ্চিমে থাকেন তাহলে পূর্ব দিকে মুখ করবেন, যদি পূর্বে থাকেন তাহলে পশ্চিম দিকে মুখ করবেন, যদি উত্তরে থাকেন তাহলে দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণে থাকলে উত্তর দিকে। সকল মুসলিম একই দিকে (অর্থাৎ কাবার দিকে) মুখ করে দাঁড়ানো একতার জন্য। আর মুসলিমরা হলো প্রথম মানুষ যারা পৃথিবীর মানচিত্র World map এঁকেছিল। যখন তারা এঁকেছিল তখন দক্ষিণ মেরু উপরে ছিল, উত্তর মেরু নিচে ছিল। আর আল হাম্‌দুলিল্লাহ্ কাবা অর্থাৎ মক্কা ছিল কেন্দ্রে। পরবর্তীতে পশ্চিমারা আসলো এবং মানচিত্রটা উল্টে দিল। আজকের দিনে আমরা দেখি উত্তর মেরু উপরে এবং দক্ষিণ মেরু নিচে। কিন্তু তারপরও আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ কাবা এখনো কেন্দ্রেই আছে। আমরা মুসলিমরা যখন হজ্জে যাই এবং তাওয়াফ করি তখন কাবার চার পাশে প্রদক্ষিণ করি। আমরা চার পাশে প্রদক্ষিণ করি এটা বুঝানোর

জন্যে যে, প্রত্যেক বৃত্তের মাত্র একটি কেন্দ্র থাকে এবং আমরা কেবল মাত্র এক আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালর ইবাদত করি, অন্য কারো নয়।
এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জবাব দিয়েছিলেন হযরত ওমর (রা.)। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। সহীহ বুখারী খণ্ড ২, Chapter:36, Hadith No:6975 এ আছে-عَنْ عُمَرَ(رض) اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّى اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ قَبَّلْتُكَ لَا تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَ لَوْ لَا اَنِّى رَاَيْتُ النَّبِيَّ(ص) يُقَبِّلُكَ مَا
'উমর (রা.) হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কে বলেন তুমি কেবল একটি পাথর মাত্র। তুমি আমার ক্ষতিও করতে পারনা উপকারও করতে পারনা। যদি আমি হযরত মুহাম্মদ কে তোমাকে চুমু দিতে ও স্পর্শ করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমুও দিতাম না স্পর্শও করতাম না।'[২৪] এই হাদীসটিই এটা প্রমান করার জন্য যথেষ্ট যে, আমরা মুসলিমরা কাবার উপাসনা করি না। আর আমরা আরেকটা ভালো উত্তর দিতে পারি। আমাদের নাবীজির সময় সাহাবারা কাবা শরীফের উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, কোন মূর্তি পূজারী তার পূজার মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে পূজা করে ? আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৩): আমার নাম এরশাদ। আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফাইনাল ইয়ারে পড়ি। আপনি কীভাবে একজন অমুসলিমকে উত্তর দিবেন, যে বলে সলাত আসলে এক ধরনের ব্যায়াম ছাড়া আর কিছুই না ?

উত্তর: ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কীভাবে অমুসলিমদের উত্তর দিবেন যারা বলে যে, সলাত এক ধরনের ব্যায়াম ছাড়া কিছুই নয়। যেমন দাঁড়ানো, মাথা নত করা, বসা ইত্যাদি। ভাই, সলাত ও ব্যায়ামের মাঝে বিশাল পার্থক্য আছে। সলাত শরীর ও আত্মার উন্নয়ন হয়। ব্যায়ামে আপনি শরীরের উন্নয়ন করতে পারবেন কিন্তু আত্মার কোন উন্নয়ন হবে না। সলাতে আপনি মানসিক শান্তি ও প্রসন্নতা পাবেন। কিন্তু ব্যায়ামে মানসিক শান্তি ও প্রসন্নতা পাবেন না। সলাতে নড়াচড়া ধীরে ধীরে , ঝাকি ছাড়া; কিন্তু ব্যায়ামে নড়াচড়া ঝাঁকি দিয়ে। সলাতের পর আপনার ক্লান্তি দূর হবে, ব্যায়ামের পর আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। সলাত সব ধরনের মানুষ আদায় করতে পারে। কিন্তু ব্যায়াম সব বয়সের মানুষ আদায় করতে পারে না। সলাত পুরোপুরি ফ্রি। আর ব্যায়ামে, আপনি যদি ভালো ব্যায়ামাগারে যান তাহলে টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবেন। সলাতের জন্য কোন যন্ত্রপাতি লাগে না। কিন্তু ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। যেমন প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি। সলাতের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। এছাড়াও ভাতৃত্ববোধ ও সংহতি বৃদ্ধি পায়।

---

২৪. বুখারী তাও.প্র.হা/ ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, আ. প্র. ১৪৯৩, ইফা. ১৪৯৯, মা. শামেলা ১৫৯৭, মুসলিম ১২৭০, বুলুগুল মারাম, আ. হা. লা. ৭৬৯

ব্যায়ামে সামাজিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। সলাত আদায় ন্যায়পরায়ণতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। আপনাকে উত্তম মানুষ হিসেবে তৈরি করে। ব্যায়াম আপনাকে উত্তম মানুষ হতে সাহায্য করে না বা ন্যায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করে না। কিন্তু সলাতের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যেখানে অবশ্যই একটি নিয়ত থাকবে। যদিও কেউ ব্যায়ামে সলাতের মত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে তবুও এটা সলাতের সমান হবে না। কারণ, সলাতে আমাদের একটি নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকে তা হল আল্লাহু সুবহানাহু তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সেটা আপনি কখনো ব্যায়ামের মাধ্যমে অর্জন করতে পারবেন না।

প্রশ্ন (৪): আস্‌সালামু আলাইকুম ভাই, আমার নাম তাবাস্‌সুম। আল্লাহর কেন আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন ? তিনি এ থেকে কী উপকার পান।

উত্তর: বোন আপনি প্রশ্ন করলেন-আল্লাহর কেন আমাদের ইবাদাতের প্রয়োজন এবং তিনি এ থেকে কী উপকার পান। বোন, আমরা যখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার ইবাদত করি, অথবা যেমন ধরুন কেউ বলল আল্লাহু আকবার; আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এটা আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানায় না। বরং আল্লাহ আগে থেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'আল্লাহ সর্ব্রশ্রেষ্ঠ' এটা আপনি ১০ লক্ষ বার বলুন অথবা একবারও না বলুন, আল্লাহ সব সময়ই সর্বশ্রেষ্ঠ থাকেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি সব সময় সর্বশ্রেষ্ঠ থাকবেন। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার ইবাদত করি তার উপকারের জন্য না। এটার উত্তর দেয়া আছে সূরা ফাতির Chapter35, Verson No:15 এ বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ–

'হে মানব জাতি! তোমরাইতো আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষী। তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তা'য়ালার। আল্লাহ তা'য়ালা সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য।' আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার তাঁর উপকারের জন্য আমাদের ইবাদতের দরকার নেই। বরং আমাদের নিজেদের উপকারের জন্যই তাঁর ইবাদত করা দরকার।

কারণ, এটাই স্বাভাবিক যে আমরা উপদেশ মেনে চলব এমন ব্যক্তির যে বিখ্যাত, বুদ্ধিমান, জনপ্রিয় ও জ্ঞানী। আমরা এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য মানব না যে আগন্তুক, অপরিচিত, বুদ্ধিমান নয় এবং জ্ঞানী নয়। এজন্যে আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রশংসা করি আত্মতৃপ্তির জন্য। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে জ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবার উপরে। আর এজন্য আমাদের সব সময় তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। আর এ কারণেই সূরা ফাতিহা যেটা পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা এবং সলাতে সবসময় পড়া হয় এর প্রথম চার/পাঁচ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রশংসা করা হয়েছে।

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি অতি দয়ালু ও অতি মেহেরবান। আল্হাম্দুল্লিাহি রব্বিল আলামিন-সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সারা জগতের প্রতিপালক। আর-রহমানির রহীম-তিনি অতি দয়ালু ও অতি মেহেরবান। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন-তিনি বিচার দিনের মালিক। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তায়িন- আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রশংসা করি নিজেদের বুঝানোর জন্য যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই একমাত্র যাঁর কাছে আমরা সব ধরনের সাহায্য চাইতে পারি। এরপরে আমরা সূরা ফাতিহার অন্য আয়াত পড়ি। 'আমাদের সোজা সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত।'

এজন্য আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রশংসা করি আমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে, একমাত্র তাঁর কাছেই চাওয়া যেতে পারে, শুধু তাঁরই উপদেশ গ্রহণ করা যেতে পারে। তারপর আমরা সাহায্য ও উপদেশর জন্য প্রার্থণা করি। যেমন ধরুন কোন ব্যক্তি হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত। সে অসুস্থ্য এমন সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তি যাকে আপনি চিনেন না সে এসে উপদেশ দিল। আপনি কি তার উপদেশ মানবেন ? নাকি যিনি বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তার উপদেশ মানবেন ? কার উপাদেশ আপনি মানবেন ? স্বাভাবিক ভাবেই আপনি সেই ব্যক্তির কথা মানবেন যিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি একজন ডাক্তার। সেজন্য আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার প্রশংসা করি আত্মতুষ্টির জন্য আমাদের নিজেদের উপকারের জন্য। কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার যতই প্রশংসা করিনা কেন সেটা যথেষ্ট নয়। কারণ পবিত্র কুরআন বলছে সূরা কাহাফ Chapter:18, Verson No:109-

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا–

'বল যদি আমরা রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্রের পানি কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এর সাথে আরো এক সমুদ্র পানি যুক্ত কর তাহলেও তা যথেষ্ট হবে না।' একই ধরনের কথা সূরা লোকমান Chapter31,Verson No:27 বলা হয়েছে-

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ–

'পৃথিবীর সব বৃক্ষকে যদি কলম বানাও, আর সাত সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয় তারপরও আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার কথা লিখে শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রম শালী ও প্রজ্ঞাময়।' আপনি যতই প্রশংসা করুন সেটা যথেষ্ট নয়।

তারপরও আমরা তার প্রশংসা করি। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার তাঁর উপকারের জন্য আমাদের ইবাদতের দরকার নেই। বরং আমাদের নিজেদের

উপকারের জন্যই তাঁর ইবাদত করা দরকার। সেজন্য আমরা একমত হই তিনি সবার উপরে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী। যেন আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি ও তাঁর দেয়া সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে থাকতে পারি।

প্রশ্ন (৫): আস্‌সালামু আলাইকুম জাকির ভাই, আমার নাম জাহাঙ্গির, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার প্রশ্ন হলো-আমি কি করতে পারি যদি আমার অফিস আমাকে সময় মত সলাত আদায় করার অনুমতি না দেয়।

উত্তর: ভাই, আপনি প্রশ্ন করেছেন, আপনি কি করবেন যদি আপনার অফিস আপনাকে সঠিক সময়ে সলাত আদায় করার অনুমতি না দেয়। যদি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত লক্ষ্য করেন যা আমাদের জন্য ফরজ, দেখবেন যে, ফজরের সলাত বা ভোর বেলার সলাত, ইশার সলাত বা রাতের সলাত। এগুলো সাধারণত অফিস টাইমের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। এমন কি মাগরিবের সলাতেও সমস্যা হয় না। তবে যদি যোহরের সলাতের কথা বলি, এ সলাত অফিসে দুপুরের খাবারের সময় আদায় করা যায়। প্রধানত সলাতের সমস্যা দেখা দেয় আসর সলাতে। অথবা আপনার অন্য সলাতেও সমস্যা হতে পারে-যদি নাইট ডিউটি থাকে ইত্যাদি। কিন্তু আপনার যদি সমস্যা হয়, অফিস সময়ের সাথে সলাতের সময়ের কোন বিরোধ হয় তাহলে আপনার যা করা উচিত তা হল-আপনি আপনার বশকে অনুরোধ করবেন সলাত আদায়ের জন্য আপনাকে দশ মিনিট বিরতি দিতে। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলিম আমরা সলাতের জন্য বশের কাছে সময় চাইতে ভয় পাই। অন্যান্য ব্যাপরে অর্থাৎ কোন পিকনিক বা বিয়ের অনুষ্ঠান বা বার্থডে পার্টিতে যাওয়ার জন্য আমরা ছুটি চাই। কিন্তু সলাত আদায়ের ব্যাপারে সময় চাইতে আমরা লজ্জা বোধ করি। বেশিরভাগ মুসলিম সলাতের সময় চাইতে হীনমন্যতায় ভোগেন। আর আপনার কর্তা ব্যক্তি যদি অমুসলিমও হন, আমার অভিজ্ঞতা বলে ৯৯% ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে সলাত আদায়ের জন্য সময় দিবেন। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করতে হবে সুন্দরভাবে, নম্রতার সহিত। তবে কিছু মুসলিম আছে যারা সলাতের জন্য এক ঘন্টারও বেশি সময় নেই এবং বলে দূরে একটা মসজিদে গিয়েছিলাম। তখন কর্তা ব্যক্তিটি চিন্তা করেন যে আপনি সলাত আদায় করতে গিয়েছিলেন নাকি বেড়াতে গিয়েছিলেন। কোন আপত্তি হয় না যদি মসজিদে যান আর মসজিদ কাছাকাছি হয়। যদি মসজিদ দূরে হয় তাহলে আপনি অফিসেই সলাত আদায় করতে পারেন। আপনি একটি জায়নামায জোগাড় করে আপনার লকারে রেখে দিতে পারেন। আমি আমার লেকচারে আগেও বলেছি আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন-যেটা আছে সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, সলাত অংশ, Chapter:36, Hadith No:429 এ

جُعِلَتْ لِي الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِي اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ

'পৃথিবীকে বানানো হয়েছে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্য মসজিদ হিসেবে, সাজদার স্থান হিসেবে।'[২৫] তাই যখনই সলাতের সময় হয় তখনই আমরা সলাত আদায় করতে পারি। আপরি আপনার সলাত আদায় করতে পারেন। অফিসে একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিন ও সলাত পড়ুন। এখন নফল সলাত আদায় করার দরকার নেই। ফরজ সলাত আদায় করুন এবং এর পাশাপাশি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করুন। এটাই যথেষ্ট হবে কিন্তু কিছু লোক আছে যারা সলাত পড়তে যায় এবং দেখে একটি ছবি আছে। তখন ছবিটা নামিয়ে ফেলে বা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। ছবি যদি আপনার সলাতে সমস্যা করে তাহলে অন্য রুমে চলে যান যেখানে ছবি নেই। যেখানে ছবি আছে সে রুমে সলাতের জন্য যাওয়ার কি দরকার। কিছু লোক আছে যারা অমুসলিম অফিসে চাকরি করে এবং সেখানে জামাত করে সলাত আদায় করতে চায়। জামাত করলে সমস্যা নেই। তবে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সেই অফিসের সকল মুসলিম কর্মচারী এক সাথে সলাতের জন্য না আসে এবং অফিসের সব কাজ বন্ধ হয়ে না যায় এজন্য আলাদা আলাদা জামাত করতে পারেন। আর আপনারা দেখবেন সহীহ্ বুখারী ১ম খণ্ড আযান অধ্যায়ে Chapter:35, Hadith No:627 হাদীসে আছে দু'জন ব্যক্তি নিয়েও জামাত হতে পারে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ (ص) العِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ قَالَ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَ –

'ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মুনা (রা.) এর ঘরে রাত কাটালাম। আল্লাহর রাসূল 'ইশার সলাত আদায় করে আসলেন এবং চার রাকা'আত সলাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে সলাতে দাঁড়ালেন। তখন আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে নিলেন এবং পাঁচ রাকা'আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আরো দুই রাকা'আত সলাত আদায় করে নিদ্রা গেলেন। এমন কি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি (ফজরের) সলাতের জন্য বের হলেন।'[২৬]

যদি আপনি একটি অমুসলিম অফিসে কাজ করেন তাহলে অফিসের কাজ থামিয়ে দিবেন না। আলাদা আলাদা জামাতে সলাত আদায় করুন।

---

২৫. বুখারী তাও. প্র. হা/ ৪৩৮, ইফা. ৪২৫, আ. প্র. ৪১৯, মা. শামেলা ৪৩৮

২৬. বুখারী তাও. প্র. হা/ ৬৯৭,১১৭, আ. প্র. ৬৫৫, ইফা. ৬৬৩, মা. শামেলা ৬৯৭

আর যদি একজন মুসলিম একনিষ্ঠার সাথে কাজ করে, সততার সাথে কাজ করে তাহলে একজন অমুসলিম কর্মকর্তাও তাকে সলাত আদায়ে বাধা দেবে না। যদি কোন অফিসার একরোখা হন তাহলে আপনি তাকে বলুন যে আমি টিব্রেকের সময় নেব না দয়া করে আমাকে আসর সলাত আদায়ের সময় দিন। অথবা আপনি বলতে পারেন, যদি আমি দশ মিনিট বিরতি নিই তাহলে ছুটি শেষে আমি দ্বিগুন কাজ করে দেব বা তিনগুন বা আধাঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করে দেব। যে কোন ব্যাবসায়ী এটা মেনে নেবে যদি ১০ মিনিটের পরিবর্তে আধাঘন্টা সময় ফ্রি কাজ করে দিতে চান। আপনি বলুন ব্রেক সময়ের পরিবর্তে তিনগুন কাজ করে দিব এবং কোন অতিরিক্ত চার্জ নিব না তাহলে তিনি অবশ্যই রাজী হবেন। কিন্তু চরমবিরোধীতার ক্ষেত্রে, যদি আপনার বশ একজন কট্টরপন্থী হয় এবং ছাড় দিতে না চাই তাহলে আপনার জন্য উত্তম হলো আপনি চাকরিটা ছেড়ে দিন। সলাত আদায় করা ফরজ। আপনার বশ কট্টরপন্থী হলে আপনি চাকরিটা ছেড়ে দিন। হয়তো আল্লাহ আপনাকে এর চেয়ে ভালো চাকরির ব্যাবস্থা করে দিবেন, যেখানে আপনি আরো বেশি আয় করবেন। তবে নতুন চাকরিতে আপনি বেশি বেতন পান আর না পান, সলাত আদায় করলে আপনি পরকালে বেশি উপকৃত হবেন। চাকরির কারণে সলাত আদায় না করে একশত টাকা বেশি পেলেও পরকালে কোন উপকার পাবেন না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম অফিসেও দেখবেন, যেখানে বেশিরভাগ কর্মচারী মুসলিম কিন্তু তারা সলাত আদায় করে না। একাও করে না, জামাতেও করে না। আমি সকল মুসলিম ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের অফিসে অন্যান্য মুসলিম কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সলাত আদায় করুন। আর সবসময়ই এমন উপায় পাবেন যে, আপনি আপনার অফিসের কাজের ক্ষতি না করেই সলাত আদায় করতে পারবেন। বরং আপনি যদি নিয়মিত অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সলাত আদায় করেন তাহলে এক সময় দেখবেন যে আপনি আপনার ব্যাবসায় অধিক লাভ করছেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৬): আস্সালামু আলাইকুম ভাই, কীভাবে মহিলারা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি পাবে ?

উত্তর: বোন একটি প্রশ্ন করলেন যে, কীভাবে মহিলারা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি পাবে। কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে মহিলাদের সলাত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি কোন সহীহ হাদীসেও নেই যেখানে মহিলাদের সলাত আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং অনেক হাদীস আছে যেগুলো এর বিপরীত কথা বলছে যদি আপনি সহীহ বুখারী পড়েন, ১ম খণ্ড সলাতের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়ের শেষ হাদীস, Chapter:84, Hadith No:832 এখানে বলা হচ্ছে-

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ إِذَا اسْتَاْذَنَتْ اِمْرأَةُ اَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا

'তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সলাতের জন্য মসজিদে যাবার) অনুমতি চাই তাহলে তার স্বামী তাকে বাঁধা না দেয়।'[২৭] সহীহ বুখারী আরো আছে ১ম খণ্ড, সলাতের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, Chapter:80, Hadith No: 824

عَنْ ابْنِ عُمَرَ(رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِذَا اسْتَاْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاْذَنُوْا لَهُنَّ–

'যদি তোমাদের স্ত্রীরা রাতের বেলায় মাসজিদে আসতে চায় তাহলে তাদের অনুমতি দিবে।'[২৮] এটা সহীহ মুসলিমেও আছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اَخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اَخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا–

'আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত-পুরুষদের জন্য উত্তম সারি হচ্ছে প্রথম সারি এবং নিকৃষ্ট সারি হচ্ছে শেষ সারি। আর মহিলাদের উত্তম সারি হচ্ছে শেষ সারি। এবং নিকৃষ্ট সারি হচ্ছে প্রথম সারি।'[২৯] এই হাদীস ইঙ্গিত করে পুরুষ ও মহিলারা একসাথে (একজামাতে) মসজিদে সলাত আদায় করতে পারে। যখন তারা একসাথে পড়ে তখন পুরুষদের জন্য উত্তম সারি হল প্রথম সারি এবং মহিলাদের জন্য উত্তম সারি হল শেষ সারি। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। সহীহ মুসলিমে আরো আছে-

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ اِذَا اسْتَاذَنَكُمْ اِلَيْهَا

'আল্লাহর বান্দাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না।'[৩০] সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড Book of Salah, Chapter:177, Hadith No:891

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءِ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الَمَسَاجِدِ اِذَا اسْتَاذَنَكُمْ

'তোমরা মাসজিদের ভেতর মহিলাদের জায়গা কেড়ে নিও না।'[৩১] যার অর্থ রাসূল এর সময় মহিলারা মসজিদে যেতেন এবং রাসূল কখনো মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু মহিলারা যখন মসজিদে যাবে তাদের জন্য সমান এবং পৃথক ব্যাবস্থা করতে হবে। মহিলা-পুরুষ এক সাথে হবে না যেমন অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ে হয়ে থাকে।

২৭. তাও. প্র. হা/ ৮৭৩, ইফা. ৮৩১, আ. প্র. ৮২৪ মা. শামেলা ৮৩১ সহীহ মুসলিম আ. হা. লা. ৮৭৪, ইসে. ৮৮৩, ইফা. ৮৭০

২৮. বুখারী তাও. প্র. হা./ ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৯৯, ৯০০, ৫২৩৮ ইফা. ৮২৩, আ. প্র. ৮১৬, মা. শামেলা ৮৬৫ মুসলিম আ. হা. লা. ৮৭৭, ইসে. ৮৮৬, ইফা. ৮৭৩, আহমাদ ৫২১১

২৯. বুখারী, ১ম খণ্ড, সলাত অধ্যায়, অধ্যায় ১৭৫, হা/ ৮৮১, মা. শামেলা ১৭৫ মুসলিম আ. হা. লা. ৮৭১ ইফা. ৮৬৭, ইসে. ৮৮০

৩০. মুসলিম, ১ম খণ্ড, সলাত অধ্যায়, অধ্যায় ১৭৭, হা/ ৮৮৪, আ.হা.লা. ৮৭৬, ইফা. ৮৭২, ইসে. ৮৮৫

৩১. মুসলিম, আ. হা.লা.হা/ ৮৮১, ইফা. ৮৭৭, ইসে. ৮৯০

অন্যথায় কিছু মানুষ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার ইবাদত বাদ দিয়ে ইভটিজিং করতে মসজিদে যাবে। আলাদা প্রবেশ পথ, আলাদা ওযূখানা ও সলাতের আলাদা জায়গা থাকতে হবে। মহিলারা পুরুষের সামনে দাঁড়াতে পারে না। এতে তাদের অনেকের মন তাদের দিকে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার পরিবর্তে। সমান কিন্তু পৃথক সুবিধা। যদি পাশাপাশি হয় তাহলে মাঝখানে পার্টিশন থাকতে হবে অথবা তারা পিছনে পড়বে। যদি আমরা লক্ষ্য করি সৌদি আরবে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। এমন কি মক্কার হারামাইন শরীফেও মসজিদে নববীতে মহিলাদের অনুমতি আছে। আপনি যদি আমেরিকায় যান সেখানে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে, ব্রিটেনে যান সেখানে অনুমতি আছে,দক্ষিণ আফ্রিকায় যান সেখানেও অনুমতি আছে। পৃথিবীর সব জায়গাতেই মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। কেবল ভারতে অধিকাংশ মসজিদে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দেয় না।
আল হামদুলিল্লাহ্, আমি যতদুর জানি বুম্বাইতে কিছু মসজিদে আছে যেখানে মহিলারা যেতে পারেন। এমনকি কেরালাতে প্রায় পাঁচশ মসজিদে মহিলাদের পৃথক সলাতের ব্যবস্থা আছে। ইনশাআল্লাহ আমি আশা করি মসজিদে যারা ট্রাষ্টি আছেন তারা সহীহ হাদীস মেনে চলবেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিবেন না। এমন কি বুম্বাইতেও। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৭): আস্সালামু আলাইকুম, আমার নাম শেখ আহমেদ। আমি চাকরি করি। আমরা তাকবীরের সময় হাত উত্তলোন করি এটার গুরুত্ব কী ?

উত্তর: ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন সলাত আদায় করার সময় যে আমরা হাত উপরে উঠাই তার গুরুত্ব সম্পর্কে। হাত হলো ক্ষমতা এবং শক্তির একটি প্রতীক। আমরা মুসলমানরা যখন সলাতের সময় হাত উঠাই এটি তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটি হচ্ছে হাত উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি। হাত উত্তোলনের মাধ্যমে বুঝাই হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। যেমন আমরা কাউকে আত্মসমর্পণ করাতে চাইলে বলি Hands up যেমন পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের উদ্দেশ্যে Hands up বলে। এর মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হচ্ছে। তাই আমরা যখন হাত তুলি তখন আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি। আর এ আত্মসমর্পণ তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আমরা সাথে সাথে اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে হাত বাঁধি। এছাড়াও এটা দ্বারা আরো বুঝায় আমরা আমাদের মুখের কথা ও কাজের দ্বারা আল্লাহর মহত্বকে প্রমাণ করছি। اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহ মহান।

আর এটা দ্বারা আরো বুঝায় জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমি আমার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি এবং আমি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'য়ালার দিকে মনোযোগ পেশ করছি। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৮): আস্সালামু আলাইকুম। আমার নাম ইউসুফ আলী। আমি একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। আমার প্রশ্ন, নাবীজির জীবনের কোন সময়টাতে আল্লাহ্ সলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন ? আর শবে মিরাজের সাথে সলাতের সম্পর্কটা কী ? আমার ধারণা, প্রশ্ন দুটো প্রাসঙ্গিক তাই একসাথে বললাম।

উত্তর: ভাই, সলাত ফরজ হওয়ার সঠিক দিন তারিখটা ঠিক সে ভাবে জানি না যেভাবে আমরা জন্ম মৃত্যুর দিনটা জানি। তবে নির্দেশটা এসেছিল নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে। কারণ একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, ফেরেশতাদের প্রধান হযরত জিবরাঈল (আ.) নাবীজিকে সলাতের নিয়মটা দেখিয়েছিলেন।

হযরত জিবরাঈল (আ.) সেখানে তাঁর পা মাটিতে রাখলেন। আর তা থেকে পানি বের হয়ে আসতে লাগল। জিবরাঈল (আ.) নাবীজি কে অজু করার নিয়মটা দেখালেন। আর সলাত আদায়ের নিয়মটাও দেখালেন। তিনি এ কাজগুলো হুবহু বিবি খাদিজা (রা.) এর সামনে করে দেখালেন। এ থেকে বুঝা যায় রাসূল এই নির্দেশটা পেয়েছিলেন নবুওয়াতের প্রথম দিকে। এবার কয় ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে শবে মিরাজের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন সূরা বানি ইসরাঈল Chapter17, Verson No:1 উল্লেখ আছে-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ–

'আমাদের নাবীজি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমন করেছিলেন এবং নাবীজি মিরাজ সম্পর্কে বললেন যেটা বর্ণিত হয়েছে সহীহ্ বুখারীসহ আরো সহীহ্ হাদীসে, নাবীজি সেখানে দেখা করেছিলেন মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.) এর সাথে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সেখানে নাবীজিকে নির্দেশ দিলেন যে, মুসলিমরা দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে। সহীহ্ বুখারী অনুযায়ী তারপর মুসা (আ.) নাবীজিকে বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত আদায় মুসলমানদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে এটা কমিয়ে নিন। নাবীজি সলাতের ওয়াক্ত কমাতে গেলেন। তিনি কিছু কমায়ে নিয়ে আসলেন। তিনি আবার গেলেন এবং আবার কিছু কমল এবং এভাবে সবশেষে দিনে- রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের নির্দেশ পেলেন। আর আল্লাহ্ বললেন এই পাঁচ ওয়াক্তের মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৯): আস্‌সালামু আলাইকুম, ভাই আমার প্রশ্ন হলো, কেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাা আমাদের সব দুয়ার উত্তর দেন না বা সব দুয়া কবুল করেন না ?

উত্তর: বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের সব দু'আর উত্তর দেননা বা কবুল করেন না। বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো পবিত্র কুরআন সূরা বাকারা Chapter:2, Verson No:216 এ উল্লেখ আছে-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ –

'কিন্তু সম্ভবত যেটা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করো, সেটা হতে পারে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আবার যেটা তোমার নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে কর, হতে পারে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ সবকিছু জানেন আর তোমরা জান না।' যেমন ধরুন, একজন ধার্মিক লোক আল্লাহর কাছে দু'আ করল আল্লাহ আমাকে একটা মটরসাইকেল দাও যাতে আমার যাতায়াত সুবিধা হয়। আর আল্লাহ সে দু'আ কবুল করল না। আপনি হয়তো বলবেন, সে খুব ভালো লোক, ধার্মিক লোক, কেন আল্লাহ তার দুয়া কবুল করল না ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জানেন, যদি সে মটরসাইকেল পায় তাহলে সে দুর্ঘটনায় পড়তে পারে এবং পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আর পবিত্র কুরাআন বলছে 'তোমরা যেটা পছন্দ করো সেটা অকল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।' একবার খুব ধনী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন যিনি লন্ডনের একটি ফ্লাইট ধরতে যাচ্ছিলেন, একটি চুক্তি করার জন্য। চুক্তিটি করলে তার লাভ হবে ১ বিলিয়ন রুপিরও বেশী। যখন তিনি এয়ার পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন দুর্ভাগ্যজনক রাস্তায় খুব বড় একটি যানজট ছিল। তাই তিনি সময়মত এয়ার পোর্টে পৌঁছতে পারলেন না। তিনি যখন পৌঁছলেন তখন ফ্লাইটটি যথারীতি উড়াল দিয়েছে। তিনি তখন খুব দুঃখজনক স্বরে বললেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে একটি বাজে ঘটনা।

বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে যে রেডিওটি ছিল তাতে সর্বশেষ খবরটি শুনলেন- তিনি যে ফ্লাইটটি ধরতে যাচ্ছিলেন, সেটা লন্ডন যাচ্ছিল সেটা ক্র্যাস করেছে এবং বিমানের সকল যাত্রী মারা গেছেন। তখন সেই ব্যবসায়ী বললেন, এটা হলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কিছুক্ষণ আগেই তিনি ট্রাফিক জ্যামকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। কারণ, এটার কারণে তিনি বিলিয়ন রুপি হারিয়েছেন। আর কিছুক্ষণ পরেই, তিনি ট্রাফিক জ্যামকে ধন্যবাদ জানালেন। কারণ, এতেই তার জীবনটা বেঁচে গেছে। পবিত্র কুরআন বলছে, 'যেটা তোমরা কল্যাণকর মনে কর সেটা অকল্যাণ হতে পারে। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।' আল্লাহ জানেন সেই ব্যক্তির জীবন তার বিলিয়ন রুপীর চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান।

এভাবে, আপনি যে দু'আ করেন অনেক সময় দেখা যায় আল্লাহ তা'য়ালা সে দু'আটি পূরণ করেছেন না। তিনি সে দু'আর উত্তর দিচ্ছেন না। আর তিনি পবিত্র কুরআন সূরা আশ-শূরা Chapter:42, Verson No:27 বলেছেন-

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

'আর যদি আল্লাহ তা'য়ালা তার সকল বান্দাকে জীবনের উপকরণের প্রাচূর্য দিতেন, তাহলে এরা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাঁর ইচ্ছে মতো পরিমাণই দিয়ে থাকেন এবং তিনি জানেন তিনি কি দিয়েছেন।'

পবিত্র কুরআন সূরা আল-বাকারাহ Chapter:2, Verson No:186 বলা হয়েছে-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'যখন তারা আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করবে, তুমি তাদেরকে বল, আমি তাদের নিকটেই আছি। তাদের খুব কাছেই আছি এবং আমি আমার ভৃত্যদের সব আহ্বান শুনতে পাই।' পবিত্র কুরআনের সূরা গাফির Chapter:40, Verson No:60 বলা হয়েছে-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।' আর মানুষ ভাবতে পারে এ আয়াতটির কথা পূরণ হবে না। যদি দু'আ কবুল না হয়। যদি আপনি ভালোভাবে লক্ষ করেন আপনি দেখবেন আল্লাহ তা'য়ালা আপনার প্রার্থনার উত্তর দিচ্ছেন উত্তর দেয়ার মাধ্যমে। কারণ, তিনি জানেন কোনটি আপনার জন্য ভাল বা মন্দ।

আর কিছু মানুষ আছে যারা হয়তো বলবে, আমরা অনেক অবিশ্বাসীকে দেখেছি, অধার্মিক মানুষ যারা ভূল ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা বিলাস-বহুল জীবন-যাপন করে। অবিশ্বাসীরা নকল ঈশ্বরের উপাসনা করে টাকার জন্য, আর তারা সম্পদশালী হয়। যদিও এসব অধার্মিক ও অবিশ্বাসী লোকেরা নকল ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন জিনিসের প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে থাকেন। কারণ তিনি যানেন তারা সেটার প্রার্থনা করছে ভবিষ্যতে এর দ্বারা আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্য এটা কোন ব্যাপারই না যে, সে ধনী না গরিব, এখন তার সুসময় না দুঃসময়।

তথাপি তারা আল্লাহ তা'য়ালাকে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূর Chapter: 24, Verson No:37 বলা হয়েছে-

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

তারা সেইসব লোক যাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা, যাকাত প্রদান করা, সলাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেকের অন্তরে ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।' তারা শুধু আখেরতের ভয় করে। রোজ কিয়ামতের দিন যেদিন আমাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসী সব সময়ই বলে আল্হাম্দুলিল্লাহ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন। 'আল্হাম্দুলিল্লাহ' মানে প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এমনকি তার যদি ক্ষতিও হয় সে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। কারণ, সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'য়ালা যখন তার ক্ষতিটা হতেই দিলেন এতে করে ভবিষ্যতে তার উপকারই হবে। এক কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাসীরা মনে করে যা কিছু হয়েছে তা ভালোর জন্যই হয়েছে।

প্রশ্ন (১০): আস্সালামু আলাইকুম আমার নাম বাইয়ার। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জুমার খুৎবা এটা সলাতের অংশ নয়, এটা আরবী ভাষায় দেয়া আবশ্যক ?

উত্তর: ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন, জুমার খুৎবা আরবীতে দেয়া কি আবশ্যক! এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। এখানে ইমাম মালেক (রহ.) ব্যাতিত অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞরা যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) সহ বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেছেন যে শ্রোতারা যদি আরবী ভাষা না বুঝেন তাহলে খুৎবা যে কোন ভাষাই দেয়া যাবে। কিন্তু কিছু বিষয় আছে কমপক্ষে সেগুলো আরবীতে বলতে হবে যেমন-আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করা, নাবীজির নামে দরূদ পেশ করা আর জুমার খুৎবায় যে সকল আরবী আয়াত পড়া হয় সেগুলো অবশ্যই আরবীতে হতে হবে। আর অবশিষ্ট অংশ যে কোন ভাষায় হতে পারে। আর এমন কোন সহীহ হাদীস খুজে পাওয়া যাবে না যেখানে নাবী বলেছেন যে, জুমার খুৎবা অন্য কোন ভাষায় দেয়া যাবে না। কিন্তু আমি এটাই জানি যে, নাবীজি সকল সময় আরবীতে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ সে সময় আরব দেশের লোকেরা কেবল আরবী ভাষা বুঝতে ও পড়তে জানতো। তাই নাবীজিও কেবল আরবী ভাষায় খুৎবা দিয়েছেন। কিন্তু কোন হাদীসই বলছে না আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না। নাবীজি কোনো লোককেই বলেন নি যে, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না।

জুমার সময় খুৎবা দেয়ার কারণ হলো, এতে করে সমবেত লোকদের আল্লাহ এবং নাবীজির নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা যায়। এছাড়াও এতে সমবেত লোকজন জানতে পারে সম্প্রতি সময় আশেপাশে কি ঘটনা ঘটছে, এক কথায় খুৎবার মাধ্যমে মুসলমানদের পথনির্দেশ দেয়া হয়। এটা খুবই অযৌক্তিক হবে যদি বলি যে, আমি কাউকে এমন ভাষায় উপদেশ দিব যে ভাষাটা সে বুঝে না। বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি কাউকে উপদেশ দিবেন এমন ভাষায় যে ভাষাটা সে বুঝে। আপনি যদি আমেরিকায় যান তাহলে দেখবেন আমেরিকার অনেক মসজিদেই ইংরেজীতে খুৎবা দেয়া হয়। এ পৃথিবীতে এমন অনেক মসজিদ আছে যেখানে খুৎবা দেয়া হয় স্থানীয় ভাষায়।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অনেক স্থানেই খুৎবার মাধ্যম ইংরেজী ভাষা। যদি আপনি আরব বিশ্বে যান যেহেতু সেখানকার মানুষ আরবী বুঝে তাই সেখনকার খুৎবা আরবীতেই হয়। তবে কিছুদিন আগে আমি কুয়েতে গিয়েছিলাম। যদিও সেখান কার অধিকাংশ মানুষ আরবী বুঝেন তার পরেও কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজীতে। কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় উর্দুতে, কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় মালিয়ালম এবং অন্যান্য ভাষায়। মসজিদ গুলোকে সরকার বিশেষ ভাবে অনুমতি দিয়েছে যাতে করে বিদেশী লোকজন যে সকল ব্যক্তি কুয়েতের নাগরিক নন, যারা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে চাকুরী করার জন্য, তাদের জন্য এ খুৎবার ব্যবস্থা।

সুতরাং খুৎবা যে কোন ভাষায় দেয়া যাবে। কিন্তু এখানে শর্ত হলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রশংসা আরবীতে হতে হবে। আর নাবী এর জন্যে দু'আও আরবীতে হতে হবে। খুৎবার সময়ের দু'আও আরবীতে হতে হবে। এই দু'আয় মাত্র কয়েকটা আয়াত আরবীতে রয়েছে। খুৎবার সময় সেটাই অনুবাদও করতে পারেন। তাহলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই এমন কি মানুষ এতে উৎসাহিত হবে। সুতরাং মানুষকে বুঝাতে হবে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোন সমস্যার নেই শুধুমাত্র কিছু অংশ ছাড়া যেগুলো আরবীতে বলতে হয় তবে সেটাও আরবীতে বলার পর অনুবাদ করে দেয়া যাবে। আর ভারতবর্ষে ও বিদেশে যে সকল মসজিদ ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ করে সে গুলোতে আরবীতে খুৎবা দেয়া হয়। কিছু মসজিদে দেখবেন ফ্রি খুৎবা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়, কিছু মসজিদে খুৎবার অনুবাদ করা হয় জুমআর সলাতের পর। তাই আমি ভারতের মানুষের জন্য দু'আ করবো আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াত করেন। যাতে করে খুৎবা স্থানীয় ভাষায় হয় এবং আমরা খুৎবার মাধ্যমে সঠিক নির্দেশ পেতে পারি।

প্রশ্ন (১১) ভাই জাকির, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার নাম আব্দুল কাদের। আমি একজন ব্যবসায়ী এবং সমাজকর্মী। আপনি বললেন আমরা মুসলিমরা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি।

আপনি আরও বুঝিয়েছেন মিরাজের ঘটনা কীভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ঠিক হলো কিন্তু আমরা দেখি কিছু ভাই যারা দিনে তিন ওয়াক্ত সলাত আদায় করে। এর কি কোন যৌক্তিকতা আছে ?

উত্তর: ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, কিছু লোক তিন বার সলাত আদায় করে। এটা যৌক্তিক কিনা ? কুরাআন অনুযায়ী আমাদের উচিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু ছাড় দেয়া হয়েছে। আমি যে আয়াত পাঠ করেছি যাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সূরা হুদ, সূরা নং ১১, আয়াত নং ১১৪, সূরা ইসরা, সূরা নং ১৭, আয়াত নং ৭৮ সূরা ত্বহা, সূরা নং ২০ আয়াত নং ১৩০ এবং সূরা রুম, সূরা নং ৩০, আয়াত নং ১৭ ও ১৮ *(এই আয়াত গুলো সলাত ন্যায় পরায়ণতার প্রোগ্রামিং অধ্যায়ের ২,৩,৪,৫ নং টিকায় দ্র.)।*

আপনি যদি এ আয়াতগুলো পড়েন, এই আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে বলছে আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা উচিত। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে ছাড় দিয়েছেন। যেমন সূরা নিসা Chapter: 4, Verson No:101 আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ–

'যখন তোমরা সফর করো তখন তোমরা সলাত সংক্ষিপ্ত করতে পারো।' যেমন আমি বলেছি, ৪ রাকাত এর যোহর, আসর ও এশা সলাত সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকা'আত করা যায়। এবং যখন আমরা সফর করি, যদি অসুবিধা হয় তাহলে যোহর এবং আসর সলাত যুক্ত করা যায় এবং মাগরিব ও এশা সলাত যুক্ত করা যায়। তাই যখন লোকেরা এভাবে সলাত যুক্ত করে তখন এটা হয়ে যায় তিন ওয়াক্ত। সুতরাং কেউ সফর কালে যদি এরকম করে আমার এতে কোন আপত্তি নেই। এমনকি হাদীস থেকেও দেখা যায় যে, কঠিন সময়ে যেমন-বলা আছে সহীহ্ বুখারীতে যে, একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল এবং লোকেরা মাগরিব সলাতের পরে এশার সলাতের জন্য আবার আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। তাই রাসূল দুই সলাত যুক্ত করে দেন। তাই কোন দূর্যোগের সময় এবং কোন দূর্ভোগের সময় রাসূল সলাত যুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি এমন লোক জানি যারা বলে, আমাকে অফিসে যেতে হবে তাই আমাকে যোহর ও আসর সলাত একসাথে আদায় করতে হবে। অথবা আপনি কেনাকাটা করতে মার্কেটে যাবেন, সেখানে কিছু সময় লাগবে। তাই আপনি যোহর ও আসর সলাত একত্রে আদায় করতে চাইলেন। এটার অনুমতি নেই। সফরকালে এবং যখন প্রকৃতই কোন দূর্ভোগে পড়বেন, সেক্ষেত্রে রাসূল অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও সাধারন পরিস্থিতিতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন (১২): সালাম জাকির নায়েক। আযানের প্রথম প্রচলন কে করেছিলেন ? এবং কোথায় হয়েছিল ? এবং কোন দেশ থেকে শুরু হয়েছিল ?

উত্তর: বোন প্রশ্ন করেছেন যে, আযানের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল? কোন দেশে এবং কীভাবে তা চালু হয়েছিল ?

বোন, আযান চালু হয়েছিল আরব দেশের মদীনা শহরে। এবং হাদীসে যেভাবে উল্লেখ আছে যে, যখন মসজিদ তৈরি হয় রাসূল এবং সাহাবারা আলোচনা করেন, কীভাবে লোকদেরকে সলাতের জন্য ডাকা যায়। কেউ ঢোল বাজানোর কথা বললো, কেউ শাখা বাজানোর কথা বললো। এভাবে একেকজন একেক কথা বললো এবং হাদীসে এসেছে যে, তখন একজন স্বপ্ন দেখলেন এবং স্বপ্নে আযানের কথাগুলো শুনতে পেলেন মানুষের কণ্ঠে। এ খবর রাসূল এর কাছে পৌঁছলো এবং তিনি বললেন, যে কথাগুলো ঐ ব্যক্তি শুনেছেন ঐ কথাগুলো খুব সুন্দর। মানুষে কণ্ঠ ব্যবহার করে এর চেয়ে ভালো উপায়ে সলাতের জন্য আহ্বান করা যায় না। তখন রাসূল আদেশ করলেন যে, যখন সলাতের জন্য আহ্বান করা হবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করা হয় ঢোল ইত্যাদি বাজানোর পরিবর্তে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন (১৩): প্রশ্ন করেছেন ভাই আব্দুল্লাহ। তিনি জানতে চেয়েছেন সলাত আদায়ের অনেক নিয়ম রয়েছে। সবগুলোই কি গ্রহন যোগ্য ? নাকি সলাত আদায়ের একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে ?

উত্তর: ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সলাত আদায়ের অনেক নিয়ম রয়েছে এবং আমি এটা জানি। সবগুলো নিয়মই গ্রহন যোগ্য ও সঠিক নাকি কেবল একটি সাধারণ নিয়ম। আপনি যদি বাজারে যান তাহলে আপনি সলাত আদায়ের নিয়ম সহ শত শত বই পাবেন। তাদের অধিকাংশতেই কম বেশি (জাল যঈফ) কম বেশি অসুদ্ধ হাদীস রয়েছে। কিন্তু সলাত আদায়ের কেবল একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে। যেমন বলেছেন আমাদের নাবী সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখিত প্রথম খণ্ড, আযান অধ্যায়, Chapter:18, Hadith No:604 এবং আরো আছে সহীহ্ বুখারী Chapter:9, Hadith No:352

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي–

'সলাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখেছো।'[৩২] যখন আমরা সলাত আদায় করবো তখন যেমন ভাবে আমাদের প্রিয় নাবী আদায় করেছেন সেভাবেই আদায় করবো এবং অন্য কোন নিয়মে নয়।

৩২. বুখারী.তাও.প্র.৬৩১,৬২৮,আ.প্র.৫৯৫,ই.ফা.৬০৩)

সলাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুলোর ক্ষেত্রে যেমন, হাত কোথায় থাকবে, কীভাবে কিয়াম করতে হবে, কীভাবে রুকু, সাজদাহ করতে হবে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান কেমন হবে এসব ক্ষেত্রে কেবল একটাই নিয়ম রয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। একজন ব্যাক্তির অবশ্য কিছু পছন্দ রয়েছে। যেমন রুকুতে যা তিলাওয়াত করা হয়, সহীহ হাদীস, কখনো পড়তেন-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمَ (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) অর্থাৎ সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব আমার প্রতিপালকের যিনি সুমহন। কখনো নাবী পড়তেন-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمَ وَ بِحَمْدِكَ

(সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম ওয়া বিহামদিকা) অর্থ্যাৎ সমস্ত শ্রেষ্টত্ব আমার প্রতিপালকের যিনি সুমহন ও তোমারই সকল প্রশংসা। অতএব, নাবী রুকু ও সাজদায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোআ পাঠ করতেন যে ব্যাপারে কারো কারো নিজস্ব পছন্দ থাকতে পারে। যেমন আমি বলেছি বিতরের সলাতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিজোড় রাকা'আত সলাত আদায় করতে হয়। নাবী কখনো এক রাকা'আত, কখনো তিন, কখনো পাঁচ, কখনো সাত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন রাকা'আত সলাত আদায় করেছেন। তাহলে এমন কিছু ব্যাপারে যার যার পছন্দ থাকতে পারে। বিশেষ করে রুকু সাজদায় কী পাঠ করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো যেমন, দেহের অঙ্গভঙ্গি, কীভাবে দাঁড়াতেন, কীভাবে বসবেন, কীভাবে রুকু করবেন, কীভাবে সাজদা করবেন এগুলোর সবগুলোরই একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে, যা সহীহ হাদীসে দেয়া আছে। সবচেয়ে ভালো বইটির ব্যাপারে আমি সুপারিশ করতে পারি, যে বইটি সহজলভ্য ও সংক্ষিপ্ত এবং সহীহ হাদীস সম্বলিত সেটি হচ্ছে এম এ সাকিব রচিত The Guide to salah (অর্থাৎ সলাতের নির্দেশিকা)।

আর যদি লোকদের সময় থাকে এবং তারা যদি আরো বড় কোন বই পড়তে চাই। যে বইয়ে আরোও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। যেমন, কীভাবে আপনি সাজদায় যাবেন, শরীরের কোন অঙ্গটি আগে মাটি স্পর্শ করবে, কীভাবে উঠবেন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জানতে চাইলে পড়ুন The prayer of the prophet (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ এর সলাত) শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত বিস্তারিত ভাবে পাবেন। লেখেছেন শায়খ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, *(প্রকাশক: উক্ত বইটি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন অনুবাদক অনুবাদ করেছেন। তবে সেরা অনুবাদক আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম)*

যদি সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি পেতে চান তাহলে এ বইটি দেখতে পারেন। তবে প্রশ্নটি যেমন ছিল, কিছু তেলাওয়াত ছাড়া সলাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটি নিয়মেরই। এই বইগুলো যদি পড়তে চান তাহলে আপনি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর লাইব্রেরীতে সুপারিশ করতে পারি, যেখানে সহজলভ্য।

প্রশ্ন (১৪): আমার নাম জগবন্ধু সিধু। ইসলাম সম্পর্কে আমি খুব কম জানি। আমার আজকের প্রশ্নটা সলাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়, প্রশ্নটা কি করতে পারবো ? আপনার প্রশ্নটা আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আমি এ প্রশ্নটা আগে আমার কয়েকজন বন্ধুর কাছে করেছি এবং মুহাম্মাদ আলী রোডে কয়েকজন ইমামের কাছেও করেছি। আর আমি যতটুকু জানি الم حم طس ق নাবীজি এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা দেননি। এগুলোর ব্যপারে কি সাহাবীরা কিছু জানতেন ? এগুলো কি কেউ জানতো না? নাকি কখনো বলা হয়নি ? নাকি কেউ জানেনা ? ঘটনাটা কি ? এটা কী একেবারেই মৌলিক?

উত্তর: ভাই প্রশ্ন করেছেন, যেটি তিনি অনেক ইমাম এবং অন্যান্য মুসলিমদেরকে করেছেন এবং কোন উত্তর পান নি, যে ق طس حم المএর অর্থ কি ? এই সংক্ষিপ্ত বর্ণগুলোর অর্থ কি ? বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য এর উত্তর দেয়া আছে আমার একটি ক্যাসেটে। তারপরও আপনি যেহেতু প্রশ্ন করেছেন আমি সংক্ষেপে উত্তর দিব। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণ গুলো যেগুলো কতিপয় সূরার শুরুতে আছে, এটা আসলে ২৯ টি শুরার শুরুতে আছে। যদি আরবী হরফ গুলো গুনেন যেমন-

ا ب ت ث ج ح خ এ রকম ২৯ টি বর্ণ আছে এবং ২৯ টি সূরার শুরুতে আপনি পাবেন এই বর্ণগুলো এসেছে। কখনো একটি বর্ণ যেমন ص ن কখনো দুটি যেমন حم طس কখনো তিনটি বর্ণ যেমন الم কখনো চারটি, কখনো পাঁচটি বর্ণ। এই বিষয়ে অনেক বই লিখা হয়েছে, অনেক অধ্যায় বিশিষ্ট বই। কিছু লোক বলে যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সংক্ষিপ্ত রুপ। কিছু লোক বলে যে আল্লাহর স্বাক্ষর। কিছু লোক বলে, এটা ছন্দ মিলানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিছু লোক বলে, জিবরাঈল (আ.) এগুলোর মাধ্যমে নাবী মোহাম্মদ এর মনোযোগ আকর্ষণ করতেন যিনি এগুলোকে ব্যবহার করতেন অন্যান্য লোকদেরকে আকৃষ্ট করতে। এ রকম অসংখ্য ব্যাখ্যা আপনি পাবেন। কিন্তু সবচেয়ে সহীহ এবং সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই সংক্ষিপ্ত বর্ণ গুলো আসলে মানবজাতির প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। পবিত্র কুরআনে আয়াত আছে এবং বারবার পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, কুরআনের মত একটি বই তৈরী করতে। সূরা ইসরা Chapter:17, Verson No:88 এ বলা হয়েছে-

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا–

'যদি জ্বীন এবং মানবজাতি সমবেত হয় তারপরও তারা কুরআনের মত একটা বই তৈরী করতে পারবেনা।'

পবিত্র কুরআন বলছে সূরা তুর, Chapter:52, Verson No:34

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

'তারা সত্যবাদী হলে এ রকম একটা কালাম তারা নিয়ে আসুক না কেন।' সূরা হুদ, Chapter:11, Verson No:13

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ–

'তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে তবে কুরআনের মতো ১০ টি সূরা রচনা কর।'
সূরা ইউনুস, Chapter:10,Verson No:38

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

'তারা কি একথা বলে যে, তিনি এটা রচনা করেছেন ? বল তাহলে তোমরা এর মত একটা সূরা (রচনা করে) নিয়ে এসো। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পার তাকে ডেকে নাও। যদি তোমারা সত্যবাদী হয়ে থাক।' এ চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটা করা হয়েছে সূরা বাকারা, Chapter:2,Verson No:23-24 সেখানে বলা হয়েছে-

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَفَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ–

'আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মতো কোন সূরা এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্য কারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চ্যালেঞ্জ করছেন মানবজাতিকে পবিত্র কুরআনের মতো কিছু একটা তৈরীর চেষ্টা করার জন্য। তাহলে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলছেন الم حم يس طس তখন তিনি নির্দেশ করছেন আরবদের। কুরআন নাযিল হয়েছে আরবে এবং সেখানকার স্থানীয় লোকজনের ভাষা ছিল আরবী তাই আল্লাহ পরোক্ষভাবে বলছেন যে, আরবীতো তোমাদেরই ভাষা।

যেমন A,B,C,D ইংরেজদের তেমনি الم এটা তো তোমাদেরই ভাষা। এই বর্ণগুলো নিয়ে তোমরা এতো গর্ব করো, কারণ যখন কুরআন নাযিল হয়েছিল তখন আরবরা তাদের ভাষার ব্যাপারে অনেক গর্ব করতো, আরবী ভাষা উৎকর্ষের শীর্ষে ছিল।

তাই আরবরা যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গর্ব করতো তাহলো তাদের আরবী ভাষা। তখন ছিল সাহিত্য আর কাব্যের যুগ এবং তারাও সাহিত্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। তাই আল্লাহ বলছেন এগুলো তোমাদের বর্ণ তোমাদের এই বর্ণগুলো দিয়েই আমি পবিত্র কুরআন নাযিল করেছি। তিনি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সমগ্র মানবজাতিকে। যদি তারা চায় তাহলে তারা জ্বীনদের সাহায্য ও নিতে পারে অথবা অন্য যে কেউ এর, আল্লাহ্ ব্যতিত এবং তারা যাতে রচনা করে একটি মাত্র কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা।

সূরা মাত্র তিন আয়াতের আর ক্ষুদ্রতম আয়াতে আছে ১০ টি বর্ণ। এমন চ্যালেঞ্জই আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, তারা যেন তৈরী করে এমন একটি সূরা যা কিছু মাত্র হলেও কুরআনের অনুরুপ হয়। তাই যখনই আল্লাহ বলছেন الم حم এর ঠিক পরই, সেটা কুরআনের যে কোন জায়গাতেই হোক না কেন ঠিক তারপরই পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন আপনি বলেছেন الم এর কথা কুরআনের শুরুতে, কিন্তু আসলে তা কুরআনের শুরু না বরং সূরা বাকারা শুরু। যেখানে বলা হয়েছে-

الم ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

আলিফ লাম মীম। এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাক্বীদের জন্য পথ নির্দেশ। তাহলে যখনই সংক্ষিপ্ত বর্ণগুলো আসে তার ঠিক পরেই পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। অতএব যখনই এই বর্ণগুলো পবিত্র কুরআনে আসে তা যেন মনে করিয়ে দেয় যে এটা আল্লাহর কালাম, এবং আরো মনে করিয়ে দেয় সেই চ্যালেঞ্জের কথা যে চেষ্টা করো কুরআনের মতো কিছু একটা তৈরি করতে, কিন্তু তোমরা পারবেনা। এ পর্যন্ত কেউই তা করতে পারেনি। অনেকেই চেষ্টা করেছে। অনেক অমুসলিমও চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যন্ত কেউই তা করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ কেউ তা করতে পারবে না সময়ের শেষ পর্যন্ত।

প্রশ্ন (১৫): আস্‌সালামু আলাইকুম ভাই। আমরা কি অমুসলিমদের বাসায় সলাত আদায় করতে পারি?

উত্তরঃ বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আমরা অমুসলিমদের বাসায় সলাত আদায় করতে পারি কিনা। বোন আমি আগেও বলেছিলাম, আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন- এই পৃথিবীকে আমার ও আমার উম্মতের জন্য সলাত আদায়ের স্থান বা মসজিদ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।' (সহীহ বুখারী, ভলিউম-১, অধ্যায়-৫৬, হাদীস নং ৪২৯) আপনি পৃথিবীর যে কোন স্থানে সলাত আদায় করতে পারেন তবে এটা পবিত্র হতে হবে। এছাড়াও কিছু শর্ত আছে। যদি আপনি কোন অমুসলিমের বাসায় সলাত আদায় চান তাহলে একটি পরিষ্কার জায়গা বেছে নিন বা পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে দিন এবং এর উপরে সলাত আদায় করুন।

খেয়াল রাখবেন আপনার সামনে যেন কোন মূর্তি বা ছবি না থাকে। সামনে একটি সুতরা রাখবেন, যেমনটি আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন। একটি তীরও সুতরা হতে পারে যেটা সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে। যদি আপনি সলাতের শর্ত গুলো পূরণ করেন সলাতের জায়গাটি পরিষ্কার হয় এবং সামনে কোন ছবি বা মূর্তি না থাকে তাহলে আপনি অমুসলিমদের বাসায় সলাত আদায় করতে পারেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছে

প্রশ্ন (১৬): আস্সালামু আলাইকুম, ভাই সলাত আদায় করা কি আবশ্যক ? নিজের মতো করে প্রার্থনা করা যাবে না ? আল্লাহ কি সেটা কবুল করবেন না ? পূর্বের নাবী রাসূলরাও কি আমাদের মতো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতেন ?

উত্তর: ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন- আমরা কি সেভাবে সলাত আদায় করবো যেভাবে কুরআন হাদীসে বলা হয়েছে। নাকি নিজের মতো করে আদায় করা যাবে। আর পূর্বের নাবী রাসূলরাও কি এ নিয়মে সলাত আদায় করতেন ? আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দিই, আল্লাহ তা'য়ালার সকল রাসূলই সলাত আদায় করেছেন।

আর তাদের প্রত্যেকেই সাজদা দিয়েছেন যেটা সলাতের প্রধান অংশ। তবে যেভাবে আমরা সলাত আদায় করি সকল রাসূল হয়তো সেভাবে সলাত আদায় করেননি। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদা Chapter:5, Verson No:3 এ উল্লেখ করা হয়েছে-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا–

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম।

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর আমাদের দ্বীন সম্পন্ন হয়েছে। আর এর আগে রাসূলগণ সলাত আদায় করেছেন, সাজদাও দিয়েছেন। তবে সব নিয়ম-কানুন হয়তো এক রকম ছিল না, হয়তো কিছু গড়মিল ছিল। এ সম্পর্কে আগেও বলেছি বাইবেল উদ্ধৃতি দিয়েছি ইত্যাদি। হয়তো মিল ছিল কিন্তু একই রকম ছিল না। এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলি যে, আমাদের ইচ্ছামতো কি সলাত আদায় করতে পারি ? কেন একই নিয়মে সলাত আদায় করতে হবে ? আমি কারণটা বলেছিলাম কেন আমরা একই নিয়মে সলাত আদায় করি ? সামাজিক উপকার পবো, আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে যাবে, আমাদের একতা বাড়রে, আমাদের সম্মতা বাড়বে। যদি বলেন চিয়ারে বসে আমি সলাত আদায় করবো, তাহলে সামাজিক সম্যতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও আত্মার উন্নতি। এ সকল উপকারগুলো পাবেন না। আর নিয়মগুলো আমাদের শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এবং তার রাসূল । যদি আপনি

Contents

নিজেকে নাবীর চেয়ে বড় মনে করেন, চেষ্টা দেখতে পারেন সফল হবেন না। আর পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরাম Chapter:3, Verson No:54 এ উল্লেখ আছে-

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ–

অর্থ: আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করলেন। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ব শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

তাহলে আল্লাহ্ বলেছেন এটা শ্রেষ্ঠ। যদি আপনি নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে করেন তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ করেছেন কুরআনের মতো একটি সূরা রচনা করুক মানুষ চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। যদি কেউ মনে করে আল্লাহও তাঁর রাসূলের চাইতে সে উন্নত, যদিও এটা একটি কুফর এজন্যেই অবিশ্বাসীরা নিজেদের নিয়মে প্রার্থনা করে। কিন্তু যে লোক পবিত্র কুরআনকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে তাঁরা শুধু নাবীজির নিয়মেই সলাত আদায় করবে। আল কুরআন Chapter:5, Verson No:92 এ বলা হয়েছে-

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

'তোমরা আল্লাহর এবং রাসূল **এর** আনুগত্য কর।'

প্রশ্ন (১৭): এবারের প্রশ্নটা এসেছে ভাই রিদওয়ানের কাছ থেকে। আস্সালামু আলাইকুম। আমি সৌদি আরবের জেদ্দায় চাকুরি করি। সে বলে আমি আমার এক ফিলিপিনি বন্ধুকে নামায আদায় করেছি। আর কা'বা শরীফে একবার সলাত আদায় এক লক্ষবার আদায় করার সমান। তাই আগামি কয়েক বছর আমার সলাত আদয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। কীভাবে এটার উত্তর দিবো?

উত্তর: তার এ কথার কিছু অংশ ঠিক যে, এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে আছে। যেখনে আমাদের নাবীজি বলেছেন, মসজিদে নববীতে সালত আদায় করা মদীনার অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার বার সলাত আদায় করার সমান। কেবল মক্কর পবিত্র মসজিদ ব্যতীত। আর কেউ যদি মক্কায় এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করার সমান। আর আমিও একমত এ ব্যাপারে। কম জ্ঞানী মানুষেরা এ হাদীসের আসল অর্থটা বুঝতে পারে না। এখানে আপনি অনেক সওয়াব পবেন এ মসজিদে সলাত আদায় করলে। কিন্তু এতে করে আপনার অন্যান্য ফরজ সলাত মাফ হবে না। আমাদের নাবীজি এমনটি বলেননি যে, এ মসজিদে এক ওয়াক্ত ফজরের সলাত পড়া তা একলক্ষ ফজরের ওয়াক্তের সমান। এখারে সওয়াব বেশি । আপনি এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব পাবেন। তার অর্থ এ নয় যে, আপনার এক লক্ষ ওয়ক্ত ফজরের সলাত আদায় না করলেও চলবে। আপনার বুঝার সুবিধার জন্যে আমি আরেকটি উদাহরণ

দিই। যদি আপনি ক্রিকেট খেলোয়াড় হন তহলে আপনি পাঁচ নম্বর পাবেন। মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার সময় কিছু বাড়তি নম্বর থাকে NCC আর খেলাধুলা যেমন ব্যাডমিন্টন বা ফুটবলের জন্যে। যদি আপনি ৩ অথবা ৪ নম্বর পাবেন। এখানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো ? এ নম্বরটা তখন কাজে লাগবে যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে নম্বর লাগবে ৯৫%। আপনি যদি ৯৪% পান এ নম্বরটা কজে লাগিয়ে আপনি তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু যদি বলে আমি সারাদিন ধরে শুধু ক্রিকেটই খেলব এভাবে সারা বছর ও সারা জীবন খেলে অতিরিক্ত নম্বর যখন পাঁচ পাঁচ করে একশো নম্বন হবে, তখন আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যাবো। সে কি ভর্তি হতে পারবে ? সে দিন-রাত ক্রিকেট খেলতে লাগলো। এভাবে সে পুরো বছরই ক্রিকেট খেলতে লাগলো। দশ বছর খেললো। তারপর সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে বললো, 'আমি এতোদির ক্রিকেট খেলেছি। এই ক্রিকেট খেলার নম্বরটা হলো বোনস মার্ক। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার নিয়মিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এখানে অতিরিক্ত যোগ্যতার জন্যে এ বোনাস মার্ক পাবেন। তাহলে সওয়াব পাবেন। কিন্তু এই সওয়াবের জন্যে আপনার অন্যান্য ফরজ সলাত মাফ হয়ে যাবে না। যেগুলো আমাদের জন্যে ফরজ সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে।

তাহলে কেউ যদি মসজিদে হারামাইনে সলাত আদায় করে, এর জন্যে সে অতিরিক্ত সওয়াব পাবে। কিন্তু তার ফরজ আদায় মাফ হয়ে যবে না। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন: (১৮) আমি বিষ্ণু মহেশ মেহতা। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি ভারতে দেখেছি যারা মসজিদে সলাত পড়ে তাদের জন্যে মসজিদে টুপি পরাটা আবশ্যক, কিন্তু ইরান ও মরক্কোতে যারা মসজিদে সলাত পড়তে যায় তারা মাথায় টুপি পরে না বা কিছু দিয়ে মাথা ঢাকে না কেন?

উত্তর: ভাই পবিত্র কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই। অথবা কোন সহীহ হাদীসও নেই যেটা বলছে মাথায় টুপি দেওয়া ফরজ বা সলাত আদায়ে টুপি দেওয়া আবশ্যক এমন কথা কোথাও নেই। তবে সহীহ্ হাদীসে এমন কথা আছে। সাহাবারা সলাত আদায়ের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। আর যখন আপনি আপনার মাথা ঢেকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন আল্‌হামদুলিল্লাহ্। যদি ভালো করে দেখেন আমাদের প্রাচ্যের সাংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা টুপি পরি। কিন্তু যদি ইংল্যান্ডে যান 'হ্যালো ম্যাম' বলে তারপর টুপি খুলে ফেলে। 'হ্যালো ম্যাম' How are you তারপর টুপি খুলে ফেলে। পশ্চিমা কালচারে শ্রদ্ধার জন্য টুপি খুলে আর প্রাচ্যে আমরা টুপি পরি। তবে আমরা মুসলিমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমের সাংস্কৃতি মেনে টুপি পরি না। রাসূলের অনুকরনের জন্য আমরা শ্রদ্ধা দেখাই আর হাদীসেও আছে সাহাবীরা সলাতের সময় মাথা ঢেকে

রাখতেন। টুপি অথবা অন্য কাপড় দিয়ে। সৌদি আরব গেলে দেখতে পাবেন। তবে সহীহ হাদীসে কোথাও নেই টুপি পরা ফরজ। যদি মুসলিমরা টুপি ছাড়া সলাত আদায় করে সেই সলাতও ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ কবুল করবেন। এটা ফরজ নয়, তবে সলাত আদায়ের সময় টুপি পরা ভালো। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (১৯): এবারের প্রশ্ন স্লিপে। কোন অমুসলিম কি সলাত আদায়ের সময় অংশগ্রহণ করতে পারে ? প্রশ্ন করেছেন ভি. এস. জো.?

উত্তর: কোনো অমুসলিম লোক যদি মন থেকে সলাত আদায়ে অংশ নিতে চায়। তাহলে প্রথমে তাকে ঈমান আনতে হবে। যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চান শুভেচ্ছা স্বাগতম। আর তখনই কবুল হবে যদি বিনয়ী ও নম্রভাবে আদায় করেন। যদি আল্লাহ তা'য়ালার উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সলাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি বলে আল্লাহকে বিশ্বাস করিনা, তবে আপনার সাথে সাথে এ কাজটা আমি করতে চাই। তাহলে সলাত আদায় করতে পারে। কিন্তু তা হয়ে যাবে জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম। বিশ্বাস না থাকলে ঈমান না থাকলে সলাত কোনো কাজে আসবেনা। যদি কোনো অমুসলিম সলাত আদায় করে ইসলাম গ্রহণের পর আল্ হামদুলিল্লাহ আল্লাহ সেটা কবুল করবেন।

যদি সে আল্লাহকে বিশ্বাস না করে কেবল লোক দেখানোর জন্য সলাত আদায় করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন সূরা আল মাউন Chapter:107, Verson No:4-6

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

অর্থ: আর দূর্ভোগ সেই সব মুসল্লীদের জন্য যারা তাদের নিজেদের সলাতের ব্যাপারে উদাসীন। আর যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।

আর সূরা নিসা Chapter:4, Verson No:142 এ বলা হয়েছে-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ

يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا–

অর্থ: নিশ্চয় মুনাফিকরা প্রতারিত করতে চাই আল্লাহকে, আর আল্লাহ এ প্রতারণার প্রতিফল তাদের দিবেন। আর তারা যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য এবং খুব অল্পই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তাহলে কুরআন মুনাফিকদের ব্যাপারে বলছে এরা সলাত অবহেলা করে। অমুসলিমরা সলাতে দাঁড়াতে পারে, এতে তারা ন্যায় নিষ্ঠার পথে পরিচালিত হবে না। তারা মুনাফিক, তারা ধোকাবাজ, তবে কেউ যদি ঈমান এনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সলাত আদায় করে তাহলে সেটা করতে পারে।

প্রশ্ন (২০): আস্সালামু আলাইকুম ভাই। আমরা কি অমুসলিমদের বাসায় সলাত আদায় করতে পারি ?

উত্তর: বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমরা অমুসলিমদের বাসায় সলাত আদায় আদায় করতে পারি কি না।

বোন আমি আগেও বলেছিলাম, আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন Chapter:36,

Hadith No:429 এ

جُعِلَتْ لِي الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِي اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

'এই পৃথিবীকে আমার ও আমার উম্মতের জন্য সলাত আদায়ের স্থান বা মসজিদ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।' আপনি পৃথিবীর যে কোন স্থানে সলাত আদায় করতে পারেন তবে এটা পবিত্র হতে হবে। এছাড়া কিছু শর্ত আছে। যদি আপনি কোন অমুসলিমের বাসায় সলাত আদায় করতে চান তাহলে একটি পরিষ্কর জায়গা বেছে নিন বা একাটি পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে দিন এবং এর উপর সলাত আদায় করুন। খেয়াল রাখবেন আপনার সামনে যেন কোন মূর্তি বা ছবি না থাকে। সামনে একটি সুতরা রাখবেন যেমনটি আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন।[৩৩]

৩৩.عَنْ سَمُرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) لِيَسْتَتِرْ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ
বুলুগূল মারাম ও মা. শামেলা হা/২৩০

Contents

একটি তীরও সুতরা হতে পারে যেটা সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে। যদি আপনি সলাতের শর্তগুলো পূরণ করেন সলাতের জায়গাটি পরিষ্কার হয় এবং সামনে কোন ছবি বা মূর্তি না থাকে তাহলে আপনি অমুসলিমদের বাসায় সলাত আদায় করতে পারেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (২১): সলাতের জন্য সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য পোশাক কোনটি ? কোর্তা-পায়জামা, প্যান্ট-শার্ট, টাই অথবা অন্য কোন পোশাক ?

উত্তর: ভাই একটি প্রশ্ন করলেন যে সলাত আদায়ের জন্য সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য পোশাক কোনটি-কোর্তা-পায়জামা, প্যান্ট-শার্ট, টাই ইত্যাদি কোনটি ? নূন্যতম শর্ত হলো শরীরের অংশবিশেষ ঢেকে রাখা। মহিলাদের জন্য সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা মুখও কব্জি পর্যন্ত হাত বাদে। পোশাক ঢিলে ঢালা হবে, টাইট হবেনা, স্বচ্ছ বা পাতলা হবেনা ইত্যাদি। পুরুষের জন্য কমপক্ষে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকতে হবে, এর চেয়ে বেশি অংশ ঢাকলে ভালো। এখন কথা হলো, কোর্তা-পায়জামা, শার্ট-প্যান্ট, টাই ইত্যাদি কোন পোশাক পরবেন ? আপনি যদি সলাতের নূন্যতম শর্তগুলো পূরণ করেন যেগুলো সহীহ্ হাদীসে বলা আছে। তাহলে যে কোন পোশাক যেটা পরতে আপনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন সেটা পরে সলাত আদায় করতে পারেন। যদি কোর্তা-পায়জামা পরে স্বাচ্ছন্দ বোধ না করেন, তাহলে আপনি সলাতের মধ্যে নড়াচড়া করবেন। যদি কোর্ট-টাই পরেন আপনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন না এবং আপনি এটা পছন্দও করবেন না। যদি আপনি সলাতের নূন্যতম শর্তগুলো পূরণ করেন যেগুলো হাদীসে বলা আছে তাহলে আপনি যে কোন পোশাক পরতে পারেন যদি এটা শরীয়াহর বিরুদ্ধে না যায়। যদি শরীয়াহ অনুযায়ী হয় তাহলে আপনি সেটা পরতে পারেন। যদি এটা শরীয়াহ অনুযায়ী না হয় তাহলে সেটা পরতে পারবেন না। যেমন-ক্রস পরিধান করা। আপনি এমন কিছু পরতে পারবেন না। যেটা অবিশ্বাসীদের পরিচয় বহন করে। আপনি ক্রস পরে সলাত আদায় করতে পারবেন না। এটা হারাম। কিন্তু যদি পোশাকটি হারামের মধ্যে না পরে। সকল শর্ত পূরা করে, তাহলে এটা কোর্তা থেকে বা শার্ট হোক বা প্যান্টা হোক, যেটা পরে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। আপনি সেই পোশাক পরতে পারেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (২২): আস্ সালামু আলাইকুম। আমার নাম মৌলিক চন্দ্র রানা। আমি একজন অমুসলিম। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, মুসলিমদের সলাত এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইবাদতের মাঝে পার্থক্য কি ? যেমন পূর্জা পাঠন। আর সলাত বাদে অন্যান্য পদ্ধতিতে ইবাদত করলে কি কোন সমস্যা আছে ?

উত্তর: ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মুসলিমদের সলাত এবং অমুসলিমদের অন্যান্য পদ্ধতিতে ইবাদতের মাঝে পার্থক্য কি- যেমন পূজা।

এখানে প্রধান পার্থক্য হলো আমরা সলাত আদায় করি শুধু মাত্র আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার উদ্দেশ্যে, যিনি সর্বশক্তিমান প্রভু। আর আমরা আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালায় বিশ্বাস করি। আপনি আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ধারনা সম্পর্কে জানতে চাইলে এ বিষয়ে আমার পূর্বের লেকচার শুনতে পারেন। অন্যান্য ধর্মে তারা যার ইবাদত করে, যাকে সর্বশক্তিমান প্রভু বলে, আমরা তাকে সর্বশক্তিমান প্রভু মনে করি না। উদাহরণ স্বরুপ যদি একজন ব্যক্তি মূর্তি পূজা করে, তাহলে এই মূর্তি যার সে ইবাদত করে। আমরা একে সর্বশক্তিমান প্রভু মনে করি না। যদি আপনি ধর্ম গ্রন্থগুলো পড়েন, যেমন-হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে। তাই একজন মুসলিম হিসেবে অমুসলিমদের বলা উচিত যেমনটি পবিত্র কুরআন সূরা আল ইমরান বলা হয়েছে- Chapter:5, Verson No:92

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

'আর সেই কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে এক।' যদি কোন হিন্দুলোক আমাকে প্রশ্ন করে যে মূর্তি পূজা করা সঠিক না ভুল ? আমি তাকে বলব যে যদি আপনি বেদ পড়েন ৩২ নং অধ্যায় ৩য় অনুচ্ছেদ, এখানে বলা হয়েছে-"না তাস্তি প্রতিমা আস্তি' অর্থাৎ 'তুমি সৃষ্টি কর্তার কোন প্রতিমা বানাতে পারবে না।" সুতরাং আপনারা যেটা করছেন সেটা ভুল। ভগবত গীতায় ৭ নং অধ্যায় ১৯-২৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে 'যারা দুনিয়া পূজারী তারা প্রতিমা পূজা করে, মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে। যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে তারপরও আমি তাদের আশা পূরণ করব। অর্থাৎ যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে তারা মিথ্যা ঈশ্বরের কাছে যাবে, আর যারা প্রকৃত ঈশ্বর অর্থাৎ আমার পূজা করে তারা আমার কাছেই আসবে। সুতরাং মুসলিম হিসেবে আমি অমুসলিমদের শিক্ষা দিব আপনি যেটা করছেন সেটা আপনার ধর্ম গ্রন্থ অনুসারেও ভুল। যদি আমি একজন খ্রিস্টানের সাথে কথা বলি, সে যেভাবে ইবাদত করে বাইবেলে সেভাবে বলা হয়নি। বাইবেলে বলা হয়েছে যেটা আমি আগেও বলেছি- সকল নাবী রাসূলগণ প্রার্থনা বা ইবাদতের সময় সাজদা করতে বলেছেন। ইবাদতের পূর্বে হাত ধুতে বলেছেন যেমনটি করেছেন মূসা (আ.), হারুন (আ.)। কিন্তু এখন খ্রিস্টানরা প্রার্থনার আগে হাত পা ধৌত করে না সাজদা করেনা। আমি তাদের প্রথমে বলবো, তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটা তারা মেনে চলছে না। এরপর আমি বলবো এটা (আল কুরআন) হলো আল্লাহু সুবহানাহু তাআ'লার সর্বশেষ এবং চূরান্ত আসমানি কিতাব। এটা আপনাকে ইবাদতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম দেখিয়ে দিবে। আর কিছু লোক আছে যারা পাল্টা তর্ক করে যুক্তি দেখায় যে, কেন তারা মূর্তির পূজা করে, যার উত্তর দেওয়া আছে আমার পূর্বের লেকচারে- প্রধান ধর্মসমূহে সৃষ্টিকর্তার ধারনা। পুরোপুরি উত্তরের জন্য সেই লেকচারের ক্যাসেটটি দেখতে পারেন।

প্রশ্ন (২৩): এ প্রশ্নটি করেছেন তানজিমে খতিব, ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। আপনি বলেছেন, সলাত পড়তে হবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। মহিলারাও কি একইভাবে সলাত আদায় করবে ?

উত্তর: ভাই একটি প্রশ্ন করলেন যে, আমি একটি হাদীস উল্লেখ করেছি যে প্রিয় নাবী বলেছেন যখন তোমরা সলাতের জন্য দাঁড়াবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। মহিলারাও কি একই কাজ করবে ? আমি আগেও বলেছি মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। তবে আপনি যদি বলেন পুরুষ মহিলা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে তাহলে সেটা ভুল। বর্তমানে মেডিকেল সাইন্স আমাদের বলে মহিলাদের শরীরের তাপমাত্রা ১° ফারেনহাইট বেশি থাকে এবং তাদের শরীর নরম। ফলে তার দিকে আপনি বেশি মনযোগ দিবেন আল্লাহু সুবহানাহু তা'য়ালার চেয়ে। সুতরাং পুরুষরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে আর মহিলারা মহিলাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানে অবশ্যই পুরুষ ও মহিলা পৃথক ভাবে দাঁড়াবে। আর সলাতের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্য মহিলা ও পুরুষদের ক্ষেত্রে একই। তবে সেখানে সমান এবং পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (২৪): আস্ সালামু আলাইকুম। ভাই আপনি বললেন যে, মহিলারা মসজিদে সলাত পড়তে পারবে, আল্ হামদুল্লিাহ। তবে আপনাকে প্রশ্ন করছি কারণ রমযান মাস সামনে। এ সময়টাকে আমরাও ভালভাবে কাজে লাগাতে চাই। ধরুন, পারিবারিক সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে পারলাম না। তাহলে আমরা যদি বাসায় এশার সলাতের পর ২০ রাক'আত নফল সলাত পড়ি এতে পুরো কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি না। এ ক্ষেত্রে কি আমরা একই সওয়াব পাবো নাকি আমরা মসজিদে যাবো ?

উত্তর: বোন আপনি প্রশ্ন করলেন যে রমযান মাস সামনে আসছে, এশার পর আমরা তারাবীহ্ পড়ি। তবে পারিবারিক কারণে মহিলারা মসজিদে যেতে পারে না। আল্ হামদুলিল্লাহ, মুম্বাইতে এখন অনেক মসজিদ আছে যেখানে মহিলারা তারাবীর সলাত পড়তে পারে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বেশ কিছু মসজিদ আছে। কিন্তু আপনি যদি যেতে না পারেন তাহলে বোন আপনি কি বাসায় তারাবীহ্ পড়তে পারেন ? হ্যাঁ বোন অবশ্যই পারেন। উত্তম হলো জামাতে পড়া। যদি আপনি জামাতে পড়তে না পারেন তাহলে একাকি পড়তে পারেন। এতে সওয়াব কি একই হবে ? স্বাভাবিকভাবেই জামাতে পড়লে তারা পুরো কুরআন তিলাওয়াত থেকে বেশি দিকনির্দেশনা (হেদায়াত) পাবে। আর আপনি যদি কুরআনের হাফেয না হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আপনি পুরো কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হবেন না। বাসায় সলাত আদায় করা সলাত না আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর সওয়াবের কথা বললে জামাতে পড়লে সওয়াব বেশি।

আমাদের প্রিয় নাবী বলেছেন যেটা আছে সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডে 'জামাতে সলাত আদায় করলে ২৫ গুন অথবা ২৭ গুন সওয়াব বেশি।'[৩৪] তাহলে জামাতে সলাত আদায় করলে সওয়াব বেশি পাবেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ (ص) يَقُوْلُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَة.৩৪

আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি আল্লাহর রাসূল কে বলতে শুনেছেন, একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে জামাআতে সলাত আদায়ের ফজিলত ২৫ গুন বেশী *(বুখারী তাও. হা/ ৬৪৬ আপ্র. হা/৬১০, মাশা. হা/ ৬৪৬)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةًل

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত জামাআতের সলাতে একাকী সলাত হতে ২৭ গুন অধিক সওয়াব হয়। (বুখারী তাও. হা/ ৬৪৯, আপ্র.হা/ ৬১২, ইফা. ৬১৯, মুসলিম, আহালা.হা/ ৬৫০)

প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত

ফরজ গোসলের নিয়ম

প্রথমে উভয় হাত ধৌত করবে। তারপর বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান পরিষ্কার করবে। বাম হাত পবিত্র মাটি (সাবান) দ্বারা ভাল করে ধুয়ে নিবে। অতঃপর গোসলের নিয়্যাত করে বিসমিল্লাহ্ বলে সলাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। অথবা ওযূর সময় দু'পা না ধুয়ে গোসল শেষে একটু সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করবে। আর মাথার চুল তিনবার খিলালসহ সমস্ত শরীরে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। যেমন- ফরজ গোসলের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর স্ত্রী মায়মুনা رضي الله عنها বলেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

মায়মুনা رضي الله عنها বলেন, আমি নাবী ﷺ এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর হাত দু'বার অথবা তিন বার ধুয়ে নিলেন। পরে তাঁর বাম হাতে পানি নিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘোষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তাঁর সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নিলেন। *(বুখারী, তাও. হা/২৫৭ ইফা. হা/২৫৫, আপ্র. হা/২৫০,* বিস্তারিত জানতে দেখুন: *(বুখারী, তাও. হা/২৪৮, ২৪৯, ২৫৭, ২৫৮, ২৬২, ২৭২, ইফা. হা/২৪৬, ২৪৭, ২৫৫, মুসলিম, হাএ. হা/৬০৫, ইফা. হা/৬০৯, মেশকাত, হাএ. হা/৪৩৫, ৪৩৬)*

উল্লেখ্য, মহিলাদের গোসলও পুরুষদের অনুরূপ। তবে মহিলাদের মাথার চুলের বেনী বাঁধা থাকলে তা খুলা জরুরী নয়। গোসলের পর ওযূ ভঙ্গ না হলে সলাতের জন্য আর পৃথক ওযূর প্রয়োজন নেই।

ওযূর পদ্ধতি

প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়্যাত করবে মুখে উচ্চারণ করে নয় বরং শুধু 'বিসমিল্লাহ্' বলে ওযূ শুরু করবে। অতঃপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তিনবার নাকে মুখে পানি প্রবেশ করাবে। অতঃপর কপালের উপরিভাগ থেকে দুই কানের লতি হয়ে থুতনীর নীচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করবে। অতঃপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর পানি নিয়ে শুধুমাত্র একবার সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করবে। আর ভিজা শাহাদাত আংগুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আংগুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে। অতঃপর উভয় পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে। *(বুখারী, তাও. হা/১৫৯, ১৬৪, ইফা. হা/১৬১, ১৬৫, মুসলিম, হাএ. হা/৪২৬, ৪২৭, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১০১, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৩৯৭, নাইলুল আওতার ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০ নাসায়ী মাপ্র.হা/ ১৩৫, ১৩৪, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১২৯, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪, মেশকাত, হাএ. হা/৪১৪)*

অনেকে তিনবার মাথা মাসাহ করে বা কেউ মাথার কিছু অংশ মাসাহ করে আবার কেউ শেষে ঘাড় মাসাহ করে। এটা নাবী ﷺ এর সুন্নাহর বিপরীত ও মনগড়া আমল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল ﷺ এর ওযুর (মাসাহ) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَ اَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ

حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ

অর্থ: তিনি ﷺ দুই হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন। অর্থাৎ মাথার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত পিছনের চুলের শেষ পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। *(বুখারী তাও. হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ইফা. হা/ ১৮৫, ১৮৬, ১৯০, আপ্র. হা/১৮০, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৯৮, মুসলিম, হাএ. হা/৪৪৫, ৪৪৬ ইফা. হা/৪৪৮, ৪৪৯, মেশকাত, হাএ. হা/৩৯৩)*

উল্লেখ্য, ওযূর শেষে একটু পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিবে। দলীল-

عَنِ الْحَاكِمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ

হযরত হাকীম বিন সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি তিনি ওযু করলেন অতঃপর তিনি তাঁর লজ্জা স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেন।'

(নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৫, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৬৮, মেশকাত, হাএ. হা/৩৬১, সহীহ সানাদে, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.) অতঃপর ওযূর দু'আ পড়বে।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

ফরয গোসল বা ওযূর করার মত পানি না থাকলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে 'বিসমিল্লাহ্' বলে তায়াম্মুম শুরু করবে। প্রথমে উভয় হাত মাটিতে মারবে অতঃপর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি একবার মাসাহ করবে। যেমন রাসূল ﷺ আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে লক্ষ্য করে বলেন-

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

অর্থ: তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর নাবী ﷺ দুই হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং উভয় হাতে ফুঁক দিলেন অতঃপর উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি মাসাহ করলেন। *(বুখারী, ইফা. হা/৩৩১, তাও. হা/৩৩৮, আপ্র. হা/৩২৬)*

বিস্তরিত জানতে দেখুন: *বুখারী, ইফা. হা/৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, তাও. হা/৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, মুসলিম, ইফা. হা/৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৭, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৪৪, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৪৬১, ৪৬২, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১৮৮৮৭, মেশকাত, হাএ. হা/৫২৮।*

উল্লেখ্য যে, দুইবার মাটিতে হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস যঈফ।

(আবু দাউদ মাপ্র. হা/ ৩৩০, ৩২৮, মেশকাত, হাএ. হা/৪৬৬, যঈফ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.)

ওযূ শেষের দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَه" لَا شَرِيْكَ لَه" وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه" وَ رَسُوْلُه" - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ: *'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।' আল্লাহুম্মাজ্ আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা, ওয়াজআলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।*

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৫৫, ইফা. হা/৫৫, মাশা. হা/৫৫, মেশকাত, হাএ. হা/২৮৯সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.।)*

ফাযীলাত: রাসূল ﷺ বলেন যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করার পর উক্ত দু'আ পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। *(সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৫৫, ইফা. হা/৫৫, মাশা. হা/৫৫, মেশকাত, হাএ. হা/২৮৯সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.।)*

মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ

মাসজিদে প্রবেশের সময় আগে ডান পা আর বের হওয়া সময় আগে বাম পা দিয়ে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়। (তাবারানী) **মাসজিদে প্রবেশের দু'আ:**

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ **উচ্চারণ:** *' আল্লা-হুম্মাফ্ তাহ্লী আবওয়াবা রহ্মাতিকা'*

অর্থ: হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। *মুসলিম, হাএ. হা/১৫৩৭, ইফা. হা/১৫২২ আবু দাউদ মাপ্র. হা/৪৬৫, নাসাঈ, মাপ্র. হা/৭২৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৬২৭, মেশকাত, হাএ. হা/৭০৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।*

মাসজিদ হতে বের হওয়ার দু'আ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ *উচ্চারণ:'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাজলিকা।'*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম, হাএ. হা/১৫৩৭, ইফা. হা/১৫২২, আবু দাউদ, মাপ্র.হা/৪৬৫, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৭২৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৬২৭, মেশকাত, হাএ. হা/৭০৩ , সহীহ, তাহ: আলবানী।*

আযান ও ইক্বামাতের শব্দ

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُّوْتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

অর্থ: আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আযানের শব্দগুলো দু' দু'বার এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে ইক্বামাত (ক্বদ ক্ব-মাতিস স্বলাহ্) ব্যতীত। *(বুখারী, তাও. হা/৬০৫),* **বিস্তারিত জানতে দেখুন:** *বুখারী, তাও. হা/৬০৩, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৩৪৫৭, ইফা. হা/৫৭৬, ৫৭৮, ৫৮৯, ৫৮০, আপ্র, হা/৫৭৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, মুসলিম, হাএ. হা/৭২৪, ৭২৫, ৭২৭, ইফা. হা/৭২২, ৭২৩, ৭২৫, ইসে. হা/৭৩৭, ৭৩৮, ৭৪০, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৫০৮, ৫০৯, নাসায়ী, মাপ্র. হা/২২৩, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৯৩, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৭২৯, ৭৩০, মেশকাত, হাএ. হা/৬৪১, ৬৪৩, সহীহ ইবনে খুযাইমা, মাশা. হা/৩৬৬, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা. /১১৯৬, ১১৯৭, তাহক্বীক্ব: আলবানী (রহ.)*

ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া...জায়নামাজের দু'আ ভিত্তিহীন

তাকবীর বা আল্লাহু আকবার বলার পূর্বে অনেকে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে সলাত শুরুর আগেই জায়নামাজের দোয়া মনে করেন-

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ'*ইন্নিওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি* 'পড়ে।

এটি সুন্নাতের বরখেলাপ। মূলত জায়নামাজের দু'আ বলে হাদীসে কিছুই পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটি সা'না হিসাবে পড়েছেন। যেমন-

عَنْ عَلِيٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَنِيْفًا –

অর্থ: হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন (রাতের বেলা) সলাত আরম্ভ করতেন তখন (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন' (উল্লিখিত দু'আটি) *(সহীহ তিরমিজি মাদানী প্র. ৩৪২, মুসলিম ৭৭১, বুলগুল মারাম ২৭০, আবু দাউদ সহীহ মা. শামেলা ৭৬০, নাসাঈ মাদানী প্র. ৮৯৭, ৮৯৮ মেশকাত আলবানী ৮২১)*

সালাতে দাঁড়ানোর নিয়ম

জামা'আতে দাঁড়ানোর সময় পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। যেমন-

النُّعْمَان بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

অর্থ: নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ সমবেত লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন 'তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর।' আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দাঁড়াও। অন্যথায়, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে কাঁধ, হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু এবং পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ালেন। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬৬২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মাশা. হা/১৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান, মাশা. ৮/১৭ পৃ. মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১৮৪৩০, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

অর্থ: আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ (যখন এ কথা) বলতেন যে, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছন হতেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। (আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন) তখন আমাদের প্রত্যেকেই তার সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাত। *(বুখারী তাও. হা/৭২৫, আপ্র. হা/ ৬৮১, ইফা. হা/৬৮৯, আওনুল মা'বুদ, মাশা. ৭/৩৩৮পৃ.)*

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَ حَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

অর্থ: তোমরা কাতারসমূহ সোজা করে নাও, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও

এবং উভয়ের মাঝের ফাঁক বন্দ কর। আর শয়তানের জন্য কোন জায়গা ফাঁকা রাখবে না। আর যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। (অপর পক্ষে) যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬৬৬, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/৫৭২৪, মেশকাত, হাএ. হা/১১০২)*

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِيْ صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ بَنى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

অর্থ: উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে, এ আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। *(সিলসিলা সহীহা, মাশা. হা/১৮৯২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, মাশা. হা/৩৮২৪),* **বিস্তরিত জানার জন্য দেখুন:** *বুখারী, তাও. হা/৭১৭, ৭১৮, ৭২৩, ৭২৫, ইফা. হা/৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৯, মুসলিম, হাএ. হা/৮৫৮, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ইফা. হা/৮৫৪, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৭, ৬৬৮, নাসায়ী, মাশা. হা/৮০৯, ৮১০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২২৭, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৮১৩, মেশকাত, হাএ. হা/১০৮৬, ১০৮৭, ১০৯১।*

উল্লেখ্য, সালাতে দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখার পরিমাণ সম্পর্কে হাদীসে কিছুই নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং ব্যক্তির নিজ শরীরের অবস্থার চাহিদা পরিমাণ অনুযায়ী জায়গা নিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সমাজে প্রচলিত আহলে হাদীস ভাইদের অনেকে, খুব বেশি পা ফাঁক করে দাঁড়ান আবার হানাফী ভাইদের অনেকে দুই পায়ের মাঝখানে ফাঁকা না রেখে বা মাত্র চার আঙ্গুল ফাঁক রেখে সালাতে দাঁড়ান। এ দুটোই বদ অভ্যাস। যা পরিত্যাগ করে, মাযহাবী গোড়ামি বর্জন করে, রাসূল এর তরিকা অনুসারে ছোট-বড়, কালো-সাদা, রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সাথে কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা মিলিয়ে, সাম্যের ধর্ম ইসলাম তা প্রমাণ করা উচিৎ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আত্ম অহংকার থেকে হেফাযত কর।

নিয়্যাতের সহীহ্ বিধান

'আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) হানাফী বলেন, রাসূল ﷺ জীবনে প্রায় ত্রিশ হাজারের অধিক সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, আমি অমুক সলাতের জন্য অমুক অমুক নিয়্যাত করছি।' বরং মনে মনে শুধু সংকল্প করবে। যেমন- রাসূল ﷺ বলেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِءٍ مَّانَوَي

অর্থ: সমস্ত কর্মের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায়, যা সে নিয়্যাত করে। *(বুখারী তাও.প্র. ১, ৪৫, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৫৩, ৬৯৮৯, ইফা,১, ৫২, ২৩৬২, আপ্র. হা/১, ৫২, ২৩৪৫, মুসলিম, ইফা. হা/৪৭৭৪, হাএ. হা/৪৮২১, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/২২০১, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৬৪৭, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৪২১৭, মেশকাত, হাএ. হা/১)*

উল্লেখ্য, একমাত্র ইহরাম ছাড়া অন্য কোন ইবাদতে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়ার কথা কোন সহীহ হাদীস তো দূরের কথা কোন যঈফ হাদীসেও পাওয়া যায় না।

ইমাম চতুষ্টয়ের কোন ইমাম মুখে কোন গদ বা শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন নাই। তাই প্রচলিত অন্যান্য ইবাদত, ওযূ ও সালাতে আরবীতে نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ كَذَا كَذَا বা বাংলায় মুখে উচ্চারণ করে কিবলামুখি হয়ে সলাতের জন্য দাঁড়ালাম ইত্যাদি পড়া নিঃসন্দেহে দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি। বরং ওযূ করে কিবলামুখী হয়ে মনে মনে সলাতের দৃঢ় সংকল্প করে তাকবীর দিয়ে সলাত শুরু করতে হবে। কেননা اَلنِّيَّةُ শব্দটির অর্থ اَلْقَصْدُ اَوْ اَلْاِرَادَةُ অর্থাৎ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। আর নিয়াতের স্থান হলো ক্বলব বা অন্তর, মুখ বা জিহ্বা নয়।

সালাতে দৃষ্টি কোথায় থাকবে

সলাতরত অবস্থায় দৃষ্টি থাকবে সাধারণত দুই জায়গাতে (১) সাজদার স্থানে: উপরে, ডানে-বামে নয়। যেমন-

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى طَأْطَأَ رَأْسَهُ وَرَمى' بِبَصَرِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ

অর্থ: নাবী ﷺ স্বলাত অবস্থায় মাথা নীচু করে যমীনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন।
(বাইহাক্বী ও হাকিম সহীহ সনদে, সিফাতুস সলাতুন নাবী ﷺ লিল আলবানী মাশা. প. ৮৯)
সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখার কথা সহীহ সানাদে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।
(২) তাশাহুদরত অবস্থায় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের উপর। যেমন-

فَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى' عَلى' فَخِذِهِ الْيُمْنى' وَ اَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِيْ تَلِي الْاِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَ رَمى' بِبَصَرِهِ اِلَيْهِ

অর্থ: আর তিনি তার ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্তী আঙ্গুল দ্বারা ক্বিবলার দিকে ইশারা করতেন এ সময় তাঁর দৃষ্টি (আঙ্গুল)এর প্রতি রাখতেন। *(নাসায়ী মাপ্র.হা/১১৬০, আবু দাউদ মাপ্র.হা/৯৮৭, মুসলিম ইসে. হা/১১৯৫, ১১৯৬)* বিস্তারিত জানতে দেখুন: *(বুখারী তাও. হা/৭৫০, আপ্র. হা/৭০৬, ইফা. হা/৭১৪, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৯১২, ৯১৩)*
উল্লেখ্য, নাবী ﷺ সলাত অবস্থায় দৃষ্টিকে আকাশের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হবে। যথা-

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ اَوْ لَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ

'অর্থাৎ যারা সলাতরত অবস্থায় তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠায়, তারা যেন অবশ্যয় এ থেকে বিরত থাকে অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ফিরে পাবে না। *(আবু দাউদ, মাপ্র.হা/ ৯১২, ১১৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)।*
অনেক মুসল্লীকে দেখা যায় যে, তারা চক্ষু বন্ধ করে সলাত আদায় করে, এরুপ হাদীসে পাওয়া যায় না। অনুরুপ রুকু অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলের উপর, সিজদার সময় নাকের উপর দৃষ্টি রাখার কথা রাসূল থেকে প্রমাণিত নয়।

তাকবীরের সময় হাত উত্তোলনের পদ্ধতি

তাকবীরের সময় হাত উত্তোলনের তিনটি সহীহ পদ্ধতি পাওয়া যায়। যথা-

(১) তাকবীর বা আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে হাত উত্তোলন করা

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ @ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

'অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন সলাত শুরু করতেন তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন।'*(বুখারী, তাও. হা/৭৩৫, আপ্র. হা/৬৯১, ইফা. হা/৬৯৯, মুসলিম আহালা. হা/৭৪৭, ইফা. হা/৭৪৫, ইসে. হা/৭৫৮, নাসায়ী মাপ্র. হা/ ৮৭৮, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

(২) তাকবীর বলার পূর্বে উভয় হাত উঠানো

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ @ اِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُوْنَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ

অর্থ: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন নিজের দুইহাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন।' *(মুসলিম, আহালা. হা/৭৪৮, ইফা.হা/ ৭৪৬, ইসে. হা/৭৫৯, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৭৭, এই ভাব অর্থেঃ বুখারী, তাও. হা/৭৩৮ আপ্র. হা/৬৯৪, ইফা. হা/৭০২, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৩০)*

(৩) তাকবীর বলার পর উভয় হাত উঠানো

اِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ

'অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাত শুরু করতেন তখন প্রথমে তাকবীর বলতেন, অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করতেন।'*(সহীহ মুসলিম,আহালা.হা/৭৫০, ইসে. হা/৭৬১, ইফা. হা/৭৪৮)*

উল্লেখ্য, তাকবীরের পূর্বে বা পরে সানা পাঠের আগে আঊযুবিল্লাহ বা বিসমিল্লাহ পড়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং সানা পাঠের পর সূরা ফাতিহার আগে পূর্ণভাবে আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। *(আবু দাউদ ৭৭৫ ইফা. ও মা. শামেলা ৭৭৫)*

প্রকাশ থাকে যে, 'আঊযুবিল্লাহ' সালাম ফিরার পূর্ব পর্যন্ত আর পড়তে হয় না। কেবলমাত্র সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়।

হাত কতটুকু ও কীভাবে উঠাতে হবে

হাত উত্তোলনের দুটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। যথা

(১) কাঁধ বরাবর উভয় হাত উঠানো

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ @ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল কে দেখেছি, তিনি ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।

(বুখারী, তাও. হা/৭৩৬, আপ্র. হা/৬৯২, ইফা. হা/৭০০, আবু দাউদ, ইফা. হা/৮৪২-৮৪৪, মাপ্র. হা/৭৪২, ৭৪৪, ৭৬১, নাসাঈ, মাপ্র. হা/৮৭৬, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২৩, মেশকাত, হাএ. হা/৭৯৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।

(২) কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ

অর্থ: মালেক বিন হুয়াইরিস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল কে দেখেছি, তিনি ﷺ যখন তাকবীর দিতেন তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন আর যখন রুকু করতেন ও রুকু থেকে উঠতেন তখনও তাঁর হাত দুইটি কানের লতি বরাবর তুলতেন। *(মুসলিম, আহালা. হা/৭৫২, ইফা. হা/৭৫০, ইসে. হা/৭৬৩, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৭৯-৮৮১, ইবনে মাজাহ, হা/৮৫৯, আবু দাউদ মাপ্র. হা/৭৪৫, ৮৮১, মেশকাত, হা/৭৯৫, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

আর হাত উঠানোর সময় হাতের আঙ্গুলগুলো থাকবে খোলা ও সম্প্রসারিত এবং আর হাতের তালু থাকবে কেবলামুখী। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

অর্থ: আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন সালাতে (তাকবীর) বলতেন তখন দুই হাতের আঙ্গুল সমূহ প্রাসারিত করতেন। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৫৩, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৪০, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

উল্লেখ্য, 'রাফউল ইয়্যাদাইন' করার সময় কানের লতি স্পর্শ করা বা কানের উপর হাত উঠানো বিধেয় নয়। যেমন এই সময় মাথা তুলে উপর দিকে তাকানোও অবিধেয়।

তদরূপ হাত তোলার পর নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে তারপর হাত বাঁধাও ভিত্তিহীন। অনেকে নারী-পুরুষের সালাতে পার্থক্য করে, বিশেষত করে মহিলাদের হাত সিনা পর্যন্ত উঠানোর কথা বলেন। যা সহীহ হাদীসের পরিপন্থি। মনগড়া বক্তব্য।

আর সালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নিচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে এরূপ পার্থক্য করে পড়ার কোন প্রমান পাওয়া যায় না *(নায়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯)।*

স্বলাতে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَ السَّاعِدِ

অর্থ: তিনি (নাবী ﷺ) তাঁর ডান হাত বাম হাতের পাতা, কব্জি ও বাহুর উপর রাখতেন। *(আবু দাউদ মাপ্র. হা/৭২৭, ইফা হা/৭২৭, নাসায়ী মাপ্র. হা/৮৮৯, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১৮৮৭০, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মাশা. হা/৪৮০, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. হা/১৮৬০, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী),* **তবে সর্বাবস্থায় বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে। যেমন-** عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

অর্থ: ত্বাউস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ স্বলাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাতকে শক্ত করে ধরে বুকের উপর রাখতেন। *(আবু দাউদ মাপ্র. হ/৭৫৯, ইফা হা/৭৫৯, সহীহ ইবনে খুজাইমা, মাশা. ১ম খণ্ড পৃ. ২৪৩, হা/৪৭৯, সুনানে বাইহাক্বী কুবরা, মাশা. হা/২১৬৩, ২১৬৬, সুবুলুস-সালাম, মাশা. ২/৯৩ পৃ. সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

অর্থ: সাহাল ইবন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদেরকে স্বলাতে ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হত। *(সহীহ বুখারী তাও.হা/৭৪০, আপ্র.হা/৬৯৬, ইফা. হা/৭০৪, মুয়াত্তা মালেক, মাশা. হা/৫৪৬, মেশকাত, হাএ. হা/৭৯৮)।*

সানা পাঠ

তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়তে হয়। সানার একাধিক দু'আ সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় নিম্নে প্রসিদ্ধ দু'টি দু'আ উল্লেখ করা হলো (১)

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَایَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَایَ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: *আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া-ইয়া কামা ইউনাক্বাস সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌দানাস্‌, আল্লাহুম্মাগ্‌সিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়াল্‌বারাদ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার পাপ সমূহের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেমন তুমি দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপসমূহ হতে পরিচ্ছন্ন কর, যেমন ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে দাও।

(বুখারী, তাও. হা/৭৪৪, ইফা. হা/৭০৮, আপ্র. হা/৭০০ মুসলিম, হাএ. হা/১২৪১, ইফা. হা/১২৩০, ইসে. হা/১২৪২, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৬৫৬, নাসায়ী, মাপ্র. হা/ ৮৯৫, মেশকাত, হাএ. হা/৮১২।)

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: *সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময় হউক, তোমার নাম সুউচ্চ হউক। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। *(আবু দাউদ, মাপ্র. ও ইফা হা/৭৭৫,৭৭৬, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৯৯, ইফা.হা/৯০২, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৪৩, মেশকাত, হা/৮১৫, সহীহ, তাহক্বীক: আলবানী।)*

প্রকাশ থাকে যে, সানার সকল দু'আর মধ্যে প্রথম দু'আটি অর্থগত দিক থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠের নিয়ম

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ

উচ্চারণ: *আ'উযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম, মিন হামযিহি অনাফখিহী ওয়া নাফছিহী।*

অর্থ: সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা আল্লাহর নিকট শয়তানের খোঁচা, ফুৎকার ও প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৭৫, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৪২, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী পৃ. ৩৪২)*

অতঃপর বিসমিল্লাহ বলতেন। যেমন উম্মে সালমাহ (রা.) হতে বর্ণিত -

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ: নাবী কারীম ﷺ সলাতের মধ্যে 'বিসমিল্লা-হির রহমা- নির রাহীম' পড়লেন।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান

ইমাম-মুক্তাদী ও একাকী সকল স্বলাত আদায় কারীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক। যেমন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَاَل قَالَ رَسُوْلُ اللهِ @ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ– متفق عليه

অর্থ: উবাদা বিন সমেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন- ঐ ব্যক্তির স্বলাতই হল না যে সূরা আল ফাতিহা পাঠ করল না। *(বুখারী তাও. হা/৭৫৬, আপ্র. হা/৭১২, ইফা. হা/৭২০, মুসলিম হাএ. হা/৭৬০, ইফা.হা/৭৫৮, ইসে. হা/৭৭১, বিস্তারিত জানতে দেখুন: মুসলিম হাএ,হা/৭৬১,৭৬২,৭৬৩,৭৬৪,৭৬৭, ইফা. হা/৭৫৯,৭৬০,৭৬১,৭৬২,৭৬৪,ইসে. হা/৭৭২,৭৭৩,৭৭৪,৭৭৫,৭৭৭, আবু দাউদ, মাথ. হা/ ৮১৮, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ইফা. হা/৮২১, ৮২২, ৮২৩, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৯১০, বুলুগুল মারাম, মাশা. হা/২৭৯, তিরমিযী, ইফা. হা/২৪৭, মেশকাত, হাএ. হা/৮২২, ৮২৩, এবং ইমাম বুখারী (রহ.) এর জুযউল ক্বিরাত দেখুন)*

আমীন বলার পদ্ধতি

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ @ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ @ يَقُوْلُ اٰمِيْن

অর্থ: 'আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাগণের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' আর ইবনে শিহাব (রহ.) বলেন, রাসূল ﷺ ও 'আমীন' বলতেন। *(বুখারী তাও. হা/৭৮০, ইফা.৭৪৪, আপ্র. হা/৭৩৬, মুসলিম, হাএ. হা/৮০১, ইফা.৭৯৮, ইসে. হা/৮১০)* **সহীহ বুখারীর ১নং খণ্ডের আযান অধ্যায়ের ১১১নং** بَابُ جَهْرِ الْاِمَامِ بِالتَّامِيْنِ **(ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা পরিচ্ছেদে) উল্লেখ করা হয়েছে** اَمَّنَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ وَ مَنْ وَرَائَهُ حَتَّى اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً **অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তার পিছনের মুসল্লিগণ এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মাসজিদে গুম গুম আওয়াজ হতো।** *(বিস্তারিত জানতে দেখুন: বুখারী তাও.হা/৭৮১,৭৮২, ইফা. হা/৭৪৫, ৭৪৬, আপ্র. হা/৭৩৭, ৭৩৮, মুসলিমে মোট ৮টি= হাএ. হা/৭৯৯-৮০৬ পর্যন্ত, ইফা. হা/৭৯৬-৮০৩, ইসে. হা/৮০৮-৮১৫, আবু দাউদ,*

মাপ্র. হা/৯৩২, ৯৩৬, ইফা. হা/৯৩২, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৩০, ৯২৮, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৫০, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, মুয়াত্তা মালেক, মাশা. হা/২৮৮, সুনানুল কুবরা আ-বাইহাকী, মাশা. হা/২৫৫৫, মেশকাত, হাএ. হা/৮২৫, ৮২৬)।

প্রয়োজনীয় কয়েকটি সূরা

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১. সূরা আল-ফাতিহাঃ (মুখবন্ধ-The opening), আয়াত সংখ্যা ৭, শব্দ- ২৫, রুকু -১, মাক্কী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ① اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ④ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑤ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ⑥ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ⑦ { اٰمِيْنَ }

উচ্চারণঃ ① আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন ② আর রহমা-নির রহীম ③ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন ④ ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন ⑤ ইহদিনাস-স্বিরাত্বল মুস্তাক্বীম ⑥ স্বিরা-ত্বল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম ⑦ গয়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্ যোয়া-ল্লীন। (আমীন)

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

***অর্থঃ** ① সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক ② তিনি পরম দয়ালু, অতি মেহেরবান ③ তিনি বিচার দিনের মালিক ④ (হে প্রভু) আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও তোমার কাছেই সাহায্য চাই ⑤ তুমি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও ⑥ তাদের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো ⑦ তাদের পথ নয়, যাদের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।*

২. সূরা আন্-নাসঃ (মানব জাতি- **Mankind**), আয়াত সংখ্যা-৬, শব্দ-২০, রুকু-১, মাক্কী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلٰهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

উচ্চারণঃ ① কুল আ'উযু বি রব্বিন-না-স ② মালিকিন-না-স ③ ইলা-হিন-না-স ④ মিন শার্রিল ওয়াস্‌ওয়া-সিল খন-না-স ⑤ আল্লাযী ইউওয়াস্‌বিসু ফী সুদূরিন-না-স ⑥ মিনাল জিন্নাতি ওয়ান-না-স।

অর্থঃ *① (হে নাবী) তুমি বলো, আমি মানুষের প্রভুর কাছে আশ্রয় চাই ② মানুষের অধিপতির কাছে ③ মানুষের মাবূদের কাছে ④ গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে*

⑤ যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় ⑥ জ্বিন এবং মানুষের মধ্য থেকে (তাদের অনিষ্ঠ থেকে আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাই)।

৩. সূরা ফালাক্বঃ(প্রভাতকাল-**The Daybreak**), আয়াত সংখ্যা-৫, শব্দ- ২৩, রুকু-১, মাক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

উচ্চারণ: ① কুল আ'উযু বি রব্বিল ফালাক্ব ② মিন শার্রি মা খলাক্ব ③ ওয়া মিন শার্রি গ-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব ④ ওয়া মিন শার্রিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল 'উক্বদ ⑤ ওয়া মিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ: *① (হে নাবী) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই ② (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ঠ থেকে ③ (আমি আশ্রয় চাই) রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অনিষ্ট থেকে ④ এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দানকারিণীদের অনিষ্ট হতে ⑤ আর হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও, যখন সে হিংসা করে।*

৪. সূরা ইখলাসঃ (বিশুদ্ধকরণ-**The purity**) আয়াত সংখ্যা-৪, শব্দ-১৫, রুকু-১, মাক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ① اَللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ③ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

উচ্চারণ: ① কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ ② আল্লা-হুস স্বমাদ ③ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউ-লাদ ④ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ

অর্থ: ① (হে মুহাম্মাদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ এক ② আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন ③ তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি ④ আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

৫. সূরা লাহাবঃ (অগ্নিশিখা-**The Palm Fibre**), আয়াত সংখ্যা-৫, শব্দ- ২০রুকু-১, মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّ تَبَّ ① مَا أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَّامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

উচ্চারণ: ① তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিউঁ ওয়া তাব্বা ② মা আগনা 'আন্হু মা-লুহূ ওমা কাসাব ③ সাইয়াসলা- না-রাণ যা-তা লাহাব ④ ওয়ামরাআতুহূ হাম্মা-লাতাল হাত্বাব ⑤ ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ: ① আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও ② তার ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জন, কোনো কাজে আসেনি ③ সে অচিরেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে ④ এবং তার স্ত্রীও; যে জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনরকারিণী ⑤ তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত রশি জড়িয়ে থাকবে।

৬. সূরা নাসরঃ (সাহায্য-**The Help**), আয়াত সংখ্যা-৩, শব্দ-১৯, রুকু-১, মাদানী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

উচ্চারণ: ① ইযা- জা-আ নাসরুল্লা-হি ওয়াল ফাৎহু ② ওয়া রাআয়তান্না-সা ইয়াদখুলূনা ফী দী-নিল্লা-হি আফওয়া-জা ③ ফাসাব্বিহ বিহাম্‌দি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির্‌হু, ইন্নাহূ কা-না তাউওয়া-বা।

অর্থ: ① যখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে ② তখন তুমি মানুষকে দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে ③ অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চই তিনি সর্বাধিক তওবা কবুল কারী।

৭. সূরা কাফিরুনঃ (অবিশ্বাসীগণ-**The Disbelievers**), আয়াত সংখ্যা-৬, শব্দ- ২৬, রুকু-১, মাক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَآأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ① لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ② وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ③ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ④ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ⑥

উচ্চারণ: ① কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূণ! ② লা আ'বুদু মা তা'বুদূন ③ওলা আনতুম 'আ-বিদূনা-মা আ'বুদ ④ ওয়া লা আনা 'আ-বিদুম মা'আবাদতুম ⑤ ওলা আনতুম 'আ-বিদূনা-মা আ'বুদ ⑥ লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।

অর্থ: ① (হে নাবী) তুমি বল, হে অবিশ্বাসীগণ ② আমি (তাদের) ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর ③ এবং তোমরা (তাঁর) ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি ④ এবং আমি (কখনোই তাদের) ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর ⑤ এবং তোমরা (তাঁর) ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি ⑥ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

৮. সূরা কাওসারঃ (জান্নাতী জলাধার-**A River in Paradise**), আয়াত সংখ্যা-৩, শব্দ-১০, রুকু-১, মাক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

উচ্চারণ: ① ইন্না আ'ত্বয়না-কাল কাওছার ② ফাসল্লি লি রব্বিকা ওয়ান্‌হার ③ ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।

অর্থ: *① (হে নাবী) আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামত পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি ② অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে স্বলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর ③ নিশ্চয় তোমার শত্রুই নির্বংশ।*

৯. সূরা মাউন: (নিত্যব্যবহার্য বস্তু -The small Kindnesses) আয়াত সংখ্যা-৭, শব্দ- ২৫, রুকু-১, মাক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ① فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ② وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ④الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ⑥ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑦

উচ্চারণ: ① আরাআয়তাল্লাযী ইউকায্‌যিবু বিদ্দীন? ② ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম ③ ওয়া-লা ইয়াহুয্‌যু 'আলা ত্ব-'আ-মিল মিসকীন ④ ফাওয়ায়লুল লিল মুস্বল্লীন ⑤ আল্লাযীনা হুম 'আন স্বলা-তিহিম সা-হূন ⑥ আল্লাযীনা হুম ইউরা-ঊন, ⑦ ওয়া ইয়ামনা 'ঊনাল মা-'উন।

অর্থ: ① তুমি কি দেখেছো তাকে, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে ? ② এ তো হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (নিরীহ) এতীমকে গলাধাক্কা দেয় ③ এবং অভাবগ্রস্তকে খাবার দিতে কখনো (অন্যদের) উৎসাহ দেয় না ④ (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ সেসব (মুনাফেক) মুস্বল্লীর জন্য ⑤ যারা তাদের স্বলাত সম্পর্কে উদাসীন থাকে ⑥ যারা তা শুধুমাত্র মানুষ দেখানোর জন্য করে ⑦ এবং ছোটখাটো জিনিস পর্যন্ত (অন্যদের) দিতে বারণ করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ① إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ② فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ③ الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

উচ্চারণ: ① লিঈলা-ফি কুরাইশ ② ঈলা-ফিহিম রিহলাতাশ শিতা-ই ওয়াস স্বঈফ ③ ফাল ইয়া'বুদূ রব্বা হা-যাল বাঈত ④ আল্লাযী আত্ব'আমাহুম মিন জূ; ইও ওয়া আ-মানাহুম মিন খও-ফ।

অর্থ: *① কুরাইশ বংশের রয়েছে আসক্তি ② তাদের শীত ও গরমকালে সফরের আসক্তি রয়েছে ③ অতএব তারা যেন এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে ④ যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাবার দেন ও ভয় ভীতি থেকে নিরাপত্তা দেন।*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ② وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ④ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ⑤

উচ্চারণঃ ① আলাম তারা কায়ফা ফা'আলা রব্বুকা বি আসহা-বিল ফীল ② আলাম ইয়াজ্'আল কায়দাহুম ফী তাযলীল ? ③ ওয়া আরসালা 'আলাইহিম ত্বয়রান আবা-বীল ④ তারমীহিম বি হিজা-রতিম মিন সিজ্জীল ⑤ ফাজা'আলাহুম কা'আসফিম মা'কূল।

অর্থ: ① তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক (কাবা ধ্বংসের জন্যে আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন ? ② তিনি কি তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেননি ? ③ এবং তিনি তাদের উপর (ঝাঁকে ঝাঁকে) আবাবীল পাখী পাঠিয়েছেন ④ এ পাখীগুলো তাদের ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করেছিলো ⑤ অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ (ঘাসপাতা) সাদৃশ্য করে দেন।

১৩.সূরা আসরঃ (সময়, কাল-The Time) আয়াত সংখ্যা-৩, শব্দ-১৪,রুকু-১, মাক্কী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ① إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ② إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

উচ্চারণ: (১) ওয়াল'আসর (২) ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্‌র (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া 'আমিলুস স্ব-লিহা-তি, ওয়া তাওয়া-সাও বিল হাক্কে ওয়া তাওয়া-সাও বিস্ স্বব্‌র।

অর্থ: ① কালের শপথ ② নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ③ তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে হক-এর (সত্যের) উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।

রাফ'উল ইয়াদাঈন

অনেকে সলাতের শুরুতে ছাড়া কোথাও দুই হাত উত্তোলন করে না। অথচ এটা রাসূল এর আমলের বিপরীত। কারণ, রাসূল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত চার স্থানে রাফ'উল ইয়াদাঈন অর্থাৎ দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উত্তোলন করেছেন। যথা- (ক) তাকবীরে তাহরীমার সময় (খ) রুকুতে যাওয়ার সময় (গ) রুকু হতে উঠার সময় (ঘ) দ্বিতীয় রাকা'আত হতে তৃতীয় রাক'আতে উঠার সময়। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ @ اِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَ يَفْعَلُ ذَالِكَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَفِى رِوَايَةٍ اَيْضًا اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ-

অর্থ: ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন স্বলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন

তিনি রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আর যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। আর অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি যখন দ্বিতীয় রাক'আত হতে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন।

*(বুখারী, তাও. হা/৭৩৬, ইফা. হা/৭০০, ইসে. হা/৬৯২। **বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:** বুখারীতে ৫টি= ইফা. হা/৬৯৯-৭০৩ পর্যন্ত, তাও. হা/৭৩৫-৭৩৯, আপ্র. হা/৬৯১, ৬৯৫, মুসলিম ৫টি= ইফা. হা/৭৪৫-৭৪৯ পর্যন্ত, হাএ. হা/৭৪৭-৭৫১, ইসে. হা/৭৫৮-৭৬২, আবু দাউদে ১৬টি= মাপ্র. হা/৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৬১, নাসায়ীতে ১৩টি= মাপ্র. হা/৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮৯, ১০২৪, ১০২৫, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৯, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৫৫, সহীহ ইবনে মাজাহতে ১১টি= মাশা. হা/৬৯৮-৭০৮ পর্যন্ত, মেশকাত, হাএ. হা/৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৭, ৮০১),* ***শুধু কুতুবুস-সিত্তায় রাফউল ইয়াদাঈন সাপেক্ষে ৫০ এর অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।***

রুকু করার নিয়ম

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

অর্থ: (বর্ণনাকারী) আবু হুমাইদিস সাঈদী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ করেছি। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি যখন তাকবীর দিলেন, তখন তিনি তাঁর উভয় হাতকে উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠালেন। আবার যখন তিনি রুকুতে গেলেন, তখন দু'হাত দ্বারা তাঁর দু'হাঁটু মজবুত করে ধরলেন।

(সহীহ বুখারী তাও. হা/৮২৮, আপ্র. হা/৭৮২, ইফা. হা/৭৯০, মেশকাত, হাএ. হা/৭৯২, বুলুগুল মারাম মাপ্র. হা/ ২৬৯)।

আর আঙ্গুলগুলোকে হাঁটুর উপর ফাঁক ফাঁক করে রাখবে। যেমন-

اَنَّ النَّبِيَّ @ كَانَ اِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعَهُ

অর্থাৎ নাবী করীম ﷺ যখন রুকু করতেন তখন আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক ফাঁক করে রাখতেন। *(সহীহ হাকিম ১/২২৪, ১/২২৭, বুলুগূল মারাম মাপ্র. হা/৩০০)* আর রুকুতে পিঠকে সোজা করে রাখবে। যেমন-

كَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَالِكَ

অর্থ তিনি ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তার মাথাকে উঁচু করতেন না নিচুও করতেন না বরং উভয়ের মাঝামাঝি রাখতেন। *(মুসলিম, মাশা. ১/৩৫৭, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৮৩, সহীহ ইবনে মাযাহ, মাশা. হা/৭০৯, মেশকাত, হাএ. হা/৭৯১, বুলুগূল মারাম, মাপ্র. হা/২৭৪)*

আর তিনি হাত দুইটি পাঁজর থেকে দূরে তীরের তার বা দড়ির মত সোজা করে রাখতেন।

বিস্তরিত জানতে: *(বুখারী তাও. হা/৮২৮, আপ্র. হা/৭৮২, ইফা. হা/৭৯০, মুসলিম, হাএ. হা/৯৯৭, ইফা. হা/৯৯১, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৮৩, ৭৮৩, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৭০৮, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/২৫৬১৭, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ৭/১৭৭পৃ. মেশকাত, হাএ. হা/৭৯১, ৭৯২, সহীহ হাকিম ১/২২৪, ১/২২৭, বাইহাক্বী, মাশা. হা/২৬৫১, বুলুগুল মারাম মাপ্র. হা/ ২৬৯, ২৭৪, ৩০০)*

রুকু ও সাজদার দু'আ

রুকু ও সাজদার সহীহ্ একাধিক দু'আ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত দু'আসমূহ নিম্নরূপ। যেমন-

রুকুর দু'আ (ক): سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ উচ্চারণ: 'সুব্হা-না রাব্বিয়াল আযীম।'

অর্থ: আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(মুসলিম, হাএ. হা/১৬৯৯, ইফা. ১৬৮৪, ইসে. ১৬৯১, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/ ৮৭১ ইফা. হা/৮৭১ নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৬৬৪, ইফা. ১৬৬৭, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬২, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৭২৫, মেশকাত, হা/৮৮০)

সাজদার দু'আ (ক): سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى উচ্চারণ: 'সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা।'

অর্থ: আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম, হাএ. হা/১৬৯৯, ইফা. ১৬৮৪, ইসে. ১৬৯১, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৮৭১, ইফা.হা/৮৭১, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৬৬৪, ইফা. ১৬৬৭, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬২, মেশকাত, হাএ. হা/৮৮০।)

সাজদার দু'আ (খ): اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّه" دِقَّه" وَجِلَّه" وَأَوَّلَه" وَا'خِرَه" وَعَلَانِيَّتَه" وَسِرَّه"

(আল্লা-হুম্মাগফির লী যাম্বী কুল্লাহু; দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউয়ালাহু ওয়া 'আখিরাহু, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু)।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট-বড়, আগের-পরের, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা কর। (মুসলিম, হাএ. হা/৯৭১, ইফা. হা/৯৬৬, ইসে.হা/৯৭৭,আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৮৭৮, মেশকাত, হাএ. হা/৮৯২, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.)

নিম্নের দু'আ দু'টি রুকু ও সাজদায় পড়া যায়-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণ: *সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা-ওয়া বি হাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী।*

অর্থ: হে আল্লাহ! হে আমার প্রভু তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (বুখারী, তাও. হা/৮১৭, ইফা. হা/৭৮০, নাসায়ী, মাপ্র. হা/ ১১২২, ইফা.হা/১১২৬, মেশকাত, হাএ. হা/৮৭১, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَا ئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ: সুব্বুহুন কুদ্দূ-সুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্‌রুহ্‌

অর্থ: আল্লাহ পবিত্র মোবারক, সকল ফেরেশতা ও জিবরীলের প্রতিপালক। (মুসলিম, হাএ. হা/ ৯৭৮, ইফা.হা/৯৭৩, ইসে.হা/৯৮৪, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৮৭২, নাসায়ী, মাশা. হা/১০৪৮, মেশকাত, হাএ. হা/৭৮২, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.)

রুকু হতে দাঁড়ানো বা কাওয়ামার দু'আ

রাসূল ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন এমনভাবে সোজা হতেন যে মেরুদণ্ডের হাড় গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেত ও দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাতেন আর বলতেন -

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه **উচ্চারণ:** *সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌*

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেন আল্লাহ তার কথা শুনে থাকেন। (বুখারী, তাও. হা/৭৩২, ইফা. হা/৬৯৬, আপ্র. হা/৬৮৮, মুসলিম. হাএ. হা/৭৫৪, ইফা. হা/৭৫২, ইসে. হা/৭৬৫, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৬০১, নাসায়ী, মাপ্র. হা/৮৭৬, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৬৭, মেশকাত, হা/১১৩৯)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ **উচ্চারণ:** *রব্বানা লাকাল হামদ্‌*

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সকল প্রশংসা।'

(বুখারী তাও. হা/৭৮৯,৭৮৫, আপ্র. হা/৭৪৫, ইফা. হা/৭৫৩, মুসলিম আহালা. হা/৩৯২, আহমাদ, হা/ ৮২৬০)

অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় নিম্নের দু'আটি পড়া যায়।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

উচ্চারণ: *রাব্বানা-ওয়া লাকাল হাম্‌দু হামদান কাছীরান ত্বইয়্যিবান মুবারাকান ফিহ্*

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য প্রচুর ও পবিত্র প্রশংসা, তোমার প্রশংসার মধ্যে বরকত আছে। *(বুখারী, তাও. হা/৭৯৯, ইফা. হা/৭৬৩, আপ্র. হা/৭৫৫, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১০৬২, ইফা. হা/১০৬৫, মেশকাত, হাএ. হা/৮৭৭।)*

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে আমাদের অনেককে দেখা যায় রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে আবার সিজদায় চলে যায়। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, তার সলাত যথার্থ হবে না। যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা হতে পিঠ সোজা করে না। *(সুনানে আরবায়া, দারেমী, মিশকাত ৮২ পৃ. সহীহ)*

সাজদার নিয়ম

সাজদায় যাওয়ার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত রেখে দু'হাতের তালু কাঁধ বা কান বরাবর মাথার দু'পাশে ক্বিবলামুখী করে রাখবে। এবং সাতটি অঙ্গ যথা নাকসহ কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা সাজদা করবে। আর দুই হাতের কনুইকে কুকুরের ন্যায় না বিছিয়ে পাঁজর থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যাতেকরে একটি বকরির বাচ্চা পেটের নীচ দিয়ে অতিক্রম করার মত ফাঁক থাকে। আর পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী থাকবে। সাজদা হতে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে ও আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী রাখবে। *(বুখারী, তাও. হা/৮০৯, ৮১০, ৮১২, ৮২২, ৮২৮, মুসলিম, হাএ. হা/৯৮৬, ৯৮৯, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৪, বুলুগুল মারাম, হাএ. হা/৩২১, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মাশা. ৩/৩২৩, মুসতাদরাক হাকেম, মাশা. ১/৩০১, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ৭/২৩১, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৩২,৭৩৪, ৮৯৮, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৭০, ২৭৩, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১০৯৭-১১১৫, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৭২১, মেশকাত, হাএ. হা/৭৭২,৭৯২, ৮০১, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১)*

দুই সাজদার মাঝের দু'আ

দুই সাজদার মাঝে আল্লাহর রাসূল নিম্নের দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ: 'আল্লা- হুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া'আ-ফিনী ওয়ার্‌যুক্বনী।'

অর্থ: হে আল্লহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হেদায়েত দান কর, আমাকে রোগ মুক্ত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর। *(মুসলিম, হাএ. হা/৬৭৪৩, ইফা. হা/ ৬৬০৫, ইসে. হা/ ৬৬৫৮, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৮৫০, ইফা. ৮৫০, মেশকাত, হাএ. হা/৯০০, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া'আ-ফিনী ওয়ার্‌যুক্বনী।'

'অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমর উপর রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রুজি দান করুন।' *(তিরমিযী হা/ ২৮৪, ইবনে মাযাহ হা/৮৯৮, আবু দাউদ হা/৮৫০, মেশকাত হা/৯০০)*

"আত্তাহিয়্যাতু" পড়ার সময় আঙ্গুল নাড়ানো প্রসঙ্গে

তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পড়া শুরু থেকে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত ডান হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে অথবা বৃদ্ধা অঙ্গুলিকে মধ্যমা আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। এটাই ছিল নাবী ﷺ এর আমল। যেমন-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ @ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَّخَمْسِيْنَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ"وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلٰى إِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى"

অর্থ:আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়তে বসতেন, তখন বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাতকে ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এবং তিপ্পান্ন গণনার মতো আঙ্গুলী বন্ধ করতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, তিনি ﷺ শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন এ সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীকে মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। *(মুসলিম, হাএ. হা/১১৯৪-১১৯৮, ইফা.হা/ ১১৮৩, ১১৮৭, ১১৮৮, ইসে. হা/ ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯ আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৭৩৪, ৯৮৭, ৯৮৮, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৯৩, ২৯৪, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১১৬০, ১২৭৫, ১২৬৭, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, মেশকাত, হাএ. হা/৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯১৭)*

তাশাহ্হুদের দু'আ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

উচ্চারণ: *আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সলিহীন, আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।*

অর্থ: মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন মাবূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। *(বুখারী, তাও. হা/৮৩১, ইফা. হা/৭৯৩, মুসলিম, হাএ. হা/৭৮৩, ইফা. হা/৭৮০, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৮৯, নাসায়ী, হা/১১৬২, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৯৬৮, মেশকাত, মাশা. হা/ ৯০৯, ৩১৪৯)*

বেজোড় রাক'আতে দাঁড়ানোর পূর্বে বসা প্রসঙ্গে

রাসূল ﷺ বেজোড় রাক'আতে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সাজদা হতে মাথা তুলে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে তারপর দাঁড়াতেন।

مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ @ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

অর্থ: মালিক বিন হুয়াইরিস আল-লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ কে স্বলাত পড়তে দেখেছেন। যখন তিনি তাঁর স্বলাতে বেজোড় রাক'আতে (সাজদাহ্ হতে) দাঁড়াতে যেতেন তখন তিনি সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না। *(বুখারী, তাও. হা/৮২৩, ইফা. হা/৭৮৫, আপ্র. হা/৭৭৭, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৮৪৪, তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৮৭, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১১৫২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্, মাশা.৩/৩৪০পৃ. সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ৭/২৪৩পৃ. মেশকাত, হাএ. হা/৭৯৬)*

দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া' আলা-আ-লি মুহাম্মাদ, কামা-সল্লাইতা 'আলা-ইব্-রাহীমা ওয়া' আলা-আ-লি ইব্-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া' আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা-ইব্রাহীমা ওয়া' আলা-আ-লি ইব্-রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি মুহম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের বরকত দান করেছিলে। *(বুখারী, তাও. হা/৩৩৭০, আপ্র. হা/ ৩১২০, ইফা. হা/৩১২, মেশকাত, হা/৯১৯)*

ফাযীলাত: রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং তাকে দশটি সম্মানে উন্নীত করা হবে। *(সুনান আন-নাসায়ী, মাপ্র. হা/১২৯৭, মেশকাত, হাএ. হা/৯২২, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

দু'আয়ে মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুল্মান কাছীরাও ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুয্যুনূবা ইল্লা- আন্তা ফাগ্ফির্লি মাগ্ফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ার্হাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গফুরুর্ রহীম।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অধিক অত্যাচার করেছি, তুমি ছাড়া পাপ সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। *(বুখারী, তাও. হা/৮৩৪, ইফা. হা/৭৯৫, আপ্র. হা/৭৮৭, মুসলিম, হাএ. হা/৬৭৬২, ইফা. হা/৬৬২৩, ইসে. হা/৬৬৭৭, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫৩১, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩০২, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩৮২৫, মেশকাত, মাশা. হা/৯৪২, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِك مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ الْمَغْرَمِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্বাবরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ ইয়ায়ি-ওয়াল মামা-ত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! গোনাহ ও ঋণগ্রস্থতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী, তাও. হা/৮৩২, ইফা. হা/৭৯৪, আপ্র. হা/৭৮৬, মুসলিম, হাএ. হা/১২১২, ইফা. হা/১২০১, ইসে. হা/১২১২ আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৮৮০, ৯৮৪, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৯৪)*

সালাম ফিরানোর পর তাস্বীহ্ তাহ্লীল

সালাম ফিরানোর পর প্রথমে উচ্চস্বরে اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) অর্থাৎ আল্লাহ মহান, একবার বলতে হয়। তারপর তিনবার اَسْتَغْفِرُ الله (আস্ তাগফিরুল্লাহ) আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(বুখারী ভাবার্থ, তাও. হা/৮৪২, ইফা. হা/৮০১, আপ্র. হা/৭৯৩, মুসলিম, হাএ. হা/১২০৩, ইফা. হা/১১৯২, ইসে. হা/১২০৩, মেশকাত, হাএ. হা/৯৫৯, । মুসলিম, হাএ. হা/১২২১, ইফা. হা/১২১০, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৩৭, মেশকাত, হা/৯৬১, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী*

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ–

উচ্চারণ: *(আল্লা-হুম্মা আনতা সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম)*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময়। হে মহাত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী। *(মুসলিম, হাএ. হা/১২২২, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৫১২, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/ ৭৫২, মেশকাত, হাএ. হা/৯৬০, সহীহ)*

لَا إِلَهَ اَلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা-মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফায়ু যালজাদ্দি মিন্কাল্ জাদ্দ।*

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই।

আর যা রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানদের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারে না। *বুখারী, তাও. হা/৮৪৪, ইফা. হা/৮০৪, আপ্র. হা/৭৯৬, মুসলিম, হাএ. হা/১২২৫, ইফা. হা/১২১৪, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৫০৫, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৪১, মেশকাত, হা/৯৬২)*

سُبْحَانَ اللهِ (সুব্হানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্বার) ৩৪ বার অথবা ৩৩ সাথে নিম্নের কালিমা পড়া-

لَا إِلَهَ اَلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা- শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। *(মুসলিম, হাএ. হা/১২৩৯, ইফা. হা/১২২৮, ইসে. হা/১২৪০, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১১০৪, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪১৩, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৩৩৯, মেশকাত, হা/৯৬২, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: *'আল্ল-হুম্মা আইন্নী আ'লা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতাকা'*

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/ ১৫২২, নাসায়ী, মাপ্র. হা/ ১৩০৩, মেশকাত, হাএ. হা/৯৪৯, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী রহ.)*

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً

উচ্চারণ: 'রজীতু বিল্লাহি রব্বাও ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাও ওয়াবি মুহাম্মাদির রসূলা'

অর্থ: আমি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৫২৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. হা/৫১৯, সিলসিলাতুস আহাদীসুস সহীহা লিল আলবানী, মাশা.হা/৩৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

ফাযীলাত: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আটি তিনবার পড়বে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর উপর তার জন্য সন্তুষ্টি আবশ্যক হয়ে যায়। * আর তার পাঠকের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। *(মুসনাদে আহমাদ. মাশা. হা/১৮৯৪৯, মেশকাত, মাশা. হা/২৩৯৯)*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَ الْعَفَافَ وَ الْغِنٰى

উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াতু-তুক্ব-ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা-'

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সঠিক পথ, পরহেজগারিতা, নৈতিক

পবিত্রতা এবং সামর্থ প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম, হাএ. হা/৬৭৯৭, ইফা হা/ ৬৬৫৬, ইসে. হা/৬৬০৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৩৮২২, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৮৯, মেশকাত, হা/২৪৮৪, সহীহ, তাহ: আলবানী।)*

বিতর সলাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার পঠিত দু'আ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْس

উচ্চারণ: 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' অর্থ: পবিত্র বাদশার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৪৩০, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৭২৯, মেশকাত, হা/১২৭৪, সহীহ তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

তিলাওয়াতে সাজদার দু'আ

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ خَلَقَه" وَشَقَّ سَمْعَه" وَبَصَرَه" بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ

উচ্চারণ: সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযি খলাক্বহু ওয়া শাক্কা সামআ'হু ওয়া বাসরহু বি হাওলিহী ওয়া ক্বুওয়াতিহী'

অর্থ: আমার মুখমণ্ডল সাজদায় অবনত হয়েছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ, চক্ষু খুলেছেন স্বীয় ইচ্ছায় ও শক্তিতে। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৪১৪, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২৫, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১১২৯, মেশকাত, মাশা. হা/১০৩৫, সহীহ।)*

সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوْذُ بِكَ

مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّه" لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুকা, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী। ফাগফির লী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা)।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই।

ফাযীলাত: রাসূল ( ) বলেন, যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই ইস্তেগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার পূর্বে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই দু'আ পড়ে নেবে আর সে সকাল হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে। *বুখারী, তাও. হা/৬৩০৬, আপ্র. হা/৫৮৬১, ইফা. হা/৫৭৫৪, আবু*

দাউদ, মাপ্র. হা/৫০৭০, নাসাঈ, মাশা. হা/৫৫২২, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র.হা/৩৩৯৩, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা.হা/৩৮৬২, মেশকাত, মাশা.হা/২৩৩৫, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী (রহ.)।

আয়াতুল কুরসি পাঠ

اَللهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُه" سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَه" مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَ رْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَه" إِلَّا بِإِذْنِه،، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه،، إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّه" السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَئُوْدُه" حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণ: *আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা- ফিল আরয। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা- বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম,ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইল্‌মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়া উদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল আযীম।*

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞনের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বপেক্ষা মহান। (সূরা আল বাক্বারা:২:২৫৫)

আমল: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া কোন জিনিস জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না।'
(বায়হাক্বী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস-সাহীহা. হা/৯৭২)

- ফজর ও মাগরিব ফরজ সলাতের পর সূরা ইখলাস তিন বার, সূরা ফালাক তিন বার, সূরা নাস তিন বার। অন্যান্য ফরজ সলাতের শেষে এ ৩টি সূরা এক বার করে পড়বে। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/১৫২৩, মেশকাত, হাএ. হা৯৬৯, সহীহ,তাহক্বীক্ব: আলবানী)*

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর রাসূল ( ) সালাম ফিরানোর পর উপরে বর্ণিত দু'আ, যিক্‌রসহ বিভিন্ন তাসবীহ্-তাহলীল করতেন। এ ছাড়াও আরো অনেক তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, দু'আ ও যিকিরের বর্ণনা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সালাম ফিরানোর পর রাসূল ( ) এর সুন্নাতী দু'আগুলো না পড়ে নিজস্ব মনগড়া পদ্ধতিতে ইমাম মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দু'আ বা মোনাজাত শুরু করে দিই।

যা সহীহ হাদীসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং রাসূল ﷺ এর শিখানো যিকির-আযকার ও দু'আগুলো পড়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ হাদীসের উপর আমল করার দওফীক দান করুন। আমীন।

জানাযার দু'আ-(ক)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَه" مِنَّا فَأَحْيِه,, عَلَى الْإِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَه" مِنَّا فَتَوَفَّه" عَلَى الْإِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه" وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَه"

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না। আল্লা-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা'আহয়িহি 'আলাল-ইসলাম। ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুফ্বিল্লান্না বা'দাহু)।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত- অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু দান করবে, তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার নেকী হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩২০১, তিরমিযী, মাপ্র. হা/১০২৪, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/১২১৭, মেশকাত, হাএ. হা/১৬৭৫, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী (রহ.)*

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَه" وَارْحَمْهُ وَعَافِه,, وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَه"وَوَسِّعْ مَدْخَلَه" وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه,, مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًاخَيْرًامِّنْ دَارِه,, وَ أَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِه,, وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِه,, وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া 'আ-ফিহি, ওয়া'ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়াওয়াসসি' মা'দখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমা-য়ি ওয়াস্সালজি ওয়ালবারাদি, ওয়ানাক্কিহি মিনাল খাতা-ইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদা মিনাদদানাসি, ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহি, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ'য়িযহু মিন 'আযা-বিল ক্কাবরি ওয়া মিন 'আযাবিন্না-র

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তাকে সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন কর, প্রবেশস্থল প্রশস্থ কর। তুমি তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর। আর তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তুমি তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। *(মুসলিম, হাএ. হা/২১২১, ২১২৪, ইফা. হা/২১০০, নাসায়ী, মাপ্র. হা/১৯৮৪, মেশকাত, হা/১৬৫৫।)*

শিশুর জানাযার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّأَجْرًا

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা ফারাত্বান ওয়া সালাফান ওয়া আজরান'

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং পরকালের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য কর। *(বুখারী, তাও.হা/১৩৩৫, বাইহাকী. মাশা. হা/৭০৪২, শারহুস সুন্নাহ. মাশা.হা/১৪৯৫)*

মৃত সংবাদ ও মসিবতের সময় পঠিত দু'আ

إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا اَللّٰهُمَّ أَجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ

উচ্চারণ: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রজিউন, ওয়া আখলিফ লী খয়রাম মিনহা, আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী'

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সানিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর। *(মুসলিম, হাএ.হা/২০১১, ইফা.হা/১৯৯৫, ইসে. হা/২০০২, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩১২১, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৫১১, নাসায়ী, মাশা. হা/৩০৮৫, ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/১৫৯৮)*

কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَ عَلىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ:'*বিসমিল্লা-হি ওয়া আলা মিল্লাতি রসূলিল্লা-হি'*

অর্থ: আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)।

সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৪৬সহীহ, সহীহ ইবনে হিব্বান, মাশা. ১০/৩৫৩, পৃ. তাহক্বীক্ব: আলবানী।

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ: *আস্সালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়াইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হিকুনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াহ*

অর্থ: তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! আর নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *মুসলিম, হাএ. হা/২১৪৭, ইফা. হা/২১২৬, ইসে. হা/২১২৯, সহীহ ইবনে মাযাহ, মাশা. হা/১২৫৭, মেশকাত, মাশা. হা/১৭৬৪*

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّه" لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়াবা-রিক লী ফীমা আ'ত্বাইতা ওয়াক্বিনী শাররা মা ক্বাদাইতা ফাইন্নাকা তাক্বদ্বী ওয়ালা ইউক্বদ্বা 'আলাইকা। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাও ওয়া-লাইতা, ওয়ালা ইয়া'ইয্যু মান 'আ-দাইতা। তাবা-রক্তা রব্বানা ওয়া তা'আ-লাইতা*

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়াত দিয়েছ আমাকে হেদায়াত দিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে সুস্থতা ও শান্তি দিয়ে ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি সুস্থতা দান করেছ। তুমি যাদের অলী হয়েছ আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য কর। তুমি যা দান করেছ তাতে আমাকে বরকত দাও। ভাগ্যের মন্দ লিখন থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। তুমি ফায়সালাকারী, তোমার উপর কোন ফায়সালাকারী নেই। তুমি যাকে বন্ধু বানিয়েছ সে কখনও লাঞ্ছিত হয় না। তুমি যার সাথে শত্রুতা কর সে সম্মান লাভ করতে পারে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় সুমহান। *(নাসায়ী, মাপ্র.হা/১৭৪৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, মাশা.হা/১৯১, মুসনাদে আহমাদ, মাশা.হা/১৭১৮, মেশকাত, মাশা. হা/১২৭৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

পোষাক পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ: *আল্হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসানী হা-যা ওয়া রযাকানীহি মিন্ গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতিন।*

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে এই কাপড় পড়িয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তিনি আমাকে রিযিক দান করেছেন।

ফাযীলাত: উল্লিখিত এই দু'আ কাপড় পরিধান করার সময় পাঠ করলে, পূর্বের (সগীরাহ) গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। *(ফাতহুল বারী, মাশা.৪/৯পৃ. সুনানে দারেমী, মাশা. হা/২৬৯০, শুয়াবুল ঈমান লিল বাইহাক্বী, মাশা. হা/৬২৮৫, মুসতাদরাক লিল হাকেম, মাশা. হা/৭৪০৯, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, মাশা. হা/২০৪২, মেশকাত, মাশা. হা/৪৩৪৩, হাসান সহীহ, তাহ: আলবানী)*

নতুন পোষাক পরিধানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ,, وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَه وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ,, وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَه"

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা লাকালহামদু আনতা কাসাওতানীহি। আসআলুকা মিন খইরিহি ওয়া খইরি মা সুনি'আ লাহু। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহু।*

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন) কাপড় পড়ালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৪০২০, সহীহ আত- তিরমিযী, মাপ্র. হা/১৭৬৭, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১১২৪৮, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।*

ঘরে প্রবেশের সময় যিক্‌র

بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ: *বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়াবিস্‌মিল্লাহি খারাজনা, ওয়া 'আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা*

অর্থ: "আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহ্‌র নামেই আমরা বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করলাম"। অতঃপর ঘরের লোকজনকে সালাম দিবে। *(আবূ দাউদ ৪/৩২৫, ৫০৯৬। আর আল্লামা ইবন বায রহ. তার তুহফাতুল আখইয়ার গ্রন্থে পৃ. ২৮ এটার সনদকে হাসান বলেছেন। তাছাড়া সহীহ হাদীসে এসেছে, "যখন তোমাদের কেউ ঘরে প্রবেশ করে, আর প্রবেশের সময় ও খাবারের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান (নিজ ব্যক্তিদের) বলে, তোমাদের কোনো বাসস্থান নেই, তোমাদের রাতের কোনো খাবার নেই।" মুসলিম, নং ২০১৮।)*

বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

অর্থঃ আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর উপর ভরসা করলাম। আমার কোন উপায় এবং ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৫০৯৫, সহীহ আত- তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২৬, মেশকাত, মাশা. হা/২৪৪৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী (রহ.)।*

ফাযীলাতঃ রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ঘর হতে বের হওয়ার সময় উক্ত দু'আ পড়বে তখন তাকে বলা হবে তুমি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। আর তার থেকে শয়তানরা সরে যায়। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৫০৯৫, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪২৬, মেশকাত, মাশা. হা/২৪৪৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী (রহ.)।*

ঘুমানোর সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং তোমারই দয়ায় পুনরায় জীবিত হব। *(বুখারী, তাও.হা/৬৩১৪, ইফা.হা/৫৭৬২, আপ্র.হা/৫৮৬৯, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪১৭, মেশকাত, মাশা. হা/২৩৮২।)*

ঘুম থেকে উঠার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তাঁরই নিকটে ফিরে যেতে হবে। *(বুখারী, তাও.হা/৬৩১৪ ইফা. হা/৫৭৬২, আপ্র. হা/৫৮৬৯, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৫০৪৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/৩৮৭০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪১৭, মেশকাত, মাশা. হা/২৩৮২)*

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি দুষ্ট পুরুষ ও নারী জ্বিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী, তাও. হা/৬৩২২, ইফা. হা/৫৭৭০, আপ্র. হা/৫৮৭৭, মুসলিম, হাএ. হা/৭১৭, ইফা. হা/৭১৫, ইসে. হা/৭৩০, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৬, নাসায়ী, মাশা. হা/১৯, সহীহ ইবনে মাজাহ, মাশা. হা/২৯২, মেশকাত, হাএ. হা/ ৩৩৭)*

প্রস্রাব পায়খানা হতে বের হওয়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ **অর্থঃ হে প্রভু! তোমার নিকটক্ষমা প্রার্থনা করছি।**

সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৭, আদাবুল মুফরাদ, মাশা. হা. ৫৩৭/৬৯৩, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী

স্থলযানে আরোহনের দু'আা

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (৩ বার) অতঃপর নিম্নের দু'আ পড়া-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه" مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থ: আমি সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষনা করছি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। *সূরা যুখরুফ: ৪৩: ১৩-১৪, মুসলিম, হাএ.হা/,.৩১৬৬,ইফা. হা/৩১৪১, ইসে. হা/৩১৩৯,আবু দাউদ, মাপ্র. হা/২৫৯৯, তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৪৬*

জলযানে আরোহনের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: আল্লাহর নামে ও তাঁরই ইচ্ছায় ইহা চলবে ও থামবে। নিশ্চই আল্লাহ বড়ই ক্ষমশীল ও দয়ালু। *(সূরা হুদ ১১: ৪১)*

খানা-পিনাসহ বিভিন্ন কাজের শুরুর দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ **অর্থ: আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।**

বুখারী, তাও. হা/৫৩৭৮, ইফা. হা/৪৮৭৩, আবু দাউদ, মাপ্র. হা/৩৭৬৭,তিরমিযী. মাপ্র. হা/১৮৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩২৫৫, মেশকাত, মাশা. ৪১৫৯

শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে, মনে হলে যা পড়বে

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَه" وَ اٰخِرَه **অর্থ: আল্লাহর নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ করছি।**

(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/ ৩৭৬৭, সহীহ আত-তিরমিযী, হা/১৮৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩২৫৫, মেশকাত, মাশা. হা/৪২০২, হাসান সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)

খাওয়ার শেষে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

অর্থ: সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রূযী দান করলেন। *(সহীহ আত-তিরমিযী, হা/৩৪৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩২৭৬, মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/১৫৬৩২, মেশকাত, মাশা. হা/৪৩৪৩, হাসান সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

আগামীতে কিছু করবো বললে যা পড়তে হয়

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ **অর্থ: যদি আল্লাহ চায়।** *(সূরা কাহাফ-১৮:২৩-২৪)*

বিদায়কালে পরস্পরের উদ্দেশ্যে পঠিত দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

অর্থ: 'আমি আল্লাহর নিকট তোমার দ্বীন, আমানাত ও সর্বশেষ আমলের হিফাযতের জন্য দু'আ করছি। *(আবু দাউদ, মাপ্র. হা/২৬০০, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/৩৪৪৩, মেশকাত, হা/২৪৩৫, সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী।)*

মাজলিস শেষের দু'আ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট তওবা করছি।'

ফাযীলাতঃ যে ব্যক্তি মাজলিসে বসে অনর্থক বেশী কথা বলে অতঃপর উক্ত মাজলিস হতে উঠার পূর্বে উক্ত দু'আ পড়ে, তাহলে মাজলিসে তার যে অপরাধ হয়ে ছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। *(আবু দাউদ, মাপ্র.হা/৪৮৫৭, সহীহ তিরমিযী, মাপ্র.হা/৩৪৩৩, মেশকাত, মাশা.হা/২৪৩৩, সহীহ, তাহ্ব: আলবানী)*

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ فِيْ رِوَايَةِ لِلنَّسَائِى وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

অর্থ: রাসূল ﷺ বলেন: সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ এর প্রদর্শিত পথ। আর নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নতুন আবিষ্কার (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আতই পথভ্রষ্ট। আর 'সুনানে নাসাঈ' এর বর্ণনায়, প্রত্যেক পথভ্রষ্টতায় জাহান্নামের পথ। *(সহীহ মুসলিম, হাএ. হা/১৮৯০, ইফা. হা/১৮৭৫, ইসে. হা/১৮৮৩, সুনানে নাসাঈ, মাপ্র. হা/১৫৭৮, মেশকাত, হাএ. হা/১৪১, সহীহ সানাদ*

وَخِتَامًا سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সর্বশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা

প্রকাশের পথে

- অনুদিত সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ
- ডাঃ জাকির নায়েকের লেকচারে সুন্নাত ও বিজ্ঞান সিরিজ- ২
- সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও পরিত্রাণের উপায়
- এলাহী বিধানে নান্দনিক জীবন ব্যবস্থা

পরিবেশনায়

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী।

০১৯২২-৫৮৯৬৪৫